পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 223 Saturday, 13 July, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২২৩ সংখ্যা ❋ ২৮ আষাঢ়, ১৪৩১, শনিবার, ১৩ জুলাই, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

২৫ জুন পালিত হবে সংবিধান হত্যা দিবস হিসাবে, ঘোষণা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাইঃ জরুরি অবস্থা বা এমার্জেন্সি নিয়ে কংগ্রেসের উপরে আক্রমণ জারি কেন্দ্রের। এবার ২৫ জুন ঘোষণা করা হল সংবিধান হত্যা দিবস হিসাবে। এ দিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক্স হ্যান্ডেলে এই ঘোষণা করেন। এ দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে গেজেট নোটিফিকেশনের ছবি পোস্ট করে লেখেন, '১৯৭৫ সালের ২৫ জুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি তাঁর স্বৈরাচারী মানসিকতার প্রমাণ দিয়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন এবং গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করেছিলেন। লক্ষাধিক মানুষকে বিনা দোষে জেলে পোড়া হয়েছিল। সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, ''ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতি বছর ২৫ জুন সংবিধান হত্যা দিবস হিসাবে পালিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা চলাকালীন যারা অমানবিক কষ্ট সহ্য করেছিলেন, তাদের অবদানকে স্মরণ করবে।'' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এক্স হ্যান্ডেলে এই গেজেট পোস্ট করে লেখেন, 'সংবিধানকে পদদলিত করার দিন হিসাবে এই দিনটিকে স্মরণ করা হবে।' প্রধানমন্ত্রী লেখেন, '২৫ জুন সংবিধান হত্যা দিবস হিসাবে পালন করা হবে দেশের সংবিধানকে পদদলিত করার স্মৃতি হিসাবে। একইসঙ্গে এই দিনটি তাদের শ্রদ্ধার্ঘ জানানোর জন্য, যারা জরুরি অবস্থার ভুক্তভোগী ছিলেন। কংগ্রেস ভারতীয় ইতিহাসে একটা কালো অধ্যায়ের শুরু করেছিল।' এদিকে, কংগ্রেসের তরফে সরকারের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বলেছে, শিরোনাম তৈরির জন্য আরও একবার প্রচেষ্টা করছে। প্রসঙ্গত, এ বছর ২৫ জুন প্রধানমন্ত্রী সংসদের বাইরে দাঁড়িয়েও জরুরি অবস্থাকে কালো অধ্যায় বলে উল্লেখ করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণেও জরুরি অবস্থার উল্লেখ করে সমালোচনা করেছিলেন।

জগন্মোহন রেড্ডির বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের

অমরাবতী, ১২ জুলাইঃ অন্ধ্র প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডির বিরুদ্ধে উঠল খুনের চেষ্টার অভিযোগ। জানা গিয়েছে, ওয়াইএসআর কংগ্রেসের প্রধান তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডি এবং দুইজন আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার মামলা দায়ের করেছেন শাসক দল টিডিপির এক বিধায়ক। তেলুগু দেশম পার্টির বিধায়ক কে রঘুরাম কৃষ্ণ রাজু পুলিশে এফআইআর করেছেন। অভিযোগ, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে। জগন্মোহন রেড্ডি, আইপিএস অফিসার পিভি সুনীল কুমার, পিএসআর সীতারমনজানেইউলু, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার আর বিজয় পাল ও গুন্টুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি প্রভায়তের বিরুদ্ধে খুনের প্রচেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এক মাস আগে ইমেইল মারফত টিডিপি বিধায়ক পুলিশে অভিযোগ জানান। আইনি পরামর্শ নিয়ে এরপর গত বৃহস্পতিবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। তিন বছর আগে একটি মামলায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। ২০২১ সালে পুলিশ হেফাজতে তাঁর উপরে অত্যাচার করা হয়েছিল। ২০২১ সালে, কোভিডকালে তাঁকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছিল এবং ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, আমার বিরুদ্ধে অন্দ্র প্রদেশ সরকার মিথ্যা সিবি-সিআইডি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। আমায় অত্যাচার করা হয়েছিল, পুলিশের গাড়ির ভিতর আমায় মারধর করা হয়েছিল। জোর করে আমায় গুন্টুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওই বিধায়ক অভিযোগ করেছেন, গ্রেফতারির কয়েক সপ্তাহ আগেই তাঁর ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডির বিরুদ্ধে মন্তব্য করায়, তাঁকে খুন করার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। গুন্টুর হাসপাতালে তাঁকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হলেও, সেখানে মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল যে তাঁর শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন নেই।

নন্দীগ্রামে বিজেপির মহিলা কর্মী খুনে অভিযুক্তদের আড়ালের চেষ্টা!

কোর্টের নির্দেশ ছাড়া রাজ্য কোনও তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে পারবে না হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুলাইঃ নন্দীগ্রামে বিজেপির মহিলা কর্মী খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদেরই আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে বলে হাইকোর্টে অভিযোগ করলেন মৃতর পরিবার। শুক্রবার ওই মামলায় রাজ্য পুলিশ যে রিপোর্ট আদালতে জমা দিয়েছে, তার নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মৃতর পরিবারের সদস্যরা। যার ভিত্তিতে আদালত জানিয়েছে, কোর্টের নির্দেশ ছাড়া রাজ্য কোনও তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে পারবে না। পরিবারের তরফে আগেই সিবিআই তদন্তের দাবিও জানানো হয়েছিল। আগামী ২৩ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। ওই দিনই এ ব্যাপারে আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে পারে। ভোটের দু'দিন আগে অর্থাৎ ২৩ মে নন্দীগ্রামে এক বিজেপি কর্মীর মাকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। হামলায় জখম হয়েছিলেন আরও ছ'জন। ওই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্তে গাফিলতির অভিযোগে হাইকোর্টে দায়ের হয়েছিল মামলাও। অবিলম্বে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে মামলাকারীর অভিযোগ, পুলিশ তদন্তের নামে প্রহসন করছে। ঘটনার পর দীর্ঘদিন কেটে গেলেও ১৬৪ ধারায় গোপন জবানবন্দী নেওয়া হয়নি। ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হলেও মূল অভিযুক্তদের গ্রেফতার করছে না পুলিশ। ২৫ মে ষষ্ঠ দফায় ভোট হয় তমলুক লোকসভা কেন্দ্রে। তমলুক লোকসভার মধ্যেই পড়ে নন্দীগ্রাম। ভোটের ২ দিন আগে সোনাচূড়ার মনসাপুকুর বাজার এলাকায় রাত পাহারা দিচ্ছিলেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। তখনই বাইকে করে তৃণমূলের এক দল দুষ্কৃতী সেখানে পৌঁছে ধারাল অস্ত্র নিয়ে বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা করে বলে অভিযোগ। বাধা দিতে গেলে রতিবালা আড়ি নামে ওই মহিলাকে এলোপাথাড়ি কোপ চালায় দুষ্কৃতীরা। মাকে বাঁচাতে গিয়ে জখম হন রতিবালার পুত্র সঞ্জয়ও। জখম হন আরও পাঁচ বিজেপি সমর্থক। এরপরই চিৎকার শুনে গ্রামবাসীরা এগিয়ে এলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা রতিবালা আড়িকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ২ জনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। অভিযোগ, পুলিশ মামলার যথাযথ তদন্তের পরিবর্তে অভিযুক্তদের আড়াল করতে চাইছে।

চিন যেন নস্যি! দিন-দিন এত বাড়ছে যে ২১০০ সালের মধ্যে বিশ্বসেরা হবে ভারত

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাইঃ এই শতকের ছয়ের দশকের মধ্যেই ভারতের জনসংখ্যার রেখাচিত্র শীর্ষে পৌঁছে যাবে। কিন্তু তার পরই তা কমতে শুরু করবে। প্রায় ১২ শতাংশ কমে যাবে ২১০০ সালের মধ্যে। কিন্তু তখনও বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ থাকবে ভারতই। এদেশের জনসংখ্যা থাকবে চিনের প্রায় আড়াই গুণ। এমনটাই জানাল রাষ্ট্রসংঘ। গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে 'ওয়ার্ল্ড পপুলেশন প্রসপেক্টস ২০২৪'-এর রিপোর্ট। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০৬০ নাগাদ ভারতের জনসংখ্যা ১৭০ কোটিতে পৌঁছবে। তার পরই তা কমতে আরম্ভ করবে। একই ট্রেন্ড লক্ষ করা যাবে গোটা বিশ্বেই। ২০৮০ সালের মাঝামাঝি বিশ্বের জনসংখ্যা ১০.৩ বিলিয়ন তথা ১০০০ কোটি ছাপিয়ে যাবে। তবে এর পরই তা কমতে থাকবে। শতাব্দী শেষ হতেই সব মিলিয়ে ১০ কোটি জনসংখ্যা হ্রাস পাবে গোটা পৃথিবী মিলিয়ে। রাষ্ট্রসংঘের দাবি, এই মুহূর্তে ভারত চিনকে টপকে গিয়েছে। ২১০০ সালেও ভারতই বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ থাকবে। যদিও আগের চল্লিশ বছরের তুলনায় তা হ্রাস পাবে ১২ শতাংশ। রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, ২০২৪ সালে ভারতের জনসংখ্যা ১৪৫ কোটি। ২০৫৪ সালে তা বেড়ে হবে ১৬৯ কোটি। কিন্তু ২১০০ সালে তা কমে দাঁড়াবে দেড়শো কোটিতে। গত এপ্রিলে রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্টে দাবি করা হয় জনসংখ্যার নিরিখে চিনকে ছাপিয়ে গিয়েছে ভারত। যদিও পরে বেজিং জানায়, এখনও চিনে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। জনসংখ্যা বাড়াটা কোনও কৃতিত্বের বিষয় নয়, বরং কর্মক্ষম জনতার সংখ্যা বাড়লেই সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৯৫০ সাল থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে জনসংখ্যা সমীক্ষা শুরু করেছে রাষ্ট্রসংঘ। গত বাহাত্তর বছরে প্রথমবার বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশের তকমা পেয়েছে ভারত। যা দীর্ঘদিন যাবৎ ছিল চিনের দখলে। সাম্প্রতিক সমীক্ষা মোতাবেক বিশ্বের তৃতীয় জনবহুল দেশ আমেরিকা। সেখানে জনসংখ্যা ৩৪ কোটি।

মুম্বইয়ে উদ্ধবের বাড়িতে মমতা

'বাংলায় সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপি একসঙ্গে কাজ করে'

মুম্বই, ১২ জুলাইঃ পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী শুক্রবার বিকেলে মুম্বইয়ের মাতোশ্রীতে শিব সেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও দু'পক্ষরই দাবি, এটি শুধুই সৌজন্য সাক্ষাৎকার। পরে মমতা-উদ্ধব সাংবাদিক বৈঠকও করেন। সেখানে ফের বাংলার কংগ্রেসের প্রসঙ্গ টেনে আনেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার কথায়, ''লোকসভা ভোটে বাংলায় ইন্ডিয়ার কোনও জোট হয়নি। ওখানে সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপি একসঙ্গে কাজ করে।'' পর্যবেক্ষকদের মতে, বড় শরিক কংগ্রেসকে চাপে রাখতেই বাংলায় কংগ্রেস-বিজেপি ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ এদিন ফের সামনে এনেছেন মমতা। একই সঙ্গে এবারে 'মিলিজুলি' মোদি সরকার বেশিদিন

ক্ষমতায় থাকবে না বলেও ফের ভবিষ্যদ্বাণী করলেন তৃণমূল নেত্রী। মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনে শিবসেনাকে সাহায্য করতে তিনি প্রচারে আসবেন বলেও জানান। আগামী ২২ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে বাজেট অধিবেশন। ১২ অগস্ট পর্যন্ত চলবে এই অধিবেশন। জনবিরোধী নীতি নিয়ে কীভাবে মোদি সরকারের ওপর চাপ তৈরি করা যায়, বৈঠকে তার কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকতে পারে বলে খবর। তবে শিব সেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরের দাবি, ''এটা আমাদের পারিবারিক বৈঠক ছিল। এখানে রাজনীতির তেমন কথা হয়নি।'' আর মমতা বলেন, ''আমাদের তৃণমূলের নীতি একটাই, সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদ জানানো। আর সংসদের বিষয়ে ইন্ডিয়ার কমিটি রয়েছে। বাজেটের বিষয়ে কমিটির নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত নেবেন।'' এরপর ইন্ডিয়া জোটের শরিক নেতা শরদ পাওয়ার ও অখিলেশ যাদবের সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূল নেত্রী। সন্ধেয় যোগ দেন মুকেশ আম্বানির ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে। এদিন তৃণমূল নেত্রীর এই রাজনৈতিক বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, লোকসভা ভোটের পর জোট শরিক নেতাদের সঙ্গে মমতার এটাই প্রথম বৈঠক।

স্মৃতি ইরানির প্রতি অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করবেন না, বার্তা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাইঃ প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি শুক্রবার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির বিরুদ্ধে অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার থেকে বিরত থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ''জয়-পরাজয় জীবনেই হয়। আমি সকলকে শ্রীমতী স্মৃতি ইরানি বা অন্য কোনও নেতার প্রতি অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার এবং কদর্য আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করছি। মানুষকে অপমান ও অপমান করা দুর্বলতার লক্ষণ, শক্তি নয়।'' প্রসঙ্গত লোকসভা ভোটের প্রচার চলছে। অমেঠিতে সেদিন প্রচারে গিয়েছিলেন স্মৃতি ইরানি। তাঁর বক্তৃতার সময়ে মাইক ঠিকমতো কাজ না করায় টিপ্পনি কেটে স্মৃতি বলেছিলেন, ''কে দিয়েছে এটা? ওঁর নামও কি রাহুল?'' এহেন স্মৃতি অমেঠিতে হেরে যাওয়ার পর সোশাল মিডিয়ায় এখনও তাঁকে ট্রোল করছেন অনেকেই। কেউ কেউ কদর্য ভাষা প্রয়োগও করে ফেলছেন। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাহুল গান্ধি আমেঠি থেকে স্মৃতি ইরানির কাছে হেরে যান, কিন্তু এই বছর তিনি কংগ্রেস নেতা কিশোরী লাল শর্মার কাছে হেরে যান। কংগ্রেস তার

পুরানো দুর্গ পুনরুদ্ধার করে। বিজেপি নেতা অমিত মালব্য অবশ্য রাহুলের পোস্টকে অশালীন বার্তা বলে অভিহিত করেছেন। ''এটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে অযৌক্তিক বার্তা। যে নারী আমেঠিতে তাকে পরাজিত করে নিজের ঔদ্ধত্য চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন, সেই নারীর ওপর নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছেন।'' কংগ্রেসের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের মতে, স্মৃতি ইরানির পরাজয়ের পর বেশ কয়েকজন দলের সমর্থক তাকে নিশানা করেছিলেন। রাহুল দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য এড়িয়ে চলতে হবে। আমাদের অভ্যন্তরীণ বৈঠকগুলিতেও রাহুল গান্ধি প্রায়শই এই বিষয়ে নেতাদের সতর্ক করেছিলেন। স্মৃতি ইরানি শর্মার কাছে পরাজিত হন, পরবর্তীকালে দেড় লক্ষেরও বেশি ভোটে জিতেছিলেন। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে স্মৃতি ইরানি আমেথিতে রাহুল গান্ধিকে ৫৫,০০০ ভোটে পরাজিত করেছিলেন। বুধবার দিল্লির লুটিয়েন্সের ২৮ তুঘলক ক্রিসেন্টে নিজের সরকারি বাংলো খালি করে দেন স্মৃতি ইরানি। এদিকে ভোটে পরাজিত হওয়ার পরে স্মৃতি ইরানি কিছু কথা লিখেছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। তা নিয়েও একেবারে হইচই পড়ে যায় গোটা দেশ জুড়ে। যাঁরা তাঁকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন স্মৃতি ইরানি। ''জীবন এমনই... আমার জীবনের এক দশক এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরে বেড়ানো, জীবন গড়া, আশা ও আকাঙ্ক্ষা লালন, রাস্তাঘাট, নালি, খাদঞ্জা, বাইপাস, মেডিকেল কলেজ এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে কাজ করা। পরাজয় ও পরাজয় যারা আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। আজ যাঁরা উদযাপন করছেন, তাঁদের অভিনন্দন। আর যাঁরা প্রশ্ন করছেন, 'জোশ কেমন?' আমি বলি-এটা এখনও উচ্চ, স্যার,'' তিনি এক্স এ লিখেছিলেন।

এবার রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গেল মমতার সরকার!

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাইঃ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বসুর বিরুদ্ধে আটটি বিল অনুমোদন না করার অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। শুক্রবার রাজ্য সরকার তার আবেদনে অভিযোগ করেছে যে রাজভবনের বিলম্ব জনগণের কল্যাণে প্রভাব ফেলছে যাদের জন্য বিধানসভায় বিলগুলি পাস করা হয়েছিল। আইনজীবী আস্থা শর্মা জরুরি ভিত্তিতে তালিকাভুক্তির আবেদন করেছিলেন এবং ভারতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় দ্রুত শুনানির বিষয়টি বিবেচনা করতে সম্মত হয়েছেন। পিটিশনে দাবি করা হয়েছে যে ২০২২ সাল থেকে পাস হওয়া আটটি বিল কোনও পদক্ষেপ ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, যা রাজ্য বিধানসভার প্রচেষ্টাকে অকার্যকর করে তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও যুক্তি দেখিয়েছে যে আটটি মূল বিল সম্পর্কে রাজ্যপালের পদক্ষেপ এবং নিষ্ক্রিয়তার কারণে সৃষ্ট সাংবিধানিক সঙ্কটের কথা উল্লেখ করে ভারতীয় সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছিল। রাজ্যের অভিযোগ, সংবিধানের ২০০ অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্যপাল কোনও সঙ্গত কারণ ছাড়াই সম্মতি আটকে রেখেছেন, যা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করেছে।

পুলিশি হেফাজতেও সাংবাদিকদের ধাক্কা জয়ন্তর!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুলাইঃ আপাতত তিনি জেলবন্দি! তবে তাঁর দাপট এতটাই যে জেলবন্দি এই 'ডন' সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে আড়িয়াদহের মৌসুমী মোড়ের বাসিন্দারা বৃহস্পতিবার দেখে নিচ্ছিলেন, আশেপাশে কেউ আছেন কিনা! আতঙ্কে নিজেদের নামও বলতে চাননি। কুখ্যাত জয়ন্ত সিংয়ের দাপটের বহর কেমন, শুক্রবার তা চাক্ষুষ করলেন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরাও। কামারহাটির তালতলা ক্লাবে তালিবানি কায়দায় অত্যাচারের যে ভিডিও (দুরন্ত বার্তা ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি)) সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে, শুক্রবার ধৃত জয়ন্ত সিংকে সঙ্গে নিয়ে সেই ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে ওই ক্লাবে যান তদন্তকারীরা। তদন্ত প্রক্রিয়া শেষে পুলিশ জয়ন্তকে ক্লাব থেকে বের করার সময় তাকে ঘিরে ধরে সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা। অভিযোগ, পুলিশ হেফাজতে থাকা জয়ন্ত রীতিমতো ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন

সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের। পুলিশের সামনেই জয়ন্তর এহেন ঔদ্ধত্য আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। অনেকের মতে, পুলিশের হেফাজতে থেকেই যদি এমন রণংদেহি মেজাজ হয়, তাহলে বাইরে থাকাকালীন কী কী করতেন জয়ন্ত! শুধু ধাক্কা দেওয়াই নয়, পুলিশের গাড়িতে ওঠার পরও সাংবাদিকদের উদ্দেশে পাল্টা প্রশ্নও ছুড়ে দেন। মেজাজের সুরে জয়ন্ত বলেন, এত প্রশ্ন করছেন কেন? যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, তাতে কি আমাকে দেখা গেছে? আড়িয়াদহে মা ও ছেলেকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরেই সামনে আসে জয়ন্ত সিংয়ের কীর্তির সাতকাহন। অভিযোগ, শাসকদলের আশীর্বাদেই এলাকায় দাপট জয়ন্ত ও তাঁর শাগরেদদের। চাপের মুখে পড়ে সম্প্রতি পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতারও করে। তারপরই কামারহাটির তালতলা ক্লাবে তালিবানি কায়দায় অত্যাচার-সহ একাধিক ভিডিও ভাইরাল হয়। প্রসঙ্গত, জয়ন্ত গ্রেফতার হওয়ার পরই দমদমের সাংসদ সৌগত রায় এবং কামারাহাটির বিধায়ক মদন মিত্রর কাছে এসেছে হুমকি ফোন। অবিলম্বে তাঁকে জেল থেকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা না করা হলে গুলি করে মারার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, জয়ন্তর মাথায় এমন কার আশীর্বাদ রয়েছে, যে কারণে পুলিশি হেফাজতেও তার এমন ঔদ্ধত্য?

দেশের ১৬ শতাংশ গৃহলক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ হচ্ছে রাজ্যগুলির দেওয়া নগদ নারায়ণে, উপকৃত ১১ কোটি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

তৃতীয় নরেন্দ্র মোদি সরকারের পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রস্তাব পেশ হতে চলেছে আগামী ২৩ জুলাই। মহিলা অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবারের বাজেটেও দেশের নারীকল্যাণের জন্য বেশকিছু ব্যয়বরাদ্দ ও প্রকল্পের কথা ঘোষণা করবেন। শুধু কেন্দ্র নয়, দেশের ছোট-বড় রাজ্যগুলিও ইদানীংকালে নারীকল্যাণ ও মহিলাদের আর্থিক সহায়তায় হাত বাড়িয়েছে। ঘরে বসেই রাজ্য সরকারি অনুদান হাতে পেয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। এই কাজে একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার অলিখিত প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে রাজ্যগুলি, বিশেষত রাজনৈতিক দলগুলি। সম্প্রতি দু-একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গৃহলক্ষ্মীদের হাতখরচা জোগানের প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের ১৬ শতাংশ মহিলা রাজ্যগুলির কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন। মাথা গুনলে পরিমাণটা ১১ কোটি। কোভিডের অতিমারির পরবর্তীকাল থেকে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের মূল লক্ষ্যই হয়ে উঠেছেন গৃহবধূরা। গৃহবধূদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে রাজ্য সরকারের টাকা ঢুকে যাচ্ছে। তা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারই হোক বা যে নামেই হোক। সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, দেশের ১৬ শতাংশ মহিলা এই প্রকল্পগুলির অধীনে মাসে মাসে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন। অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের একটি আর্থিক সমীক্ষা রাজ্য বাজেট ও তাদের কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি নিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে এই তথ্য দিয়েছে। দেশের ১০টি রাজ্য মহিলাদের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প শুরু করেছে। শিবসেনা-বিজেপি-এনসিপি জোট শাসিত মহারাষ্ট্র হল এই তালিকার নবতম সংযোজন। দেশজুড়ে রাজ্য সরকারগুলির মহিলাদের দেয় সর্বমোট অর্থের পরিমাণ ১.৮ লক্ষ কোটি টাকা। যা মিলিতভাবে রাজ্যভিত্তিক গড় উৎপাদনের ০.৮ শতাংশ এবং দেশের গড় জাতীয় উৎপাদনের ০.৬ শতাংশ। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পৃথক একটি রিপোর্ট বলছে, মহিলাদের জন্য এই প্রকল্পগুলি বৃহত্তর এক দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, বৃহৎ রাজ্যগুলিও তাদের রাজস্ব সংগ্রহের একটা বড় অংশ এই প্রকল্পগুলিতে দিচ্ছে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্র সরকার মুখ্যমন্ত্রীর লেড়কি বহিন প্রকল্প

ঘোষণা করেছে রাজ্য বাজেটে। অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের রিপোর্ট বলছে, এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার ৪৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। যা রাজ্যের গড় উৎপাদনের ০.৮ শতাংশ। এই প্রকল্পে মহারাষ্ট্রের ২.৬ কোটি মহিলাকে মাসে দেড় হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

কোন রাজ্যে মহিলাদের মাসে সরকারি অনুদান কত?

অন্ধ্রপ্রদেশে এই প্রকল্পের নাম জগন্না আম্মাভোডি স্কিম। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে চালু হওয়া এই প্রকল্পে রাজ্যের মহিলাদের প্রতি মাসে দেড় হাজার টাকা দেওয়া হয়। অসমে এর নাম অরুণোদয় প্রকল্প। ২০২০ সালের অক্টোবরে চালু এই প্রকল্পে ১২৫০ টাকা করে প্রতি মাসে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে চলে যায়। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্পের নাম লক্ষ্মীভাণ্ডার। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয়েছিল। এতে মহিলাদের ১০০০ থেকে ১২০০ টাকা দেওয়া হয়। মধ্যপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী লাডলি বহেনা যোজনা। শুরু হয়েছে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে। মাসে ১০০০ টাকা অনুদান। কর্নাটকে এর নাম গৃহলক্ষ্মী। ২০২৩ সালের আগস্টে সূচনা। মাসে ২ হাজার টাকা পান মহিলারা। তামিলনাড়ু। কালাইগনার মাগালির উরিমাই তিট্রম। গতবছরের সেপ্টেম্বরে চালু। মাসে হাজার টাকা। তেলঙ্গানায় প্রকল্পের নাম মহালক্ষ্মী। গতবছর ডিসেম্বর থেকে মাসে আড়াই হাজার টাকা পাচ্ছেন মহিলারা। হিমাচল প্রদেশের এর নাম ইন্দিরা গান্ধী পেয়ারি বহেনা সুখ সম্মাননিধি যোজনা। এবছর ফেব্রুয়ারিতে চালু হওয়া এই প্রকল্পে মহিলারা মাসে দেড় হাজার টাকা পেয়ে থাকেন। দিল্লিতে এর নাম মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সম্মান যোজনা। এবছর মার্চে চালু। বরাদ্দ হাজার টাকা করে। এছাড়া মহারাষ্ট্রের কথা তো উল্লেখ করাই আছে। এই হিসাবে দেখা যাচ্ছে ২০২০-২২ সালের তুলনায় মহিলাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কল্যাণমূলক প্রকল্পের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। যত দিন যাচ্ছে, পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটছে। কারণ সেই টেক্কা দেওয়ার পালা। এসবিআই রিপোর্ট বলছে, ভারত ক্রমশ কল্যাণমুখী রাজ্যে পরিণত হচ্ছে। কারণ অধিকাংশ রাজ্যই এখন রাজ্যবাসীর জন্য কল্যাণকর প্রকল্পের দিকে ঝুঁকছে। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, কর্নাটক, কেরলের মতো বড় রাজ্যগুলিও রাজকোষের একটি উল্লেখযোগ্য ভাগ এই খাতে খরচ করছে। মহারাষ্ট্র ১১ শতাংশ, কর্নাটক ১৫ শতাংশ, কেরল, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ ৮-১০ শতাংশ কল্যাণকর প্রকল্পের জন্য খরচের প্রস্তাব রেখেছে বাজেটে। রাজকোষের একটি বড় অংশ এই ধরনের প্রকল্পে ব্যয় করা হলেও এতে রাজ্যগুলির আর্থিক অবস্থায় কোনও প্রভাব পড়বে না, বলা হয়েছে রিপোর্টে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, মহিলামুখী প্রকল্পগুলির খাতে খরচ বৃদ্ধির জন্য তারা অন্য খাতের খরচ থেকে ভরতুকি জোগান দিচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে রাজ্যগুলিকে মূলধনী ব্যয় কমাতে হবে। তাহলেই এই প্রকল্পগুলি আরও সাফল্যের মুখ দেখতে পাবে।

অমরনাথ যাত্রা চলছেই নির্বিঘ্নেই, বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পুণ্যার্থীরা

জম্মু, ১২ জুলাই ঃসুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নেই চলছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। শুক্রবার সকালে অমরনাথের পবিত্র গুহা মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে তীর্থযাত্রীদের আরও একটি দল। পবিত্র অমরনাথ যাত্রার জন্য জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে ৪,৪৩৪ জনের তীর্থযাত্রীর একটি দল বৃহস্পতিবার সকালে রওনা হয়েছে।কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে নিজ নিজ গা।তিতে চেপে পুণ্যার্থীরা রওনা হন। অমরনাথ যাত্রাকে ঘিরে নিরাপত্তা অনেকটাই আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সে দিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় অমরনাথের পবিত্র গুহায় পূজার্চনা করেছেন তীর্থযাত্রীরা।

শুক্রে আবারও দাম বাড়লো সোনার, রুপোর দর অপরিবর্তিত

কলকাতা, ১২ জুলাইঃ বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারেও বা।লো সোনার দাম। এদিন কলকাতায় ২৪ ক্যারেট খুচরো পাকা সোনার দাম প্রতি গ্রামে ৭৩৬০ টাকা। প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট পাকা সোনার দাম আজ ৭৩৬০০ টাকা। আর ২২ ক্যারেট গয়নার হলমার্ক সোনার দাম প্রতি গ্রামে ৭০০০ টাকা। প্রতি ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট গয়নার হলমার্ক সোনার দাম আজ ৭০০০০ টাকা।এদিকে শুক্রবার কলকাতায় প্রতি কেজি রুপোর বাট বিকোচ্ছে ৯২৬০০ টাকায়। প্রতি কেজি খুচরো রুপো বিকোচ্ছে ৯২৭০০ টাকায়। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারের তুলনায় শুক্রবার কলকাতায় রুপোর দাম অপরিবর্তিতই আছে।

ভূমিধসের জেরে যোশীমঠের রাস্তায় আটকে থাকা তীর্থযাত্রীদের উদ্ধার বিপর্যয় মোকাবিলা দলের

দেহরাদূন, ১২ জুলাই ঃএকটানা বৃষ্টির জেরে উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় বিপর্যয় শুরু হয়েছে। কোথাও বৃষ্টির জেরে হঠা বন্যা পরিস্থিতি তো কোথাও আবার নামছে ভূমিধস। কোথাও পাহাড়ের একাংশ ধসে বন্ধ জাতীয় সড়ক।এক নাগাড়ে বৃষ্টিতে ধস নামতে শুরু করায় বিপর্যয়ের মুখে পড়ছেন উত্তরাখণ্ডের মানুষ। ভূমিধসের জেরে শুক্রবারও রাস্তা বন্ধ রয়েছে যোশীমঠের কাছে। ফলে সেখানে আটকে বহু তীর্থযাত্রীও। শুক্রবার সকাল থেকেই যাত্রীদের সুরাহায় তপর স্থানীয় প্রশাসন। পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী একযোগে চালাচ্ছেন উদ্ধারকাজ। যাতে হেঁটে রাস্তা পেরোতে পারেন তীর্থযাত্রীরা, সহযোগিতা করছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

প্যারিস অলিম্পিকঃ ঘুম বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেছে ভারত

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ঃ ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, প্রথমবারের মতো অলিম্পিকে কন্টিনজেন্টের সাথে একজন ঘুম বিশেষজ্ঞ রাখছে। ভারত বিশেষজ্ঞ নিযগে করেছে ডঃমনিকা শর্মাকে। তার নির্দেশনায় ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা তাদের প্রয়োজন এবং সময়সূচী অনুসারে ঘুমের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন এবং অলিম্পিকে করবেন। ডঃমনিকা শর্মা গত ডিসেম্বর থেকে আইওএ-র সাথে যুক্ত আছেন। ডঃমনিকা শর্মা ক্রীড়াবিদদের সাহায্য করার জন্য অলিম্পিকের কটা দিন ফ্রান্সের রাজধানীতে থাকবেন।

তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লাগবে আধার, শর্ত সাংসদ কঙ্গনার

মান্ডি, ১২ জুলাই ঃ সঙ্গে আধার কার্ড না আনলে নাকি দেখা করা যাবে না হিমাচল প্রদেশের মান্ডির সাংসদের সঙ্গে। এমনই শর্ত দিয়েছেন কঙ্গনা রানাওয়াত। শুক্রবার একটি ভিডিও-বার্তায় দেখা গেছে কঙ্গনা জানাচ্ছেন যে, তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের কোনও বাসিন্দা যদি দেখা করতে আসতে চান, তবে সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দার প্রমাণপত্র হিসেবে আধার কার্ড আনতে হবে। কী উদ্দেশে তাঁরা দেখা করতে চান, তাও লিখিত আকারে জমা দিতে হবে। তারপরই তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন সাক্ষাতের বিষয়ে।এই শর্তের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন মান্ডির সাংসদ। তিনি বলেছেন, হিমাচল প্রদেশে বহু পর্যটক আসেন। তিনি মান্ডির বাসিন্দা কি না, তা জানার জন্য আধার কার্ড জরুরি। কী কাজে বা দরকারে তিনি দেখা করতে

হাথরাস-কাণ্ডে আবেদন গ্রহণ করল না সুপ্রিম কোর্ট, আবেদনকারীকে হাইকোর্টে যাওয়ার পরামর্শ

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ঃ উত্তর প্রদেশের হাথরাসে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা শুক্রবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। গত ২ জুলাইয়ের ওই ঘটনার তদন্তের জন্য এক জন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পাঁচ সদস্যের কমিশন গড়ার আর্জি জানানো হয়েছিল শীর্ষ আদালতে।কিন্তু প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ সেই

আবেদন খারিজ করে এ বিষয়ে ইলাহাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আবেদনকারী পক্ষকে। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় আবেদন খারিজ করে বলেন, 'এই ধরনের আবেদন শোনার যোগ্যতা রয়েছে হাইকোর্টের।''উল্লেখ্য, গত ২ জুলাই হাথরাসে একটি 'সংসঙ্গ'-র আয়োজন হয়েছিল। নারায়ণ সাকার হরি ওরফে সাকার বিশ্ব হরি ওরফে ভোলে বাবা নামে এক ধর্মগুরুর ডাকে সেই ' সংসঙ্গ-এ ভিড় করেছিলেন হাজার হাজার মানুষ। নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠান শেষ হয়। তবে অনুষ্ঠান শেষে বিপদ ঘটে। অনুষ্ঠানস্থল ছাড়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায় মানুষের মধ্যে। পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় কমপক্ষে ১২১ জনের।

রাঁচিতে সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচারক বৈঠকের শুভারম্ভ, চলবে আগামী ১৪ জুলাই পর্যন্ত

রাঁচি, ১২ জুলাই ঃঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে শুভারম্ভ হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র প্রান্ত প্রচারক বৈঠক। আগামী ১৪ জুলাই সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলবে এই বৈঠক। শুক্রবার বৈঠকে যোগ দিয়েছেন পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক ডঃ মোহন ভাগবত, সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসাবলে প্রমুখ। এছাড়াও সারাদেশের সকল প্রান্ত প্রচারক এই সভায় উপস্থিত হয়েছেন।বৈঠকে এই বছর অনুষ্ঠিত 'সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ' ও 'কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ'-এর রিপোর্ট এবং পর্যালোচনা হবে। এছাড়াও 'সংঘ শতাব্দী কার্য বিস্তার যোজনা'-র অগ্রগতি নিয়েও চর্চা হবে। এছাড়াও, আরএসএস-এর শতবর্ষ (২০২৫-২৬) নিয়ে আলোচনা হবে। সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত, সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসাবলে, সহ-সরকার্যবাহ ডঃ কৃষ্ণ গোপাল, শ্রী সি আর মুকুন্দ, শ্রী অরুণ কুমার, শ্রী রাম দত্ত, শ্রী অলোক কুমার, শ্রী অতুল লিমায়ে এবং কার্যনির্বাহী সদস্যরা ১৪ জুলাই পর্যন্ত বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

ফের বাড়ল হাজতের মেয়াদ, ২৫ জুলাই পর্যন্ত জেল হেফাজতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ঃ আবগারি দুর্নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত সিবিআই-এর মামলায় ফের বাড়ল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের হাজতের মেয়াদ। শুক্রবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আগামী ২৫ জুলাই পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে (জেল হেফাজত) পাঠালো দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালত।আবগারি দুর্নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত ইডি-র মামলায় শুক্রবারই সুপ্রিম কোর্টে অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছেন কেজরিওয়াল। জামিন পেলেও, এখনই তিহাড় জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না তিনি। সিবিআই-এর মামলায় তিনি বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। আর শুক্রবার অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আগামী ২৫ জুলাই পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে (জেল হেফাজত) পাঠালো দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালত।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৬ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৬ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৩ ডলার। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি শুক্রবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের পঞ্চম দিনে প্রথম দিকে,

ব্রেন্ট ক্রুড ব্যারেল প্রতি , ০.২০ বা ০.২৩ শতাংশ বেড়ে ৮৫.৬০ ডলারে প্রবণতা করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ০.৩২ ডলার বা ০.৩০ শতাংশ বেড়ে ৮২.৯৪ মার্কিন ডলারে লেনদেন করছ।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, নয়াদিল্লিতে পেট্রোলের দাম দাঁড়িয়েছে ৯৪.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৭.৬২ টাকা। মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৯৭ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। একই সময়ে, কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১০৪.৯৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৩৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

ত্রিপুরায় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল প্রক্রিয়া শুরু

আগরতলা, ১২জুলাই ঃ ত্রিপুরায় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘণ্ট গত বুধবার ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার ২৪ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই বামফ্রন্ট প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের পদগুলির জন্য বামফ্রন্ট প্রার্থীরা জেলাশাসকের কাছে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য জেলা পরিষদের পদগুলিতেও মনোনয়নপত্র দাখিল করা হবে, জানিয়েছেন বামফ্রন্ট নেতৃত্ব।এদিন বামফ্রন্ট নেতা ও কর্মীরা প্রার্থীদের নিয়ে মিছিল করে জেলাশাসকের কার্যালয়ে যান। সেখানে মনোনয়নপত্র দাখিল করার আগে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, শ্রমিক নেতা নারায়ণ কর, সিআইটিইউ নেতা পবিত্র কর সহ অন্যান্য নেতারা পথসভায় বক্তব্য রাখেন। প্রত্যেক বাম নেতৃত্ব কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।প্রসঙ্গত, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৮ জুলাই। সরকারি ছুটির দিন ছাড়া ১১ জুলাই থেকে ১৮ জুলাই পর্যন্ত সকাল ১১-

টা থেকে বিকেল ৩-টা পর্যন্ত রিটার্নিং অফিসারদের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। মনোনয়ন পত্রগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে ১৯ জুলাই। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ২২ জুলাই।আগামী ৮ আগস্ট সকাল ৭-টা থেকে বিকাল ৪-টা পর্যন্ত ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। ভোটগণনা হবে আগামী ১২ আগস্ট। সকাল ৮-টা থেকে ভোট গণনা শুরু হবে। ১৭ আগস্ট-এর মধ্যে সমস্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। ভোট গ্রহণ হবে ব্যালট পেপারে। একজন ভোটার তিনটি ভোট প্রদান করবেন।এর জন্য তিনটি আলাদা রঙের ব্যালট পেপার থাকবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য সাদা রঙের, পঞ্চায়েত সমিতির জন্য গোলাপী রঙের এবং জেলা পরিষদের জন্য সবুজ রঙের ব্যালট পেপার থাকবে। আট জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডিইও)-এর দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি জেলা পরিষদের আসনগুলির রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন। ৩৫টি ব্লকের বিডিও গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির আসনগুলির রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন। রাজ্যে ৬০৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩,৫১৭টি কেন্দ্রের ৬,৩৭০টি আসনের, ৩৫টি পঞ্চায়েত সমিতির ৪২৩টি কেন্দ্রের ৪২৩টি আসনের এবং আটটি জেলা পরিষদের ১১৬টি কেন্দ্রের ১১৬টি আসনের জন্য ভোট নেওয়া হবে।এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুসারে ১২,৯৪,১৫৩ জন ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬,৫৮,৪৪৫, মহিলা ভোটার ৬,৩৫,৬৯৭ এবং অন্যান্য ১১ জন। সচিত্র পরিচয়পত্র দেখিয়ে ভোটাররা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। তবে কোনও ভোটারই যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত না হন সেই লক্ষ্যে ভোটার তালিকায় নাম সংবলিত কোনও ব্যক্তি বিকল্প নথি দেখিয়েও ভোট দিতে পারবেন।এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হবে ২,৬৫০টি। এর মধ্যে উত্তর ত্রিপুরায় ৩৪৭টি, ঊনকোটি জেলায় ২৩৪টি, ধলাই জেলায় ১৬৮টি, খোয়াই জেলায় ২৪২টি, পশ্চিম জেলায় ৪৫১টি, সিপাহিজলা জেলায় ৫৩৭টি, গোমতি জেলায় ২৭৯টি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৩৯২টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হবে।

পেঁয়াজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, মহারাজগঞ্জ বাজারে অভিযান চালিয়ে দোকান বন্ধ করেছে এনফোর্সমেন্ট

আগরতলা, ১২ জুলাই ঃ খুচরো বাজারে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে। ক্রেতা সাধারণের তরফ থেকে প্রতিনিয়তই সংশ্লিষ্ট দফতরের নীরবতায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছিল। গত কয়দিন ধরে বাজারে পেঁয়াজ ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজারের ওপর দফতরের নিয়ন্ত্রণ নেই বলে অভিযোগ উঠছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারে অভিযান চালিয়েছে সদর এনফোর্সমেন্ট টিম।এদিন, বাজারের বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছেন এনফোর্সমেন্ট টিমের আধিকারিক তথা সদর মহকুমা প্রশাসনের ডিসিএম দেবব্রত রায়। তিনি জানিয়েছেন, আজ মহারাজগঞ্জ বাজারে বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালানো হয়েছে, তবে একটি দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই দোকানে সামগ্রীর সাথে নথিপত্রের গরমিল পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া আরও একটি দোকানের সেইল বুক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পরবর্তীতে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।ডিসিএম দেবব্রত রায় আরও জানিয়েছেন, বাজারে পেঁয়েজের দাম বেড়েছিল। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের দাবি, বর্ষার দরুন পণ্যবোঝাই গাড়ি বহিঃরাজ্য থেকে নিয়মিত আসছে না। তবে ডিসিএম জানিয়েছেন, ধীরে ধীরে পেঁয়াদের দাম স্বাভাবিক হচ্ছে। এনফোর্সমেন্ট টিম অবশ্য নজরদারি রেখেছে। অভিযানে ছিলেন ওজন ও পরিমাপ দফতরের আধিকারিক, খাদ্য দফতরের আধিকারিক, বিক্রয় কর দফতরের আধিকারিক এবং খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকরা। ডিসিএম জানিয়েছেন, আগামীদিনেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

করিমগঞ্জে তিন কোটির পর উদ্ধার আরও ৩০ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য, গ্রেফতার মোট তিন

করিমগঞ্জ (অসম), ১২ জুলাই ঃ করিমগঞ্জ জেলার পৃথক দুই স্থানে অভিযান চালিয়ে পুলিশ একদিনে মোট প্রায় ৩৩ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে মোট তিনজনকে। গত বৃহস্পতিবার বিকাল প্রায় চারটা নাগাদ বদরপুর থানার অন্তর্গত ভাঙ্গা এলাকায় তিন কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় একজনকে। এদিনই রাতে রাতাবাড়ি থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩০ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেটের সঙ্গে দুই মাদক পাচারকারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মাদক-বিরোধী দুটি অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস। বৃহস্পতিবার পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস জানান, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে গত বুধবার রাতে রাতাবাড়ি থানা এলাকায় এএস ২৩ জেড ৬১৪৫ নম্বরের একটি জ্বালানি তেল পরিবাহী ট্যাংকারের গতিরোধ করে তাতে তালাশি চালানো হয়। তালাশিতে ট্যাংকারের ভিতর থেকে এক লক্ষ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেন তাঁরা।তিনি জানান, ইয়াবা পরিবাহী ট্যাংকারটি মিজোরামের চাম্পাই থেকে রাতাবাড়ি এলাকার মধ্য দিয়ে. যাচ্ছিল। মাদক ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারের অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা যথাক্রমে নজমুল হুসেন এবং মুতলিব আলি। দুজনেই করিমগঞ্জ জেলার পাথরকান্দি এলাকার বাসিন্দা। বর্তমানে দুজনকে হেফাজতে নিয়ে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে, জানান এসপি দাস।পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস আরও জানান, এর আগে অন্য এক গোপন সূত্রের ভিত্তিতে গতকাল (বুধবার) বিকাল প্রায় চারটা নাগাদ বদরপুর থানার অন্তর্গত ভাঙ্গার মালুয়া এলাকায় পিআইসিপি-র অধীন জালালপুরে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে শেঠি মিলের কাছে অভিযান চালিয়েছিলেন তাঁরা। অভিযানে ২,০০০টি ট্যাবলেট ভরতি চারটি প্যাকেট থেকে আট হাজার ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে।এসপি দাস জানান, বদরপুরে পরিচালিত অভিযানে স্থানীয় সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট এবং স্বনামধন্য স্বতন্ত্র সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া গতরাতে রাতাবাড়িতে পরিচালিত অভিযানেও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষী রেখে ভিডিও করে ৩০ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি বাজেয়াপ্ত করেছেন তাঁরা। দুটি অভিযান নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী মোবাইল ফোন এবং ই-সাক্ষ্য অ্যাপের মাধ্যমে ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছে, জানান পুলিশ সুপার পার্থসারথি দাস।

বিমসটেক বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর, কথা হয়েছে নানা বিষয়ে

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ঃ নতুন দিল্লিতে শুক্রবার বিমসটেক বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদীই এই সাক্ষাতের বিষয়ে নিজের সামাজিক মাধ্যম হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, বিমসটেক বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করে আনন্দিত। যোগাযোগ, জ্বালানি, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, কৃষি, বিজ্ঞান, নিরাপত্তা এবং জনগণের মধ্যে বিনিময়-সহ আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। একটি সফল শিখর সম্মেলনের জন্য থাইল্যান্ডকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছি।

ভূমিধসের জেরে যোশীমঠের রাস্তায় আটকে থাকা তীর্থযাত্রীদের উদ্ধার বিপর্যয় মোকাবিলা দলের

দেহরাদূন, ১২ জুলাই ঃ একটানা বৃষ্টির জেরে উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় বিপর্যয় শুরু হয়েছে। কোথাও বৃষ্টির জেরে হঠা বন্যা পরিস্থিতি তো কোথাও আবার নামছে ভূমিধস। কোথাও পাহাড়ের একাংশ ধসে বন্ধ জাতীয় সড়ক।এক নাগাড়ে বৃষ্টিতে ধস নামতে শুরু করায় বিপর্যয়ের মুখে পড়ছেন উত্তরাখণ্ডের মানুষ। ভূমিধসের জেরে শুক্রবারও রাস্তা বন্ধ রয়েছে যোশীমঠের কাছে। ফলে সেখানে আটকে বহু তীর্থযাত্রীও। শুক্রবার সকাল থেকেই যাত্রীদের সুরাহায় তপর স্থানীয় প্রশাসন। পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী একযোগে চালাচ্ছেন উদ্ধারকাজ। যাতে হেঁটে রাস্তা পেরোতে পারেন তীর্থযাত্রীরা, সহযোগিতা করছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

রাতভর বৃষ্টিতে ফের জলমগ্ন মুম্বই, কমলা সতর্কতা জারি আইএমডি-র

মুম্বই, ১২ জুলাই ঃ রাতভর বৃষ্টিতে ফের জলমগ্ন বাণিজ্যনগরী মুম্বই। বৃহস্পতিবার রাত থেকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় মুম্বইয়ে, সেই বৃষ্টি থামেনি শুক্রবার সকালেও। শুধুমাত্র মুম্বই নয়, মহারাষ্ট্রের অন্যান্য জেলাতেও ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে মুম্বইয়ের বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই জল জমে গিয়েছে।শুক্রবার সকালে মুম্বইয়ের কিং সার্কেল এলাকায় জলমগ্ন হয়ে পা।ছে। রাতভর অবিরাম বৃষ্টিতে নভি মুম্বইয়ের কিছু অংশ জলমগ্ন হয়ে পা।ছে। এপিএমসি মার্কেট, টিএম মার্কেট জলের তলায়। রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় ভোগান্তির শিকার হয়েছেন মুম্বইবাসী। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) মুম্বইয়ের ভারী বৃষ্টিপাতের কমলা সতর্কতা জারি করেছে। মহারাষ্ট্রের থানে-তে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা।

এএপি সরকারের বিরুদ্ধে দিল্লিতে ফের বিক্ষোভ বিজেপির, এবার ইস্যু বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ঃ অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারের বিরুদ্ধে ফের বিক্ষোভে সামিল হল বিজেপি। এবার দিল্লিতে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি ইস্যুতে এএপি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বিজেপি। শুক্রবার সকালে দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবার নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মীরা।কেজরিওয়াল সরকারের বিরুদ্ধে তাঁরা স্লোগান দিতে থাকেন। বিপুল সংখ্যক বিজেপির নেতা ও কর্মীরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন থাকে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী। বেগতিক পরিস্থিতি হতেই দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবাকে আটক করে পুলিশ।

জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লায় মৃদু ভূমিকম্প, তীব্রতা ৪.১

শ্রীনগর, ১২ জুলাই ঃমৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলা। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.১। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, শুক্রবার দুপুর ১২.২৬ মিনিট নাগাদ ৪.১ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ৩৪.৩২ অক্ষাংশ এবং ৭৪.৩৪ দ্রাঘিমাংশ।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরা থেকে ১৫৭

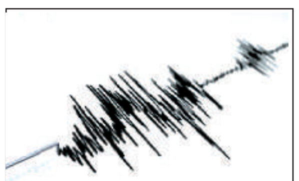

কিলোমিটার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে এবং কার্গিল থেকে ১৬৬ কিলোমিটার পশ্চিমে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

সমাজের প্রচলিত সংস্কার ভেঙে "দ্বিজা" হল দিভিজা

কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ'বামুন চিনি পৈতে প্রমাণ, বামনি চিনি কী প্রকারে...'। লালন ফকিরের এই দুই স্তবকের মধ্যেই রয়ে গিয়েছে সেই চিরন্তন প্রশ্ন, উপবীত তো ব্রাহ্মণ ধারণ করে। তাহলে ব্রাহ্মণী চেনার উপায় কী? মেয়েদের আবার পৈতে? কিন্তু সেই রেওয়াজ-ও ছিল একসময়। বৈদিক যুগে মেয়েরাও 'দ্বিজা' হতেন। সেই হারিয়ে যাওয়া প্রথারই পুনরাবৃত্তি হলো কামারহাটির কন্যা দিভিজা-র উপনয়নের মাধ্যমে। বৃহস্পতিবার বৈদিক যুগের সেই রীতি ফিরিয়ে আনলেন দিভিজা-র বাবা বিবেকানন্দ রায় এবং মা দেবলীনা রায়।বিবেকানন্দ বাবু পেশায় রাশিবিজ্ঞান (স্ট্যাটিস্টিক্স)-এর অধ্যাপক। ২০০৩ থেকে রয়েছেন বিদেশে। আর ২০০৮ থেকে বিদেশেরই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প।লেও বছরের এই সময়টায় নিয়ম করে আসেন মাতৃভূমিতে। তিনি বলেন, তাঁর দুই কন্যা দিভিজা ও দিভিনা। কন্যার জন্মের পরেই স্থির করেছিলেন, ফিরিয়ে আনবেন বেদ-উপনিষদ যুগের প্রথা। সেই মতোই বছরদুয়েক আগে থেকে যোগাযোগ শুরু করেন কুলপুরোহিতের সঙ্গে। কিন্তু নানা টালবাহানা করে মেয়ের পৈতে দেওয়া থেকে বিরত থাকেন পরিবারের সেই পুরোহিত। কিন্তু তাতে টলাতে পারেননি বিবেকানন্দ বাবুকে। নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকেই শেষপর্যন্ত বৃহস্পতিবার (১১ জুলাই) আর্য সমাজের পন্ডিতের মাধ্যমে কন্যার উপনয়ন প্রথা সম্পন্ন করলেন তিনি।বিবেকানন্দ বাবু বলেন, বৈদিক যুগে মেয়েদের পৈতে দেওয়ার চল ছিল। এখন শুধু ছেলেদের পৈতে হলেও বৈদিক যুগে এক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের বিভাজন ছিল না। বৈদিক যুগে গার্গী, লোপামুদ্রা, মৈত্রেয়ীর মতো মহিলা বিদূষীরাও ছিলেন। এখন উপনয়ন শুধু ছেলেদের-ই হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সেটা কেন হবে? এই সংস্কার ভেঙে এগিয়ে আসা উচিত সকলের।কথায় আছে, ' উপ অর্থাৎ কাছে, নয়ন মানে যাওয়া। পৈতে অর্থাৎ উপনয়ন হলো পড়াশোনার জন্য আচার্যসমীপে যাওয়া। ঋষিরা হচ্ছেন গোত্র প্রবর্তক সত্যদ্রষ্টা মুনি। যাঁদেরই গোত্র আছে তাঁরা সবাই সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের বংশধর। শিক্ষা সত্যের দুয়ার খুলে দেয়। সেই দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই 'সমাজ কী বলবে!' সেসব না ভেবে সমাজের সংস্কার ভেঙে এগিয়ে এলেন বিবেকানন্দ বাবু।দিভিজা অর্থা স্বর্গে জাত যে। শুধু স্বর্গেই জন্মগ্রহণ নয়, বাবা-মার দৌলতে এবার দ্বিজত্ব (দ্বিতীয় জন্ম) পেল সে। দ্বিজা হলো দিভিজা! ঘটনাচক্রে তার ডাকনামও যে দ্বিজা!

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৭ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজীঃ১২ জুলাই ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৮ আষাঢ়, চান্দ্রঃ ৬ শ্রীধর মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৮ আষাঢ় ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২১ আষা। ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ইঙেন, আসামঃ ২৭ আহার, মুসলিমঃ৫-মুহররম-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ০২ঃ৩৯ এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ২১ঃ৩৮।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ২০ঃ১১(১২)ঃএবং অস্তঃরাত্রি ১০ঃ৩৪ঃ৪৩(১২)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃষষ্ঠী (নন্দা) সকাল ঘ ১০ঃ০৩ঃ২৭ দং ১২৩১৪৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরফাল্গুনী বিকাল ঘ ০২ঃ৪০ঃ৩৯ দং ২৪৪৪৫ পর্যন্ত পরে হস্তা করণঃতৈতিল সকাল ঘ ১০ঃ০৩ঃ২৭ দং ১২৩১৪৫ পর্যন্ত পরে গর রাত্রিঃ ১১ঃ০৪ঃ১৭ দং ৪৫৩৫০ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃ পরিঘ অমৃতযোগঃদিন ১২ঃ০৮ঃ৫২ থেকে - ০২ঃ৪৮ঃ৪০ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ২১ঃ৪৩ থেকে - ০৮ঃ২৯ঃ৫৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৪৬ঃ২০ থেকে - ০২ঃ৫৪ঃ৩২ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৩৭ঃ১৭ থেকে - ০৫ঃ০২ঃ৪৫ পর্যন্ত।মহেন্দ্রদ্রযোগঃদিন ০৫ঃ৫৬ঃ০১ থেকে - ০৬ঃ৪৯ঃ১৭ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১০ঃ২২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ৪২ঃ৩২ থেকে - ০৮ঃ৩৫ঃ৪৮ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৭ঃ৪৭ঃ১১ থেকে - ০৮ঃ২৯ঃ৫৬ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৮ঃ২২ঃ২৯ থেকে - ১০ঃ০২ঃ২২ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ১০ঃ০২ঃ২২ থেকে - ১১ঃ৪২ঃ১৪ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৯ঃ০১ঃ৫৯ থেকে - ১০ঃ২২ঃ০৬ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ২২৬২০৭ (৭) ২ পদচন্দ্রঃ ৫১৫৫৪৫০ (১৩) ২ পদমঙ্গলঃ ০২৭৩৬৪ (৩) ১ পদবুধঃ ৩২০২২৫ (৯) ২ পদবৃহস্পতিঃ ১১৭১০৪৫ (৪) ৩ পদশুক্রঃ ৩৭১৬৮ (৮) ২ পদশনিঃ ১০২২১৮১১ (২৫) ১ পদরাহুঃ ১১১৮৪১৫৮ (২৭) ১ পদকেতুঃ ৫১৮৪১৫৮ (১৩) ৩ পদশনি বক্রি। লগ্নঃমিথুন রাশি সকাল ০৫ঃ১৮ঃ০১ পর্যন্ত। কর্কট রাশি সকাল ০৭ঃ৩৩ঃ৪৫ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৯ঃ৪৫ঃ০৪ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ১১ঃ৫৫ঃ১৬ পর্যন্ত। তুলা রাশি দুপুর ০২ঃ০৯ঃ২৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি বিকাল ০৪ঃ২৫ঃ১১ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৬ঃ৩০ঃ২৮ পর্যন্ত। মকর রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১৭ঃ২৩ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি রাত্র ০৯ঃ৫০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ১১ঃ২১ঃ৫০ পর্যন্ত। মেষ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ০২ঃ২৪ পর্যন্ত। বৃষ রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০০ঃ৪৬ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

প্রবল বৃষ্টিতে ভাসছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির দেখা নেই। অবশেষে শুক্রবার সকালে স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল তিলোত্তমা, বৃষ্টি হয়েছে কলকাতা লাগোয়া অন্যান্য জেলাগুলিতেও। মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.২ ডিগ্রি কম। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০ শতকরা এবং ৫৫ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮টায় বেং রাত ৮টায়। ভাটা-সকাল ৯টায় এবং রাত ৯টায়। সূর্যঃ উদয় ৪ টে ৫৬ মিনিট এবং অস্ত ৬ টা ২০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিযোগ। কর্মপ্রার্থীদের নতুন কিছু করার সুযোগ আসবে।

বৃষ রাশিঃমরশুমি রোগ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। শিল্পসত্তার দক্ষতার কারণে প্রশংসিত হতে পারেন।

মিথুন ঃজাতকদের দ্বিমুখী আয়ের সম্ভবনা। সন্তানের পরীক্ষায়-সাফল্যের জন্য দুশ্চিন্তা কেটে যাবে।

কর্কট রাশি ঃ রোজগার বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকবে। কর্মপ্রার্থীরা আয়ের নতুন উৎস পাবেন।

সিংহ রাশিঃমানসিক চাপ কমবে। অত্যধিক লোভ সম্বরণ করুন। না হলে আগামিদিনে পস্তাতে হতে পারে। ব্যবসায় কর্মচারীর অসততার জন্য লোকসান বৃদ্ধি।

কন্যা রাশিঃ অসামান্য সাফল্যের জন্য নামী কোম্পানিতে চাকরি হতে পারে। ঋণ পরিশোধের ফলে সঞ্চয়ে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

তুলারাশিঃ কর্মজীবনে সাফল্য। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মনোমালিন্যে সম্পর্কে অবনতি।

বৃশ্চিক রাশি ঃ অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে মানসিক চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাবে।

ধনু রাশি ঃ নতুন কর্মপ্রার্থীরা প্রথমে ভালো খবর পাবেন।

মকর রাশিঃ পারিবারিক পরিস্থিতি প্রতিকূল হলেও নিজের বুদ্ধিবলে পরিস্থিতি নিজের আয়ত্তে আনতে পারবেন।

কুম্ভ রাশি ঃ দীর্ঘদিনের কোনও বিশেষ স্বপ্ন সপ্তাহের অদ্যভাগে পূরণ হতে পারে।**মীন রাশিঃ**উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চলবে। অপব্যয় ও অপচয় কমিয়ে সঞ্চয়ের দিকে নজর দিন

মাননীয় কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও ভারী শিল্প মন্ত্রী, শ্রী এইচ. ডি. কুমারস্বামী গত বৃহস্পতিবার ইস্পাত ও ভারী শিল্প প্রতিমন্ত্রী শ্রী ভূপতি রাজু শ্রী নিবাস ভার্মার সাথে হায়দ্রাবাদে এনএমডিসি-এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

সাগর থেকে জল বাঁচাও ও জল অপচয় বন্ধ করার ডাক

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জল বাঁচাও দিবস উদযাপন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ আজ ১২ জুলাই, Water for life,Water for Nature,Water for People,এই বার্তায় Save water,save life.সাগরে পথযাত্রা অনুষ্ঠিত হলো চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে জল বাঁচাও দিবস ও অভিযান। রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সারা রাজ্যের সাথে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় জল দিবস উদযাপন শুরু হল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর থেকে জল বাঁচাও ও জল অপচয় বন্ধ করো জল দিবস পালন করার ডাক দেয়া হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই জল দিবস পালন করছেন, ঠিক তেমনি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সমস্ত বিডিও অফিস থেকে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা জল দিবস পালন উদযাপনের শামিল হয়েছে ড মূল উদ্দেশ্য হলো জল অপচয় রোধ করতে হবে, জল বাঁচাতে হবে, যেহেতু জলই জীবন। জল ছাড়া মানুষ এক বিন্দু বাঁচতে পারে না। সাগরের চৌরঙ্গী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সাগর ব্লক জুড়ে শোভাযাত্রা সচেতনতা শুরু করেছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন পৃথিবীর

ভূপৃষ্ঠের জল দিন দিন কমছে সেই জল আমরা রক্ষা করতে পারিনি ধরে রাখতে পারেনি সেই জল অপচয় হযেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সুন্দরবনের সমস্ত ব্লকে জল দিবস বাঁচানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সমস্ত স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের এই মহতী অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। বিদ্যালয়েপ্রধান শিক্ষক তাপস মণ্ডল আরো বলেন ভূগর্ভস্থ পানীয় জল খুবই সীমিত, তাই পানীয় জল অপচয় বন্ধ করুন। বর্ষার জল ধরুন, ও বাড়ির গৃহস্থালির কাজে সহ শৌচাগারে ব্যবহার করুন।জল বাঁচাও,জীবন বাঁচাও।আজ ১২ জুলাই আসছে দিন সবাই মিলে জন সচেতনতার লক্ষ্যে ও পানীয় জল অপচয় রোধে জোট বাঁধুন এবং প্রতিজ্ঞা তথা শপথ নিন, আমার কেউই পানীয় জল অপচয় করবো না,কিংবা কাউকে করতে দেবো না।তাই পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রামে পালিত হবে জল বাঁচাও দিবস।গরমে যখন হাস ফাঁস তখন একঢোক ঠান্ডা জল ই জীবন। তাই জল বাঁচাও ,গাছ বাঁচাও। তুমি বাঁচবে তোমার ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য সুন্দর পৃথিবী দিয়ে যাবে। জল বাঁচান, জীবন বাঁচান। জল সং রক্ষণ করুণ,পৃথিবীকে বাঁচান। বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে জলবায়ুর সং কট এবং তার ফলে জলের উৎসগুলি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরী হয়েছে। ভারতবর্ষেও ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর নিশ্বেষ হয়ে যাওয়া এবং ভূ-পৃষ্ঠের জলের অপর্যাপ্ত সরবরাহের দরুন সম্প্রতি বেশ কয়েকটি রাজ্য তীব্র জল সং কটে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এমনকি অনেক জায়গায় পান করার মতো উপযুক্ত জল পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশ্বের ৭০জলভাগ হলেও তার মাত্র ২হল মিষ্টি জল। সেই মিষ্টি জলের ১.৬আবার বিভিন্ন হিমবাহ এবং মেরুতুষার অংশ। নিরাপদ পানীয় জল পান না, এমন ভারতবাসীর সংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি ৩০ লাখ। উন্নত শৌচাগারের সুবিধা যত ভারতীয়দের নাগালের বাহিরে ২১কোটি। এদেশে ডাইরিয়ার শিকার হয় প্রতিদিন প্রায় ৫০০ শিশু(যাদের বয়স ৫বছরের কম)। তাই পরবর্তী প্রজন্মের কাছে জলের এক এক বিন্দু অনেক অনেক মূল্যবান। সাগরের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আজ ১২জুলাই জল বাঁচাও দিবস'' পালিত হচ্ছে।আসুন আজকের এবং আগামী দিনের সকল প্রজন্মের জন্য আমরা সকলে মিলে শপথ নিইজল বাঁচাও,জীবন বাঁচাও''।Save Water,Save Life.

পথ সুরক্ষা নিয়ে সচেতনতায় র‍্যালি হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ জুলাই ঃ পথচারীদের মধ্যে পথ নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার শিবপুর পুলিশ লাইনে ট্রাফিক সচেতনতা বিষয়ক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে সড়ক নিরাপত্তার পাশাপাশি রাস্তায় চলাকালীন করণীয় ও অকরণীয় কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য এক র‍্যালির আযজেন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এডিজি ও আইজি ট্রাফিক ডঃ রাজেশ কুমার সিং, আইজি ট্রাফিক দেবেন্দ্র কুমার সিং, হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, ডিসি সাউথ বিশ্বজিৎ মাহাতো, ডিসি নর্থ বিশপ সরকার, ডিসি সেন্ট্রাল সুবিমল পাল, ডিসি ট্রাফিক সুজাতা কুমারী বীণাপাণি, ডিসি হেড কোয়ার্টার ডঃ শ্যামল সামন্ত সহ হাওড়া সিটি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। এদিন পথ নিরাপত্তা নিয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের একটি ট্যাবলো সহ র‍্যালির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। উপস্থিত দর্শকদের এদিন হেলমেট বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা পথ নিরাপত্তার তাপর্য সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন।

কলকাতায় ফের ভেঙে পড়ল বিপজ্জনক বাড়ি

দুরন্ত বাংলা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ কলকাতায় আবারও একটি বিপজ্জনক বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ল। শুক্রবার সকালে কালীঘাটে কেওড়াতলা মহাশ্মশানের রাস্তায় ঢোকার মুখেই তিনতলা একটি বাড়ির উপরের দিকে একটি অংশ ভেঙে পড়ে। বাড়িটির নীচে একটি চায়ের দোকান ছিল। সেখানে সেই সময় কয়েকজন চা খাচ্ছিলেন। তবে টিনের শেড থাকায় রক্ষা পেয়েছেন তাঁরা। ওই শেডের জন্যই চায়ের দোকানে থাকা কারও কোনও ক্ষতি হয়নি বলেই খবর। স্থানীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে কালীঘাটে কেওড়াতলা মহাশ্মশানের রাস্তায় ঢোকার মুখেই তিনতলা একটি বাড়ির একাংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ভগ্নাবশেষ নীচে পড়লেও, টিনের শেড থাকায় রক্ষা পেয়েছেন বেশ কয়েকজন। তবে, সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

জেলাগুলোকে সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ গ্রামীন পরিকাঠামোর উন্নয়নে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ মেনে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে তিন হাজার ১২৩ কোটি টাকা দিলেও অধিকাংশ জেলা তাদের বরাদ্দ অর্থের বেশিরভাগ অংশ খরচ করতে না পারায় রাজ্য সরকার জেলাগুলিকে আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। গত মাস পর্যন্ত এর মধ্যে মাত্র ৮৪৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা খরচ করা গিয়েছে বলে অর্থ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।বরাদ্দ অর্থের কুড়ি শতাংশর কম খরচ করে সবচেয়ে কম খরচ করেছে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও মুর্শিদাবাদ জেলা। সবচেয়ে বেশি ৪৮ শতাংশ খরচ করেছে কোচবিহার জেলা। এইদিকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সঠিক সময়ে রুপায়ন হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্যে পঞ্চায়েত দপ্তরের সচিবের নেতৃত্বে একটি মনিটরিং কমিটি তৈরি করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। এই কমিটি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় ও কাজের মূল্যায়ন করে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে রিপোর্ট জমা দেবে।

মালিপাঁচঘড়ায় মোটর সাইকেল চুরির ঘটনায় গ্রেফতার নাবালক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ জুলাই ঃ হাওড়ার মালিপাঁচঘড়ায় মোটর সাইকেল চুরির ঘটনায় গ্রেফতার এক নাবালক। গত ৭ জুলাই মোটর সাইকেল চুরি হয়েছে এই মর্মে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল মালিপাঁচঘড়া থানায়। ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তে নেমে তদন্তকারী অফিসার ও তার টিম অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তদন্ত করে ডানকুনি থেকে অভিযুক্ত এক নাবালককে গ্রেফতার করে এবং চুরি যাওয়া মোটর সাইকেলটিকে উদ্ধার করে। এই চুরির ঘটনার সাথে আরও কোন কোন অপরাধী জড়িত আছে তা খতিয়ে দেখছে মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশ।

কলকাতা-দীঘা স্পেশালে দ্রুত টিকিট কাটুন, দেরি করলেই ওয়েট লিস্ট !

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ আষাঢ়-শ্রাবণের ভরা বর্ষায় টাটকা ইলিশের স্বাদ পেতে দীঘা সমুদ্র সৈকত ভ্রমণের জন্য এখন আর হাও।া দৌ।ানোর দরকার নেই, কলকাতা স্টেশন থেকেই সপ্তাহান্তে অর্থাৎ শনিবার ও রবিবার দীঘার ট্রেন চলছে। ৭ জুলাই রথের দিন চালু হল কলকাতা স্টেশন থেকে দীঘা যাওয়ার প্রথম সরাসরি ট্রেন। এই ট্রেনে চেয়ারকার, স্লিপার ক্লাস এবং এসি সবরকম শ্রেণিরই বন্দোবস্ত আছে। অনেকেই এরমধ্যে এই ট্রেনে চেপে ঘুরেও এসেছেন। এই ট্রেনের জনপ্রিয়তা এতো বেশি যে এরমধ্যেই আগামী শনিবার ১৩ জুলাই রিজার্ভেশনের অবস্থান ভক্স্রী যাঁরা ১৪ জুলাই রবিবার উল্টোরথের দিন যাবেন ভাবছেন, সেদিনও কিন্তু ওয়েটিং লিস্ট। এই শনি রবিবারও যাঁরা টিকিট কাটেননি, তারা সুযোগ হাতছা।। না করে সত্বর টিকিট কাটুন পরের শনি রবিবার দীঘার সমুদ্র সৈকতে ছুটি কাটানোর জন্য। দীপুদা (দীঘা-পুরি-দার্জিলিং) প্রিয় বাঙালির জন্য এটাই বর্ষার মরশুমে পূর্বরেলের নতুন আকর্ষণীয় উপহার। শনি-রবিবার কলকাতা -দীঘা স্পেশাল ট্রেনটি দুপুর ২টোয় ছেড়ে সন্ধ্যে ৬,৫০ এ আপনাদের দীঘায় পৌঁছে দেবে। উল্টোদিকে দীঘা-কলকাতা স্পেশাল ট্রেনটি দীঘা থেকে সন্ধ্যে ৭,১০ এ ছেড়ে কলকাতা পৌঁছে দেবে রাত ১১,৫৫ মিনিটে। এই ট্রেনটিতে যারা কলকাতা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের বিভিন্ন স্টেশন যেমন বাগনান, তমলুক, মেচেদা, কাঁথি ইত্যাদি সরাসরি যেতে চান, তারাও এই ট্রেনে চড়ে পড়তে পারেন, যাতে সহজেই ওই স্টেশনগুলোতে পৌঁছানো যায়।

মেঘলা আকাশ স্বস্তির বৃষ্টি তিলোত্তমায়, প্রবল বর্ষণে ভাসছে উত্তরবঙ্গের সর্বত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ প্রবল বৃষ্টিতে ভাসছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির দেখা নেই। অবশেষে শুক্রবার সকালে স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল তিলোত্তমা, বৃষ্টি হয়েছে কলকাতা লাগোয়া অন্যান্য জেলাগুলিতেও। দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ, সঙ্গে হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। শুক্রবার সকালে একধাক্কায় অনেকটাই কমলো কলকাতার তাপমাত্রা, এদিন সকালে মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.২ ডিগ্রি কম। মৌসুমী অক্ষরেখা ও ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে উত্তরবঙ্গে ১৩ জুলাই পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কোথাও কোথাও অত্যধিক ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর থেকে বৃষ্টির পরিমাণ সামান্য কমবে। ১৩ জুলাই উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পঙ ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ বৃষ্টিতে ভাসলেও, দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করলেও এখনও বৃষ্টির ঘাটতি যথেষ্ট।

পশ্চিমবঙ্গ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বায়ার্স এন্ড সেলার্স মিট ২০২৪

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ লেনজিং গ্রুপ, কাঠ-ভিত্তিক বিশেষ ফাইবারগুলির একটি শীর্ষস্থানীয় বিশ্ব উৎপাদনকারী, সম্প্রতি কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা আয়োজিত বায়ার্স এন্ড সেলার্স মিট ২০২৪-এ অংশগ্রহণ করেছে। ইভেন্টটি আমাদের জন্য একটি ব্যতিক্রমী প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছে যাতে বিভিন্ন ধরনের অংশগ্রহণকারীদের সাথে জড়িত থাকা যায়, যার মধ্যে রয়েছে অঞ্চল জুড়ে স্থানীয় গার্মেন্ট প্রস্তুতকারক, ব্যবসায়ী, ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতা। টেন্সেল-টিএম এবং লেনজিংটিএম, ইকোভেরো-টিএম ফাইবার সহ আমাদের উদ্ভাবনী টেক্সটাইল সলিউশন্সের প্রতিক্রিয়া অত্যধিক ইতিবাচক ছিল। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে গার্মেন্টস নির্মাতারা এবং আঞ্চলিক ব্র্যান্ডগুলি যেমন বুনন (টি-শার্ট, লাউঞ্জওয়্যার, ইননারওয়্যার) এবং বাইরের পোশাক (শার্টিং, ড্রেসেস, ঐতিহ্যবাহী পোশাক) এর মতো বিভাগে বিশেষজ্ঞ আমাদের ফাইবার এবং প্রোডাক্ট উদ্ভাবন থেকে যথেষ্ট সুবিধা পেতে পারে। আমাদের প্রতিশ্রুতি ব্যাপক প্রযুক্তিগত এবং বিপণন সহায়তা প্রদান করার

পাশাপাশি উপযোগী সাপ্লাই চেন সমাধান প্রদান করার জন্য প্রসারিত। এই কৌশলগত পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা আমাদের অংশীদারদের তাদের প্রোডাক্ট অফারিংগুলি অপ্টিমাইজ করতে এবং তাদের বাজারের প্রতিযোগীতা বাড়াতে ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্য রাখি।ভ্ভ্অবিনাশ মানে, সিনিয়র কমার্শিয়াল ডিরেক্টর, লেনজিং ফাইবারস এএমইএ এবং এনইএ, বলেছেন, গার্মেন্ট বায়ার্স এন্ড সেলার্স মিট ২০২৪-এ আমাদের প্রথম উপস্থিতিতে আঞ্চলিক পোশাক প্রস্তুতকারক, ব্র্যান্ড এবং ব্যবসায়ীদের আগ্রহ দেখে আমরা রোমাঞ্চিত। আমরা এমন একটি সুসংগঠিত ইভেন্টের আয়োজন করার জন্য WBGMDA কে এবং আমাদের অফারগুলি অন্বেষণ করার জন্য সমস্ত দর্শকদেরকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমাদের প্রোডাক্টগুলি পশ্চিমবঙ্গের টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে প্রচুর সম্ভাবনা রাখে। আমরা এই ইভেন্টে স্থাপিত সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং স্থানীয় টেক্সটাইল সেক্টরে উদ্ভাবনের জন্য উন্মুখ। এই গতিশীল অঞ্চলে আমাদের পদচিহ্ন প্রসারিত করার পথে, আমরা গার্মেন্ট বায়ার্স এন্ড সেলার্স মিট ২০২৪ এ প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কগুলির জন্য উন্মুখ। আমরা পশ্চিমবঙ্গের টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির সাথে শ্রেষ্ঠত্ব এবং উদ্ভাবন চালাতে পারি।

বাঘের আক্রমনে আবার সুন্দরবনের মৎস্যজীবির মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ১২ জুলাই ঃ সুন্দরবনে বাঘের আক্রমনে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। গত ৯ দিনের মাথায় আবার সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণ মৎস্যজীবির উপর। গত ৯ দিন আগে ৩রা জুলাই সু ন্দরবনের কুলতলি থানার গোপালগঞ্জ এলাকার এক মৎস্যজীবি হরিপদ দাস বাঘের কাম। থেকে বেঁচে ফিরলেও এখনো কলকাতার পি জি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে।আর এবার বাঘের আক্রমনে মৃত্যু হলো কুলতলি থানার দেউলবাড়ি দেবীপুর পঞ্চায়েতের দেউলবাড়ি গ্রামের আবুরালি মোল্লার(৩৭)।স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,গত মঙ্গলবার কুলতলির দেউলবাড়ি এলাকা থেকে আবুরালি মোল্লা,মুরসিদ আলম মোল্লা,জয়নাল সেখ, তোয়েব আলি মোল্লা, রয়িজ গোলদার ও শাজাহান মোল্লা মাছ ও কাঁকড়া ধরতে সু ন্দরবনের জঙ্গলে গিয়েছিল। আর বৃহস্পতিবার রাতে নৌকায় বসে তাঁরা রান্না করছিল এমন সময় একটি বাঘ এসে আচমকা আবুরালির উপর আক্রমন করে তাকে তুলে নিয়ে পীরখালির জঙ্গলে চলে যায়। আবুরালির সাথে থাকা সঙ্গীরা অনেক চেষ্টা করেও তাদের সঙ্গীকে উদ্ধার করতে পারি নি। অবশেষে তাঁরা শুক্রবার বেলায় জঙ্গল থেকে ফিরে বন দফতরের চিতুরি অফিসে মৌখিক ভাবে পুরো ঘটনা জানান।আর এই মৎস্যজীবির মৃত্যুর খবর গ্রামে আসতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতের বাড়িতে একমাত্র রোজগেরে ছিলো সে। মৃতের বাড়িতে বাবা,স্ত্রী ও তিনটি ছেলে আছে, যাদের মধ্যে এক জন সাবালক ও দুজন নাবালক। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ বছর জানুয়ারি থেকে এখনো পর্যন্ত সু ন্দরবনে বাঘের আক্রমনে মৃত্যু ও আহতের সংখ্যা ১০ জন।এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের এবং আহত হয়েছে তিনজন। আর সু ন্দরবনের বাঘের আক্রমনে ক্ষতি গ্রস্থদের পাশে থেকে দীর্ঘ দিন ধরে লড়াই করে চলেছে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। আর সেই সংগঠনের দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল শুক্রবার বলেন, সুন্দরবনে বাঘের সাথে লড়াই করে জীবন জীবিকা চালিয়ে যাচ্ছে সু ন্দরবনের বহু গরীব মানুষ। বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় আজ জীবন হাতে নিয়ে তাঁরা জঙ্গলে যাচ্ছে। আর ক্রমাগত ক্ষতির মুখে প।ছে। আমাদের দাবি----১) মৃত আবুরালি মোল্লার দেহ জঙ্গল থেকে খুঁজে বের করে ময়নাতদন্ত ও সকারের সমস্ত ব্যবস্থা বন দফতর কে করতে হবে। একান্ত যদি খুঁজে পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে বন দফতরকে তদন্ত করে শংসাপত্র দিতে হবে। ২) রাজ্য সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারির ২০১৮ সার্কুরাল অনুযায়ী ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরন দিতে হবে। ৩) পরিবারের একজনের সরকারি চাকরি ও বাচ্চাদের পড়াশোনার সব দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

পূর্ব রেলওয়ে বিশ্বমানের আধুনিক সুবিধাসহ লোকো পাইলটদের যথাযথ আরাম এবং মানসিক শান্তি প্রদানে তৎপর

কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ ইস্টার্ন রেলওয়ে.লোকো পাইলট এবং সহকারী লোকো পাইলটদের কাজের অবস্থা এবং মানসিক শান্তি বাড়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে রানিং রুমগুলির ব্যাপক সংস্কার করেছে। গত এক দশকে এই উদ্যোগটির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা ভালভাবে বিশ্রাম পায় এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। লোকো পাইলটদের কাজটি অত্যন্ত সংবেদনশীলতা এবং দায়িত্বের, যার জন্য অত্যন্ত মনোযোগ এবং দৃঢ় মানসিকতার প্রয়োজন। তাই পূর্ব রেলওয়ে রানিং রুমগুলিতে বিশ্বমানের অত্যাধুনিক সুবিধা তৈরি করতে ব্যাপক সংস্কার করেছে যা লোকো পাইলটদের সামগ্রিক চাহিদা পূরণ করছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশ্রাম কক্ষ একটি আরামদায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত রানিং রুম এখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশ্রাম কক্ষ দিয়ে সজ্জিত। এই শান্ত এবং নির্মল পরিবেশ বিশ্রামের জন্য অত্যাবশ্যক। ডাইনিং রুম, পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করার জন্য আধুনিক এবং পরিষ্কার ডাইনিং রুম স্থাপন করা হয়েছে, যা লোকো পাইলটদের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের সুস্থতা বজায় রাখতে বিশেষ অবদান রাখে। মেডিটেশন রুম, লোকো পাইলটদের তাদের মনকে শিথিল এবং পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে একটি নিরিবিলি স্থান প্রদান করার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন এর মাধ্যমে মেডিটেশন রুমগুলি

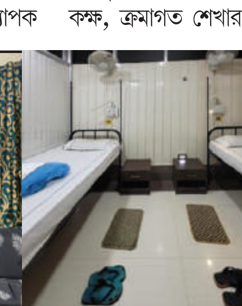

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কক্ষগুলি পাইলটদের মানসিক দৃঢ়তা বজায় রাখতে সহায়তা করে। পড়ার কক্ষ, ক্রমাগত শেখার এবং ব্যক্তি সত্তা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের বই এবং পড়ার উপকরণ সহ সুসজ্জিত পড়ার কক্ষ এখন উপলব্ধ। এই কক্ষগুলি লোকো পাইলটদের তাদের অবসর সময় বিনোদনমূলক পাঠে নিযুক্ত হওয়ার একটি দুর্দান্ত সুযোগ দেয়। এ ছাড়াও, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ছোটখাটো সুবিধা যেমন গিজার, রিক্লাইনার, ওয়াটার পিউরিফায়ার, লেগ ম্যাসাজ মেশিন এবং জুতো পলিশিং মেশিনও সমস্ত রানিং রুমে উপলব্ধ করানো হয়েছে। মাননীয় রেলমন্ত্রীর নির্দেশনায়, ভারতীয় রেল এসি সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পুরানো নন-এসি লোকোমোটিভগুলিকে আপগ্রেড করার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করছে। নতুন লোকোমোটিভগুলি ইতিমধ্যেই এসি এবং টয়লেট দিয়ে সজ্জিত, যা লোকো পাইলট এবং সহকারী লোকো পাইলটের কাজের পরিবেশকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে। মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক পূর্ব রেলওয়ে, শ্রী কৌশিক মিত্র বলেছেন, লোকো পাইলটদের কাজ অত্যন্ত সংবেদনশীল তাই তাদের সঠিক বিশ্রাম এবং মানসিক সুস্থতার জন্য সর্বোত্তম সম্ভাব্য সুবিধা রয়েছে তা নিশ্চিত করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এই পুনর্নবীকরণগুলি তাদের স্বাস্থ্য এবং দক্ষতার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে, যা শেষ পর্যন্ত আমাদের ট্রেন অপারেশনগুলির সামগ্রিক নিরাপত্তা এবং কর্মক্ষমতা বাড়ায়।

গোল্ডেন ক্রেস্ট এডুকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড

CIN: L51109WB1982PLC035565

রেজি. অফিসঃ রুম নং ২, ২য় তলা, ৬২এ, ডাঃ মেঘনাদ শাহ সরণি, সাউদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০২৯

ইমেলঃ info@goldencrest.in, ওয়েবসাইট ঃ www.goldencrest.in

৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

গোল্ডেন ক্রেস্ট এডুকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের ৪১তম (চল্লিশ প্রথম) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) এর মাধ্যমে সোমবার, ১২ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে ০৩.৩০ IST-এ অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মানে (OAVM) এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে সেট করা ব্যবসা। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪ / ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/ ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/ ২০২০, ৫২ মে তারিখে পড়া , সাধারণ সার্কুলার নং ০২/ ২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং. ২১/ ২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং। ০২/ ২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ এবং সাধারণ সার্কুলার নং। ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের ১০/ ২০২২ এবং এই বিষয়ে জারি করা সার্কুলার, সর্বশেষটি যথাক্রমে ০৯/ ২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P দ্বারা জারি করা/ ২০২১/ ১১ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ এবং সার্কুলার নং. SEBI/HO/DDHS/P/CIR/ ২০২২/ ০০৬৩ তারিখ ১৩ মে, ২০২২, SEBI/ HO/ CFD/ PoD-2/ P/ CIR/ ২০২৩/ ৪ জানুয়ারি ৫, ২০২৩ এবং SEB/HOD/DDHS/ DDHS-RACPOD1/ P/ CIR/ ২০২৩/ ০০১ তারিখ ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ এবং SEBI/HO/ CFD/CFD -PoD-2/ P/ CIR/ ২০২৩/ ১৬৭ তারিখে ০৭ অক্টোবর, ২০২৩ যথাক্রমে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা, ৪১তম এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য।

পূর্বোক্ত সার্কুলার অনুযায়ী, F.Y-এর বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ২০২৩-২০২৪ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডে সেই সদস্যদের পাঠাতে হবে যাদের ই-মেইল আইডি ইতিমধ্যেই কোম্পানি / আমানতকারীদের সাথে নিবন্ধিত। কোম্পানিটি তার সমস্ত সদস্যদের ই-ভোটিং এবং রিমোট ই-ভোটিং সুবিধাও প্রদান করছে আগের অনুশীলনের মতোই। F.Y এর জন্য এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি ২০২৩-২০২৪ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.goldencrest.in- এও পাওয়া যাবে এবং এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির সিকিউরিটিগুলি ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড www.cse-india.com তালিকাভুক্ত রয়েছে এবং বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com।

সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসিও / এভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশ নিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং ৪১তম এজিএম-এর সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে দূরবর্তী ই-ভোটিং বা কাস্টিং ভোটে অংশগ্রহণের পদ্ধতি এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩-এর অধীনে ভিসিও/ এভিএম-এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সদস্যদের কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে। যদি আপনার ইমেল আইডি ইতিমধ্যেই কোম্পানি / আমানতকারীর সাথে নিবন্ধিত থাকে, তাহলে ২০২৩-এর বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি- ২০২৪ এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন বিশদ আপনার নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় পাঠানো হবে। আপনি যদি কোম্পানি ডিপোজিটারির সাথে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধিত না করে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে FY ২০২৩-২০২৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন বিশদ পেতে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে নীচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

শারীরিক হোল্ডিং	কোম্পানি মেসার্সের রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টদের কাছে একটি অনুরোধ পাঠান। বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড investor@ bigshareonline.com-এ ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) প্রদান করে) ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য। অনুগ্রহ করে সোমবার, আগস্ট ০৫, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে একই আপডেট করুন
ডিম্যাট হোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটারি পার্টিসিপ্যান্টের (DP) সাথে যোগাযোগ করুন এবং ডিপির পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করুন। অনুগ্রহ করে সোমবার, আগস্ট ০৫, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে একই আপডেট করুন

গোল্ডেন ক্রেস্ট এডুকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড যোগেশ লামার জন্য
(ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও)
(DIN: 07799934)

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১২।০৭।২০২৪

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-এর অফিস, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ডিইএন/৪/হাওড়া। ই-টেন্ডার নংঃ ১০৬_২০২৪-২৫ ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ। কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/ হাওড়া এবং ডিইএন/৪/হাওড়ার অধীনে আরডিএসও টেক. স্পেসি. অনুযায়ী কার্ভে ট্র্যাক মাউন্টেড গেজ ফেস লুব্রিকেটরস্ (ইলেকট্রনিক) স্থাপন-২৩টি। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৩১,৬২,২০৬.৭৮ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,১৫,৮০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ৬৬ (ছেষট্টি) মাস । টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০১.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো । টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-163/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-এর অফিস,, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ডিইএন/৪/হাওড়া। ক্রমিক নং. ১, ই-টেন্ডার নংঃ ১০৮_২০২৪-২৫ ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ, কাজের বিবরণঃ** এইএন/রামপুরহাটের অধীনে রামপুরহাট-দুমকার মধ্যে এসএসই/পি.ওয়ে/ রামপুরহাটের অধীনে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (কিমি ১০১/০-১৬২/২)। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৭৬,২৫,৬৯৯.১১ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৩৮,১০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ২, ই-টেন্ডার নংঃ ১০৯_২০২৪-২৫ ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ, কাজের বিবরণঃ** এইএন/রামপুরহাটের অধিকারক্ষেত্রে রামপুরহাটে রানিং রুমের আপগ্রেডেশন। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৩৮,০১,০৭৯.১৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৭৬,০০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ৩, ই-টেন্ডার নংঃ ১১০_২০২৪-২৫ ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ, কাজের বিবরণঃ** বোলপুরে রানিং রুম এবং ক্রু বুকিং লবি। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৩৩,৪৭,২৪২.৯৮ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৬৭,০০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ৪, ই-টেন্ডার নংঃ ১১১_২০২৪-২৫-জোন ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ, কাজের বিবরণঃ** এইএন/রামপুরহাটের অধীনে জোন নং. ২৩ (জেনারেল জোন এবং রোড জোন)। ৩০.০৬.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত সময়সীমা। অধিকারক্ষেত্র-কিমি ১৩৫/০ থেকে কিমি ১৭২/২ - বাঁশলোই ব্রিজ থেকে গুমানি (বোনীডাঙ্গা লিংক কেবিন ব্যতীত) তৎসহ রাজগ্রাম এবং পাকুড় কোয়্যারি। এই কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এইএন/রামপুরহাটের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে জেনারেল কাজ, স্যানিটারি কাজ, কাঠের কাজ, রাস্তার কাজ ইত্যাদি । **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৮০,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৬০,০০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য (ক্রমিক নং. ১, ২, ৩ এবং ৪-এর জন্য)। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস (ক্রমিক নং. ১ ও ৪-এর জন্য) এবং স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস (ক্রমিক নং. ২ ও ৩-এর জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০১.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো । টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-165/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২২৩ সংখ্যা, শনিবার , ২৮ আষাঢ়, ১৪৩১

ক্রীড়া সাংবাদিক মতি নন্দী

কার্যত আদাজল খেয়ে লিখে ফেলেছিলেন একটি উপন্যাস। একদিন সেই উপন্যাস জমা দিলেন 'উল্টোরথ' পত্রিকা দপ্তরে। ১৫০টি পাণ্ডুলিপি জমা পড়েছিল। তারপর দীর্ঘ অপেক্ষা,এর মধ্যে তরুণ লেখক 'পরিচয়' পত্রিকায় একটি কাজও জুটিয়ে নিয়েছেন। নিয়মিত প্রুফ দেখেন,গল্পের প্রাথমিক বাছাইয়ের কাজও করেন। সেদিন রাত করে বাড়ি ফিরেছেন, তাঁর মা তাঁকে বললেন দু'জন ভদ্রলোক এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। তিনি নাকি কি একটা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন। তিন নম্বরে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় পূর্ণেন্দু পত্রীকে ছাপিয়ে প্রথম যিনি হয়েছিলেন তিনি সাহিত্যিক , সাংবাদিক মতি নন্দী। উপন্যাসের নাম ছিল 'ধুলো মাটি বালি'। পরামর্শক্রমে মতি নন্দী নামটা বদল করে রেখেছিলেন 'নক্ষত্রের রাত'। বেশিরভাগ বাঙালি পাঠকদের কাছে মতি নন্দীর জনপ্রিয়তা স্ট্রাইকার-স্টপার-কোনি এই তিন খেলা ভিত্তিক কিশোর উপন্যাসের লেখক হিসেবে। অনেক পাঠক আজও তাঁর 'স্ট্রাইকার' উপন্যাস পড়তে বসলে কেঁদে ফেলেন। সিনেমায় সাঁতারের প্রশিক্ষক ক্ষিদার সেই অবিস্মরণীয় সংলাপ 'ফাইট কোনি ফাইট' অমর হয়ে আছে মুক্তির পর থেকেই। সদ্য তরুণ মতি নন্দী তখন মনীন্দ্র কলেজের ছাত্র। ক্রিকেট খেলেন সঙ্গে ময়দানে নিয়মিত ক্রিকেট দেখেন। সাহিত্যচর্চা চলে একই স্রোতে। লিখছেন তবে ছাপাবার আর সাহস হয় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর খবর পেয়েছেন। শোকসভা হবে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে। গুটিগুটি পায়ে সেখানে গেলেন। শোকসভায় সাহিত্যিকদের মেলা,বলা যেতে পারে নক্ষত্রের সমারোহ। সেখানে 'উল্টোরথ' পত্রিকা ঘোষণা করল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে একটা উপন্যাস প্রতিযোগিতা হবে। তিনটি পুরস্কার থাকবে এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত তিনটি লেখা প্রকাশিত হবে। বলা বাহুল্য প্রথম পুরস্কার মতি নন্দী পেয়েছিলেন। খুব বড় সত্য হল মতি নন্দীর আগে কেউ খেলার জগতের অনুপুঙ্খ নিয়ে এমন নিঁখুত গল্প রচনা করেন নি। নিজের হাতে উসকে দিয়েছিলেন ক্রীড়া সাংবাদিকতার সলতেটিকে। গল্পের ভেতরে গল্প,বস্তুত মতি নন্দীর প্রবর্তিত স্টাইল বোধহয় এখনও সংবাদপত্র মেনে চলছে। মতি নন্দীর হাতে ছিল সোনার কলম,সেটা কাজে লাগিয়ে তিনি রচনার বৈদগ্ধ্যে , পরিবেশনায় মুন্সীয়ানায় এবং খেলা সম্পর্কে গভীর উপলব্ধীর টানে পাঠকবর্গের শিক্ষিত মন জয় করলেন। ক্রীড়া সাংবাদিকতায় যুক্ত হয়েছিল অন্য মাত্রা। ক্রীড়া সাংবাদিকতার সম্ভ্রম বাড়িয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি অনন্য বটে। ছোট গল্প হল মতি নন্দীর আসল শক্তি। সেখানে যে বাস্তবতা আছে তা মানুষের মর্মমূল অবধি নাড়িয়ে দেয়। ছোটদের নিয়ে তাঁর অসাধারণ কাজ প্রশংসা করবেন তাঁর অতিবড় সমালোচক। আবার ক্রিকেট বা ফুটবল ম্যাচ রিপোর্টিং-এ কঠিন শব্দ ব্যবহার না করেও লেখনীর জোরে পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করতেন। অনেকে তাঁকে বাংলার নেভিল কার্ডাস বলতেন। তবে মতি নন্দী বলতেন কার্ডাস হলেন কার্ডাস ওঁকে নকল অসম্ভব।

কলকাতায় প্রথম বিমান

কলকাতাবাসী অবাক হয়ে বিস্ময়ভরা চোখে একদিন দেখলেন আকাশে উড়োজাহাজ চক্কর কাটছে ১১২ বছর আগে কলকাতার আকাশে উড়েছে বিমান। ১৯১২ সালের ২৪ ডিসেম্বর, গড়ের মাঠের ওপর খানিকটা চক্কর দিয়ে প্রথমবারের মত শহর কলকাতা তথা বাংলার মানুষকে উড়োজাহাজ ওড়া দেখিয়েছিলেন দুজন ফরাসি বিমান চালক,Jules Tyck– Baron de Catros । ঐতিহাসিক এই ঘটনা ফরাসি বৈমানিক Louis Bleriot-এর ফ্রান্স থেকে ইংলিশ চ্যানেলের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার ঠিক সাড়ে তিন বছর পরে। ফ্রান্সের ক্যালে থেকেইংল্যান্ডের ডোভারে উড়ে গিয়েছিলেন Louis Bleriot ,সেদিন ছিল ইংরেজি ক্যালেণ্ডারে ২৫-৭-১৯০৯। এর সাড়ে পাঁচ বছর আগে রাইট ভাতৃদ্বয় ইঞ্জিন চালিত বিমানে চড়ে সর্বপ্রথম উড়েছিলেন ২৩-১২-১৯০৩ তারিখে। এর আগে যা কিছু ছিল সব ওই বেলুনে চড়ে ওড়া। অবশ্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক নথি এবং গবেষণার বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে এভিয়েশন গবেষক দেবাশিষ চক্রবর্তী জানিয়েছেন ১৯১০ সালের ১৯ বা ২০শে ডিসেম্বর কলকাতার টলি ক্লাব গ্রাউন্ড থেকে উড়েছিল ভারতের প্রথম শখের বিমান। সেকালের প্রতিষ্ঠিত কবি কেশবচন্দ্র সেনের পুত্রবধূ মৃণালিনী সেন এই উপমহাদেশের প্রথম নারী বিমানযাত্রীও তিনি। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে এই কাহিনী ১৯১০ সালের। সেখানেও বলা হয়েছে জুল টিক পাইলটের আসনে বসেছিলেন। অর্থাৎ ১৯১০ হোক বা ১৯১২ কলকাতার আকশে উড়েছে বিমান। ১৯২০ সালের বসন্ত কালে রোম থেকে টোকিও যাওয়ার সময় এক ঝাঁক বিমান ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দক্ষিণে খোলা মাঠকে তাদের বিমানঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে। বলা বাহুল্য প্রথম দিকে যেসব পাইলট বিমান নিয়ে কলকাতায় এসেছেন তারা গড়ের মাঠকে বিমান অবতরণের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ১৩-৮-১৯২২, লন্ডনের ক্রয়ডন থেকে উড়ে এসে দমদমে বিমান অবতরণ করলেন Major Blake– Capt Mc Millan ও ক্যাপ্টেন মালিনস। নিলামে সেই বিমানটি তারা কলকাতায় বিক্রিও করে দিয়ে আবার লন্ডনে ফিরে গিয়েছিলেন। উইকিপিডিয়া অবশ্য বলছে ডাকোটা ৩ হল দমদম বিমানবন্দরে অবতরণকারী প্রথম বিমান! অবশ্য এই ঘটনা সত্য ১৩-১১-১৯২৪, দুজন ডাচ পাইলট অন্ধকারে মশালের সাহায্যে দমদম বিমানবন্দরে নেমেছিলেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বর সন্তানদের দুসময়ের সাথী। তিনি আবার সন্তানদের সুসময়ের সাথী। তিনি যেমন সন্তানকে পতিপালন করার জন্য সব কিছু সহ্য করে নিজের কর্তব্য করে যান। কোনও ভাবে কাউকে ভয় না পেয়ে নির্ভয়ে কাজ করে চলেন। পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে নারী। সেই কারণে নারীকে জগত জননী বলা হয়ে থাকে। জননী যে শক্তি অর্জন করতে পারে সেই শক্তি এই বিশ্বে আর কেউই গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। সমস্ত নারীদের মধ্যে শক্তি রয়েছে। সৃষ্টি করার শক্তি যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে কিন্তু নারী শক্তির ওপরে নির্ভর করে থাকতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, যাঁরা মায়ের এবং ঠাকুরের সম্মানকে রক্ষা করার চেষ্টা করে গিয়েছেন। ওরে, নরেন যা তোর দরকার সব কিছু মায়ের কাছ থেকে চাইবি। আমার কোনও কিছু দেওয়ার শক্তি নেই রে। তোর মতো শক্তিশালীকে আমি আর কি দিতে পারি? তোর তো আমার থেকে শক্তি বেশি। গিরিশ ঘোষ তো মা সারদা ওপরে ভরসা করেছিলেন। তিনি সারাজীবন ধরে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এবং মা সারদার ওপরে নির্ভর করেছিলেন। তিনি নাট্য জগতে সুনাম অর্জন করতে পেরেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এবং মা সারদার আশির্বাদ পেয়ে। শারীরিক শক্তি এবং মানসিক শক্তির জোগান দিয়ে থাকে মা। ষ্টা করেন। ঠাকুরের নিজের কোনও সন্তান না থাকলেও তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে নিজের সন্তান রূপে পতিপালিত হতো। মা সরদা তাদের প্রতি যত্ন নিতেন। আসলে সবাইকে নিজের সন্তান রূপে গ্রহণ করতে কোনও বাধা ছিল না মা সরদার। তিনি একটি কন্যাও পেয়েছিলেন। তাঁর নাম হচ্ছে ভগিনী নিবেদিতা। তিনি সন্তান যেমন পান তেমনি একটি কন্যাও পেয়েছিলেন।

'দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল!'
মাইকেলকে নিয়ে চর্চা হচ্ছে বঙ্গভূমি তথা ইউরোপেও

রবীন্দ্র কুমার শীল

মহাকবি মাইকেল যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি কিন্তু মানসিক দিক দিয়ে কষ্ট পেয়েছিলেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তিনি যা চিন্তা করতেন বাস্তবে তা রূপায়িত হতো না। তিনি ইংরেজ হতে চেয়েছিলেন। তিনি ইংরেজি ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার পরে তিনি নিজের মত পরিবর্তন করেন। এই মত পরিবর্তন করার জন্য আমরা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। কারণ মাইকেল যখন ' ক্যাপটিভ লেডি' ইংরেজি মহাকাব্য কবি বাইরনের মতো লিখে ফেলেছিলেন তার ভূমিকা লিখতে দিয়েছিলেন গৌরদাস বসাকের হাত ধরে বেথুনের কাছে। বেথুন মাইকেলের 'ক্যাপটিভ লেডি' পড়ে প্রশংসা করলেও তিনি কিন্তু পরিস্কার বলে দিয়েছিলেন যে ইংরেজি এই মহাকাব্যটি যথেষ্ট উচ্চ মানের হলে ইংরেজ সমাজে তা সমাদৃত হবে না। কবি মাইকেলকে বলো তিনি যেন তাঁর মাতৃভাষাকে অবহেলা না করে সেই ভাষায় মহাকাব্য রচনা করতে। ড্রিঙ্কওয়ারাটার বেথুন যখন কলকাতায় বালিকা স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেখানে ইংরেজি ছাড়াও বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তার সঙ্গে থাকবে সংস্কৃত। ভারতীয় ভাষাকে অবজ্ঞা করেননি বেথুন। এ ব্যাপারে তিনি তৎকালীন পণ্ডিতদের মতামত গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে বেথুন যখন মহিলা স্কুল স্থাপন করলেন তখন সেখানে পাঠ্য পুস্তক রচনা করার ভার দিয়েছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ওপরে। তিনি সেই সময়ে শিশুশিক্ষা পাঠে একটি বিখ্যাত 'পাখী সব করে রব' রচনা করেছিলেন। এই কবিতাটি মহিলাদের উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছিল। তাদেরকে বলা হয়েছিল ঘুমিয়ে না থেকে পুস্তক নিয়ে পড়াশুনা করতে। বেথুন মহাকবি মাইকেলের ব্যাপারে উচ্ছ্বাশা প্রশংসা করেছিলেন। মহাকবি মাইকেলের ২০০ জন্ম বছর অতিক্রম করে গিয়েছে। বাংলায় মাইকেলের জন্ম দুশো বছরকে কেন্দ্র করে বহু বই রচিত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে শিমূল বড়ুয়া এবং রেবা বড়ুয়ার সম্পাদিত 'মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত দ্বিশততম জন্মবর্ষ স্মারকগ্রন্থ'। এই বইটি বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা দেশের প্রকাশক 'বলাকা' এই বইটি প্রকাশ করেছেন। বইটির সম্পাদকীয় পাতায় মাইকেল সম্পর্কে ভালো আলোচনা করা হয়েছে। 'সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে' এই শিরোনাম ব্যবহার করা হয়েছে সম্পাদকীয় রচনায়। সেখানে সম্পাদকদ্বয় লিখেছেন যে মাইকেল 'ঢাকার সম্বর্ধনা প্রদানের জবাবে তিনি বলেছিলেন, ' আমি বাঙ্গাল, আমার বাটী যশোহর।' বিদেশি সাহিত্যকে অনুসরণ করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে তিনি লিখেছিলেন, "I may borrow a necktie, or even a waist coat, but not the whole suit"। সম্পাদকদ্বয় তাদের রচিত সম্পাদকীয়তে দাবি করেছেন যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা

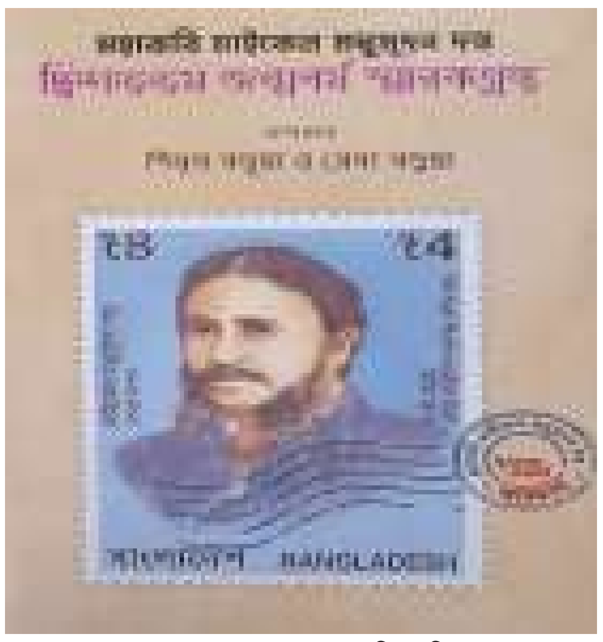

হোক। মাইকেলের নামে এখনও বাংলায় কোনও বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়নি। মাখলে সর্বপ্রথম আধুনিক বাংলায় কাব্য রীতি গ্রহণ করে মধ্যযুগীয় বা প্রাচীন কাব্য রচনা রীতি থেকে বাংলা কাব্যের মুক্তি দিলেন। নাহলে যেভাবে প্রাচীন কাব্য রীতি এবং পদ্ধতি বাংলা কাব্য জগতে আচ্ছাদিত করে রেখে দিয়েছি তার হাত থেকে সহজে মুক্তি লাভ করতে পারছিল না। কবি মাইকেল বাংলা কাব্য জগতে স্বাধীন সত্ত্বায় প্রকাশ করালেন। বইটির প্রথম লেখা হচ্ছে 'মাইকেল মধুচক্র ও পলিম্যাথ কমলকুমার'। এই প্রবন্ধটি রচনা করেছেন সালাউদ্দিন আইয়ুব। সেখানে কবি মাইকেল কায়স্থ বলেও তাঁর কবিতা এক সময়ে ব্রাহ্মণ শ্রেণির গোষ্ঠীর কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। তার ওপরে যেখানে রামের মতো জাতীয় চরিত্রকে গুরুত্ব না দিয়ে রাবণকে বেশি করে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং রাবণকে মহান দেশসেবক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা দেখতে পাওয়া গিয়েছে। মাতৃভূমি রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন মেঘনাদ। সেই কারণে মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদ একজন স্বদেশ প্রেমিক। তিনি স্বদেশের রক্ষার জন্য শহিদ হয়েছেন। রামকে বহির্ভূত বলে মনে করেন মাইকেল। তিনি ভিন দেশ আক্রমণ করেছেন। রাবণ অযোধ্যা আক্রমণ করে সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে লঙ্কায় নিয়ে যাননি রাবণ। শূর্পনখাকে অপমানত করার জন্য সীতাকে বন্দি করে রেখে দিয়েছিলেন রাবণ। তিনি সীতার চরিত্র হনন করেননি। সীতা যেখানে ছিলেন সেখানে মহিলাদের এক মাত্র প্রবেশাধিকার ছিল। কোনও পুরুষ সেখানে প্রবেশ করতে পারতো না। মাইকেলের মহাকাব্য মেঘনাদ বধ কাব্যে বহু পাঠকেরা বলেছেন সেখানে জাতীয় ভাবের অভাব দেখতে পাওয়া গিয়েছে। রামকে মহান করলেই কী জাতীয় ভাবের প্রকাশ হতো। রাবণ, মেঘনাদকে তো কবি জাতীয় চরিত্র হিসাবে তৈরি করেছেন। স্বদেশ রক্ষার জন্য এরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তাইশেষ পর্যন্ত করেছেন তারা। আর রাম অন্যায়ের সুযোগ গ্রহণ করেছেন। লঙ্কা আক্রমণ করে একটি সুশৃঙ্খল জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন রামচন্দ্র। কবি বল্মীকি এবং তুলসীদাসের কবিতার ভাবধারার বিরোধিতা করেছেন মাইকেল। তার ফলে বাংলার রক্ষণশীল পন্থীরা মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য পড়তে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। এই বইটিতে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের নিয়ে মাইকেল সম্পর্কিত প্রবন্ধের সংকলন। গোলাম মুরশিদ লিখেছেন, 'মাইকেলের ২০০ বছর ঃ মধুসূদনের পুনর্জন্ম'। মাইকেল নিয়ে চর্চা শিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করেছিল বহু পড়ে। এক সময়ে মাইকেল বিদেশে অবহেলিত ছিল। আজকে মাইকেল বিদেশে সমাদৃত লাভ করতে শুরু করেছে। এখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম রদিচে মাইকেলকে নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত। মাইকেল জীবিত থাকাকালীন তাঁর বহু বন্ধুরা তাঁর কাব্যগুলিকে সম্মান দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন। মনমোহন ঘোষের মতো বন্ধু মাইকেলের কাব্য সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। মাইকেল একবার তাঁর প্রিয় বন্ধু গৌরদাস বসাককে বলেছিলেন, তিনি যদি মহা কবি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তাহলে তাঁর জীবনী যেন গৌরদাস বসাক রচনা করেন। প্রায় দুশো বছর পরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে যে মাইকেলকে এক সময়ে ইউরোপ স্থান দিতে কার্পণ্যবোধ করেছিল সেই ইউরোপ আজকে মাইকেলকে নিয়ে বেশি করে চর্চা করছে। অধ্যাপক রিডিফোর্ড মাইকেলকে নিয়ে গবেষণা করছেন এবং তাঁর ছত্রছাত্রীদের কাছে মাইকেল এর কাব্য নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত থাকছেন। মানস মজুমদার একটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সেই প্রবন্ধটির নাম হচ্ছে ' মধুসূদনের কাব্য-কবিতায় মিথের প্রয়োগ'। রামায়ণ কাব্যে মিথ রয়েছে। সেই মিথকে গ্রহণ করেছেন মাইকেল। তবে সেই মিথের মধ্যে আধুনিকতার স্পর্শ রয়েছে। ভারতীয় পুরাণ নিয়ে মাইকেলের কৌতুহল ছিল।' বীরঙ্গনা কাব্যে' কৃষ্ণ মিথকে দেখতে পাওয়া যায়। 'কার্তিকেয় মিথ' এর প্রভাব রয়েছে মেঘনাদ বধ কাব্যে। 'মদন রতি মিথ' এর প্রভাব রয়েছে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' (১৮৬১)। বাল্মীকির মিথ ব্যবহার করেছেন মাইকেল তাঁর 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'। 'শেষ নাগ মিথ' ব্যবহার করছেন মাইকেল মেঘনাদ বধ কাব্যে। 'মৈনাক পর্বত মিথ' এর প্রয়োগ দেখতে পাওয়া গিয়েছে মাইকেলের মেঘনাদ বধ কাব্যে। 'গঙ্গা মিথ'কে গ্রহণ করেছেন মাইকেল কাশীরাম দাসকে অনুসরণ করে। 'ইন্দ্রপ্রস্ত মিথ' গ্রহণ করেছেন লঙ্কার প্রশস্তি রচনা করতে। মাইকেল মিথকে প্রয়োগ করেছেন কাব্যকে সমৃদ্ধ করতে। 'সুধা নিরবধি' প্রবন্ধটি রচনা করেছেন হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি লিখেছেন যে রাবণ সীতাকে অপহরণ করে অশোকবনে রেখে দিয়েছিলেন। তিনি সীতাকে ধর্মান্তরিত করেননি বা জোর করে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। তিনি জানতেন যে সীতা অপরের বিবাহিত স্ত্রী। রামায়ণ যুগে কোন মহিলাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক তৈরি করাটা অপরাধ ছিল না। সেটাই ছিল পুরোষিত কাজ। বীরের লক্ষণ। কিন্তু রাবণ সংযত। ভদ্র। তিনি সীতাকে অপহরণ করেছেন শুধু মাত্র রামকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। বোন শূর্পনখাকে অপমানিত করার জন্যই সীতাকে অপহরণ করেছেন। আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না রাবণের। রাবণের স্ত্রী সীতাকে অপহরণ করার জন্য স্বামীকে অপবাদ দিতে থাকেন। কিন্তু রাবণ রামকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য সীতা হরণ করেছিলেন। আর কোনও উদ্দেশ্য তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়নি। 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের আভিধানিকতা' প্রবন্ধটি রচনা করেছেন স্বরোচিষ সরকার। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে মাইকেলের মেঘনাদ বধ কাব্য পড়তে গেলে অভিধান বের করে পড়তে হবে। এই মহাকাব্যে বহু বিদেশি শব্দের প্রবেশ ঘটেছে যা আগে বাংলা সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়নি। কবি মাইকেল বহু নতুন শব্দ তৈরি করেছেন। 'মধুসূদন ও বাংলা ভাষা' প্রবন্ধটি রচনা করেছেন সৌরভ সিকদার। মাইকেল তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখছেন যে তিনি বাংলায় সনেট রচনা করবেন। শেক্সপিয়ার যেমন ইংরেজি ভাষায় সনেট রচনা করে গিয়েছেন ঠিক তেমনি বাংলা ভাষায় সনেট লিখেছিলেন কবি মাইকেল। বহু মানসিক কষ্টের মধ্যে থেকেও মাইকেল বহু মূল্যবান কাব্য রচনা করে গিয়েছেন যা নিয়ে এখন তার মূল্যায়ন হতে শুরু করেছে। যারা বর্তমানে মাইকেলকে নিয়ে চর্চা করছেন তাঁরা মাইকেলের বিভিন্ন দিকের কথা বর্ণনা করতে শুরু করেছেন। যেগুলি একেবারে অজানা ছিল তার প্রকাশ ঘটতে শুরু করেছে। 'নীড়ভাঙ্গা পাখি ঃ মাইকেল প্রসঙ্গ রেবেকা এবং হেনরিয়েটা' নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়। মাইকেলের কবিতা প্রতি আকর্ষিত হয়ে বিবাহ করেছিলেন রেবেকা এবং হেনরিয়েটা। এই সংকলিত বইটিতে তিনটি বিভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে রয়েছে 'জীবন ও কর্ম-কীর্তি মূল্যায়ন-১'। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে 'জীবন ও কর্ম-কীর্তি মূল্যায়ন-২'। এই বিভাগে প্রবন্ধ লিখেছেন তসলিম মুহম্মদ, সুমিত বড়ুয়া, গাজী আজিজুর রহমান, হরিশঙ্কর জলদাস, তড়িৎ রায় চৌধুরী প্রমুখ। তৃতীয় বিভাগেও 'জীবন ও কর্ম-কীর্তি মূল্যায়ন-৩'। এই বিভাগের লেখকেরা হচ্ছেন শিমূল বড়ুয়া, রেবা বড়ুয়া, স্বাতী চক্রবর্তী, শান্তিরঞ্জন ভৌমিক। 'ফিরে দেখা' বিভাগে মাইকেলকে বাংলার বিখ্যাত লেখকেরা কোন দৃষ্টিতে দেখতেন তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত' লেখাটি উল্লেখযোগ্য। 'যে দেশে একজন কবি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য, যে দেশে সুকবি যশপ্রাপ্ত হয়, সে দেশের আরও সৌভাগ্য' বলে উল্লেখ করেছেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাইকেল সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে। মধুসূদনের অন্তর্লোক' বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন আহমদ শরীফ। 'নবজাগরণ ও মধুসূদন' সম্পর্কে লিখেছেন মোবাশ্বের আলী। বাংলার নবজাগরণের ফসল হল মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে শুরু করে সেই সময়েকার উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাঁরা বাংলাকে নতুন করে সাজাতে এবং জাগাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই সংকলিত বইটিতে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিদের মাইকেলকে নিয়ে রচিত কবিতা স্থান পেয়েছে। কবি নবীনচন্দ্র সেন মাইকেলকে নিয়ে কবিতা লিখে গিয়েছেন। 'যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া /কবিতা -ভাণ্ডারে;/ অনন্ত কালের তরে, গৌড়-মন-মধুকরে / পান করি', করিবেক যশস্বী তোমারে।" কবি মানকুমারী বসু 'মধু-স্মৃতি' কবিতা রচনা করেছিলেন। সেখানে শুরুতেই তিনি লিখছেন, " এইখানে রয়েছে ঘুমায়ে / বঙ্গ কবি-রাজ-রাজেশ্বর! /মৌন বীণা বাঁশি-রব, দামামা দুন্দুভি সব,/ মধুহীন মাতৃবক্ষ, যুগ যুগান্তর।' তারপরে শেষ দিকে কবি মানকুমারী লিখছেন, 'তুমি যা দিয়েছ তবে, যাবত জগত রবে, / যে অমৃত, "নিত্যনব" রবে অহরহঃ! /যেখানে যে লোকে তাতঃ! করছ বসতি, /লহ তব দুহিতার সহস্র প্রণতি।" মাইকেল জীবিত কালে যে সম্মান লাভ করেছিলেন আজকে দুই শতবর্ষ জন্মদিন অতিক্রম করে যাওয়ার পড়ে দেখতে পাওয়া গেল সবাই মাইকেলকে নতুন করে আবিষ্কার করতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলার মধ্যযুগের যদি কাশীরাম দাস এবং কৃত্তিবাস ওঝা যদি মহাকবি বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকেন তাহলে আধুনিক বাংলার মহাকবি বলে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে গ্রহণ করে নিতে কারোর আপত্তি থাকছে না। একন ইউরোপ মাইকেলকে নিয়ে চর্চা করতে শুরু করে দিয়েছে।

সুখলতা রাও- প্রয়াত হলে মাতৃহীন হল বাংলা

বিশেষ প্রতিবেদন
(পূর্ব প্রকাশের পর)

বিধুমুখীকে খবরটা দিতে।

তবে বি এ পরীক্ষাটা শেষ পর্যন্ত সুখলতার দেওয়া হয়নি। বি এ পড়তে পড়তেই তাঁর বিয়ে হয়ে যায় ১৯০৭ সালে। বিয়ে হল কটকের সুখ্যাত ডাক্তার জয়ন্ত রাওয়ের সঙ্গে। জয়ন্তর বাবা মধুসূদন রাও ছিলেন ওড়িশায় ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, কবি ও লেখক। বাংলায় যেমন 'বর্ণপরিচয়', ওড়িয়া ভাষায় তেমন মধুসূদনের লেখা 'বর্ণবোধ', 'শিশুবোধ'। ওড়িয়া সমাজ তাঁকে ডাকত ভক্তকবি বলে। সুতরাং সুখলতা পিতৃগৃহে যে ভাবে মানুষ হয়েছিলেন, বিয়ের পরেও অনুরূপ একটি আলোকিত পরিবেশই পেলেন। এক দিকে সিভিল সার্জন স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে তাঁর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রটি প্রসারিত হল। বিভিন্ন ধরনের সমাজ সেবামূলক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ এল। সেই সঙ্গে তাঁর আঁকা এবং সাহিত্যকর্মে জয়ন্তর পূর্ণ সহযোগিতা সুখলতা পেলেন। বরং বিবাহসূত্রেই বাংলা, ইংরেজির পাশাপাশি ওড়িয়া সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর পরিচয় স্থাপন এবং বাংলা-ওড়িয়া মেলবন্ধনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পেরেছিলেন সুখলতা। সুখলতার পাঠকেরা জানেন, সুখলতা আর সুকুমারের একটা বড় মিল ছিল। দু'জনেই ছোটদের জন্য প্রাণ খুলে লিখেছেন যেমন, সেই সঙ্গে নিজেরা ছবিও এঁকেছেন। উপেন্দ্রকিশোর নিজে ছবি আঁকতেন। ছেলেমেয়েদের মধ্যে আঁকার নেশাটি ধরিয়েছিলেন তিনিই। শশী হেস আর অবনীন্দ্রনাথের আঁকাও সুখলতাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। লেখারও আগে আঁকার জন্য পরিচিতি পেতে শুরু করেছিলেন সুখলতা। ১৯০৬-০৭ সালেই কলকাতায় ভারতীয় কৃষি ও কারিগরি প্রদর্শনীতে তিনি তেল রং বিভাগে পদক পান। ১৯১০ সালে ইলাহাবাদে ইউনাইটেড প্রভিন্সেসের (এখনকার উত্তরপ্রদেশ) প্রদর্শনীতে জল রং বিভাগে পদক জেতেন। ওই

বছরই 'প্রবাসী'তে ছাপা হয় সুখলতার আঁকা 'পূজারিণী'। পরের বছর 'সাবিত্রী'। আরও একটা তথ্য এখানে খেয়াল করার মতো। ১৯১৩ সালে 'সন্দেশ'-এর আত্মপ্রকাশ। তার আগেই, ১৯১২ সালে কিন্তু সুখলতার প্রথম বই 'গল্পের বই' বেরিয়ে গিয়েছে। কুড়িটি ভিনদেশি রূপকথাকে সেখানে বাংলার ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে উপস্থাপন করেছেন তিনি। 'ভারতী'তে সে সম্পর্কে লেখা হয়েছিল, "গল্পগুলি টাটকা ফুলের মতোই সুন্দর, উপভোগ্য। লেখিকার ভাষাটিও বেশ সহজ; তাহাতে একটি সুর আছে; সুরটুকু একেবারে গিয়া প্রাণের তারে আঘাত দেয়... গ্রন্থে অনেকগুলি সুন্দর ছবি আছে, সেগুলি আবার গ্রন্থকর্ত্রীর স্বহস্তরচিত। বঙ্গনারীর হস্তে এমন চিত্র রচিত হয়; ইহা দেখিয়া শুধু আনন্দে নহে গৌরবেও আমাদিগের চিত্ত ভরিয়া উঠে।" অর্থাৎ 'সন্দেশ' বেরোনোর আগেই সুখলতা লেখক হিসেবে সমাদৃত। সাহিত্য গবেষক বারিদবরণ ঘোষ জানাচ্ছেন, উপেন্দ্রকিশোরের 'সন্দেশ' বেরোনোর আগে সুখলতা কিছু দিন 'মুকুল' সম্পাদনার কাজেও সাহায্য করেছিলেন। তবে 'মুকুল'-এ লেখেননি কখনও। 'গল্পের বই'-এর গল্পগুলো প্রথম থেকেই বই আকারে বেরোয়। এর পরে উপেন্দ্রকিশোর থেকে সত্যজিৎ রায়; 'সন্দেশ' যখন যে ভাবে বেরিয়েছে, সুখলতা সব সময়েই তার জন্য লিখেছেন।

'সন্দেশ'-এর পাতাতেই তো একবার সুকুমার লিখলেন, 'প্রফেসর হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি'। তার অল্প ক'দিন পরেই বেরোল সুখলতার ছবি আর কবিতা, 'ঘুমের ঘোরে' (১৯২৩)। "...স্বপ্ন দেখে সে হেন;/দেয়ালেতে চড়ে/ মন দিয়ে পড়ে/ 'সন্দেশ' নিয়ে যেন।/ হঠাৎ পিছনে তার,/ গলাটা বাড়িয়ে।/ হুবহু দাঁড়িয়ে/ গল্পের জানোয়ার...।" সঙ্গে ছবি, হেশোরামের ছবির আদলেই। 'ছবিতে গল্প' নামে এই কবিতা সিরিজটি অনেকের মতে বাংলার প্রথম কমিক স্ট্রিপ। রবীন্দ্রনাথ খুবই পছন্দ করতেন সুখলতার ছবি। 'সন্দেশ'-এ তাঁর কবিতার জন্যও ছবি এঁকেছেন সুখলতা। আবার সুখলতা যখন ইংরেজিতে 'বেহুলার গল্প' অনুবাদ করলেন, সঙ্গে ছবি; বইয়ের ভূমিকা লিখে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তী কালে কবির শতবর্ষে নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'রাজা ও রানী' এবং 'জাপান যাত্রী'র ইংরেজি অনুবাদ সুখলতারই করা। 'ডিভায়োরিং লাভ' এবং 'আ ভিজিট টু জাপান', বারিদবরণ মনে করিয়ে দিচ্ছেন, "অতি উচ্চ মানের অনুবাদ।" শিশুদের লেখা নয় শুধু, ছিল শিশুশিক্ষার ভাবনাও। ছোটদের লেখার ক্ষেত্রে সুখলতার বিচরণ ছিল নানা শাখায়; মৌলিক গল্প ('দুই ভাই', 'খোকা এল বেড়িয়ে', 'আলিভুলির দেশে'), অনুবাদ গল্প ('নানান দেশের রূপকথা', 'গল্প আর গল্প', 'সোনার ময়ূর', 'হিতোপদেশের গল্প', 'ঈশপের গল্প'), কবিতা ('নূতন ছড়া', 'বিদেশি ছড়া'), গান, নাটক ('বনে ভাই কত মজাই', 'বীর হনুমান', 'আজবপুর', 'পাখির দেশ', 'যাত্রাপথে') পাঠ্যপুস্তক, জ্ঞানবিজ্ঞানের নিবন্ধ... সুখলতার মৃত্যুর পরে বঙ্গীয় সাহিত্যে জগৎ তাই অনুভব করেছিল, সুখলতাকে হারিয়ে বাংলার শিশুসাহিত্য মাতৃহীন হল। আক্ষরিক অর্থেই মাতৃহীন। সুখলতা তো ছোটদের জন্য শুধু গল্প বা ছড়া লিখে ক্ষান্ত হননি। সারা জীবন ধরে শিশু শিক্ষার উপযোগী নানা ধরনের লেখা লিখে যাওয়ার পরিশ্রম তাঁর মতো খুব কম লোকেই করেছেন। শুধু মাত্র বর্ণশিক্ষার জন্যই সাতটি বই লিখেছেন সুখলতা! এ বিষয়ে তাঁর প্রথম বই 'পড়াশুনা' প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। সেটি সম্পর্কেও 'ভারতী' লিখেছে, "শিশুর চিত্তবৃত্তি বুঝিয়া সহজ সরল ভাবে নারী যেমন শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন, পুরুষ কখনই তেমনটি পারেন না। সেই জন্যই এই গ্রন্থে মহিলা লেখিকা শিশুকে বর্ণ পরিচয় দিবার যে পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা শুধুই অভিনব নহে, তাহা সহজ হইয়াছে এবং কাজের হইয়াছে।" একই কথা প্রযোজ্য 'স্বাস্থ্য' (১৯২২) বইটি সম্পর্কেও। এই ধারাটি বজায় রেখেই এসেছে 'নূতন পড়া' (১৯২২), 'নিজে পড়' (১৯৫৬), 'নিজে শেখ' (১৯৫৭), 'খেলার পড়া' (১৯৬১), 'নিউ স্টেপস' (১৯৬৪), 'নিজে পড়'-র ওড়িয়া সংস্করণ 'আপে পড়' (১৯৬৪)।

সম্পাদক সমীপেষু

বাংলার কবি কালিদাস রায়

কবিশেখর কালিদাস রায় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডের কাছে কড়ুই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ছিলেন কাশিমবাজার রাজ এস্টেটের পদস্থ কর্মচারী। মা রাজবালা দেবী 'চৈতন্য মঙ্গল' রচয়িতা বৈষ্ণব কবি লোচন দাস ঠাকুরের বংশধর ছিলেন। মাতৃকুলে ছিলেন বৈষ্ণব সাধক উদ্ধব দাস। কড়ুই মাইনর স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে খাগড়া এল.এম.এস স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি.এ পাশ করে (১৯১০) স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনশাস্ত্র নিয়ে এম.এ পড়া শুরু করেন কিন্তু পাঠ অসমাপ্ত থাকে। কাশিমবাজার আশুতোষ চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষাও গ্রহণ করেছেন তিনি। কালিদাস রায়ের কর্মজীবন শুরু রংপুর জেলার উলিপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী হাইস্কুলের সহ-শিক্ষক হিসাবে। পরে তিনি প্রধান শিক্ষক পদেও উন্নীত হন। ১৯১৩ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত তার এখানেই কাটে। পরে রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন তাকে সেখান থেকে নিয়ে আসেন এবং তিনি বড়িষা স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করেন (১৯২০ -৩১)। এরপর তিনি ভবানীপুর মিত্র ইন্সটিটিউশনের প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন (১৯৩১-৫২)। অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত তিনি সেখানেই কর্মরত ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই কালিদাস কবিতা রচনা করতেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে প্রকাশিত 'কুন্দ' তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। সাহিত্য-প্রতিভা ও অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিবিধ উপাধি ও পুরস্কার লাভ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও সরোজিনী স্বর্ণপদক (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), আনন্দ পুরস্কার (১৯৬৩), রবীন্দ্র পুরস্কার ('পূর্ণাহুতি' কাব্যগ্রন্থের জন্য, ১৯৬৮), দেশিকোত্তম (বিশ্বভারতী), ডি.লিট (রবীন্দ্র ভারতী, ১৯৭২) প্রভৃতি। রংপুর সাহিত্য পরিষদ থেকে তিনি লাভ করেছেন কবিশেখর উপাধি। তিনি 'রস্চক্র' সাহিত্য সংসদের প্রতিষ্ঠাতা। সাহিত্যক্ষেত্রে তার ছদ্মনাম ছিল 'বেতালভট্ট' এবং 'উপগুপ্ত শর্মা'। প্রকাশিত কাব্য 'কুন্দ'(১৯০৮); 'ঋতুমঙ্গল' (১৯১০); 'কিশলয়'(১৯১১); 'পর্ণপুট' দু'খণ্ড(১৯১৪,১৯২১); 'বল্লরী' (১৯১৫); 'ক্ষুদকুঁড়া' (১৯২২); 'রসকদম' (হাস্য রসাত্মক কবিতার সংকলন (১৯২৩); 'লাজাঞ্জলি'(১৯২৪); 'চিত্তচিন্তা'(১৯২৫); 'হৈমন্তী' (১৯৩৪); 'বৈকালী'(১৯৩৮); 'সন্ধ্যামণি'(১৯৫৮); 'পূর্ণাহুতি' (রবীন্দ্র পুরস্কার,১৯৬৮)। পদ্যানুবাদঃ 'চিত্রে গীত গোবিন্দ' (১৯২৭); 'গীতলহরী'(১৯৩০); 'কাব্যে শকুন্তলা'(১৯৪৬); 'ইন্দুমতী'(১৩৫৯); 'কুমার সম্ভব'(১৩৬০); 'ব্রজ বাঁশরী'(১৯৪৮); 'ঋতু রঙ্গ'(১৯৫৩)। গদ্য রচনা 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' দু'খণ্ড (১৯৩২, ১৯৩৪); 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য' তিন খণ্ড (১৩৫০, ১৩৫৭, ১৩৫৮); 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়' তিন খণ্ড (১৯৪৭, ১৯৫০, ১৯৫১); 'জাতকমালিকা'; 'ভক্তমালিকা'; 'গাথামালা'। সম্পাদিত গ্রন্থ 'রসচক্র'(উপন্যাস,১২ জন কথাশিল্পী রচিত); 'অষ্টরম্ভা'। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর কবিশেখরের মৃত্যু হয়। বাংলা হচ্ছে কবিদের দেশ। এই দেশে অধিকাংশ কবিরা জন্মগ্রহণ করে কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ব লোকেরা কবিগুরু বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তিনি সারা বিশ্ব ঘুরে বাংলা কবিতার মাহাত্ম্যকে প্রচার করেছেন। বাংলায় ভাষাকে জনপ্রিয় করে তোলার মূলে ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রথ উপলক্ষ্যে মায়াপুর ইসকনে ৫৬ ভোগের বাহারি আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, মায়াপুর, ১২ জুলাই ঃ রথযাত্রা উপলক্ষ্যে জমজমাট মায়াপুর ইসকন। ইতিমধ্যেই ইসকনের পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরের অস্থায়ী মাসির বাড়ি গুন্ডিচায় ভোগিনী শুভদ্রা ও ভ্রাতা বলভদ্রকে নিয়ে ভক্তদের মাঝে বিরাজ করছেন জগন্নাথদেব। রথযাত্রা থেকে শুরু হয়েছে ৫৬ ভোগের বাহারি আয়োজন। সেই মেনুতে আছে পিৎজা, পাস্তা, চাউমিন, বিরিয়ানির মতো বাহারি পদ। তবে সমস্ত রান্নাই হয় নিরামিষ। এছাড়া আপেল, কাজুর পাশাপাশি বাহারি ফল থাকে জগন্নাথদেবের ভোগে। মিষ্টির রকমফেরও কিন্তু কম নয়। রসগোল্লা, পান্তুয়া, ছানার জিলিপি, সরপুরিয়া, সরভাজার মত মিষ্টি তো থাকছেই, আরও হরেকরকম মিষ্টি হয়, প্রায় সবই থাকছে মেনুতে। ফলে ভোগের নাম যদিও ৫৬ ভোগ হলেও পদের সংখ্যা একশোরও অনেক বেশি। এবছর মায়াপুর ইসকনের পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরে নির্মিত হয়েছে অস্থায়ীভাবে জগন্নাথের মাসির বাড়ি। সুভদ্রা, বলভদ্র ও জগন্নাথদেবকে বসানো হয়েছে গুন্ডিচা মন্দিরের আসনে। আলোকোজ্জ্বল সেই মন্দিরে সকাল থেকে সন্ধ্যা হাজার হাজার ভক্তের ভিড়। জগন্নাথদেবের সেই অপরূপ দৃশ্য দর্শন করতে কার্যত হুড়োহুড়ি অবস্থা ভক্তদের। জগন্নাথদেব ভজন রসিক। তিনি খেতে ভালোবাসেন। ইসকনের অস্থায়ী মাসির বাড়িতে ৫৬ ভোগকে কেন্দ্র করে আটদিন ধরেই রয়েছে বিভিন্ন পদের বিপুল আয়োজন। ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস বলেন, আমাদের এখানে আটটি বড় কিচেন রয়েছে। তার মধ্যে মূল কিচেনে জগন্নাথদেবের জন্য ৫৬ ভোগ রান্না করা হয়। এক-একদিন এক-একজন সেই ভোগ রান্না করছেন। এখানে প্রচুর বিদেশি ভক্ত রয়েছেন। বিভিন্ন দেশের সেই ভক্তরা তাদের ঠাকুরের জন্য যে কিচেন রয়েছে। সেখানে তাদের দেশের খাবার রান্না করে মাটির পাত্র বা হাড়িতে করে জগন্নাথদেবকে ৫৬ ভোগ অর্পণ করেন ভক্তরা। তাতে পিৎজা,পাস্তা, চাউমিন, বিরিয়ানির মত একাধিক বিদেশি খাবারও আছে। তবে তা সম্পূর্ণ শুদ্ধাচারে নিরামিষ। তবু জগন্নাথদেবের ভোগে এই ধরনের বিদেশি খাবার? সেই প্রশ্নের উত্তরে রসিক গৌরাঙ্গ দাস বলেন, জগন্নাথদেব জগতের নাথ। তাই তাকে বিভিন্ন দেশের খাবার নিরামিষভাবে শুদ্ধাচারে রান্না করে দিতে তো কোন প্রশ্ন থাকার কথা নয়। পাশাপাশি তিনি জানান, আগামী সোমবার ১৫ জুলাই অস্থায়ী মাসির বাড়িতে আট দিন অবস্থানের পর উল্টোরথে মায়াপুর ইসকনের অস্থায়ী মাসির বাড়ি গুন্ডিচা থেকে রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে ফিরে যাবেন ভগবান জগন্নাথ দেব।

লরির ধাক্কায় প্রাণ গেল দম্পতির ও টোটো চালকের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১২ জুলাই ঃ মেয়ে অসুস্থ থাকায় বাড়ির পাশের একটি টোটো রিজার্ভ করে রঘুনাথগঞ্জের সাইদাপুরে যাচ্ছিলেন মুর্শিদাবাদের সুতির মহেশাইল পঞ্চায়েতের আলয়ানি গ্রামের দম্পতি। কিন্তু রঘুনাথগঞ্জের উমরপুর পৌঁছানোর আগেই ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে পেছন থেকে লরির ধাক্কায় মুহূর্তেই প্রাণ গেল স্বামী-স্ত্রীর। কিছুক্ষণ বেঁচে থাকলেও প্রাণ হারাতে হয়েছে টোটো চালককেও। শুক্রবার সকালের ঘটনায় কার্যত শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকাজুড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম চন্ডি সরকার (৭৫), পুষ্প সরকার (৭১) এবং নীলচাঁদ হালদার (৪২)। তিনজনেরই বাড়ি সুতি থানার মহেশাইল পঞ্চায়েতের আলয়ানি গ্রামে। পরিবার সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে নিজ বাড়ি থেকে নীলচাঁদ হালদারের টোটো ভাড়া করে রঘুনাথগঞ্জের সাইদাপুর গ্রামে মেয়ের বাড়ি যাচ্ছিলেন তারা। মেয়ের অসুস্থতার খবর এই বৃদ্ধ বয়সে স্বামী - স্ত্রী যাচ্ছিলেন মেয়ে দেখতে। কিন্তু যেন নিয়তির পরিহাস। মুহূর্তেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় স্বামী-স্ত্রীর। গুরুতর জখম অবস্থায় টোটো চালককে উদ্ধার করে প্রথমে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল এবং পরে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়। যদিও চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুপুরেই মৃত্যু হয় ওই টোটো চালকেরও। ফলে রঘুনাথগঞ্জের মঙ্গলজোনে দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিনে। ইতিমধ্যেই দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। অসুস্থ মেয়েকে দেখতে যাবার পথে সকাল সকাল এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘিরে কার্যত শোকের ছায়া নেমে আসে সুতির মহেসাইল পঞ্চায়েতের আলয়ানি গ্রামে।

বাবাকে গলা টিপে খুন, দুই মাস পর রহস্য মৃত্যুর কিনারা আইসির হাত ধরে, পুলিশের জালে ছেলে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ জুলাই ঃ বাবা সারাদিন মদ্যপ অবস্থায় থাকতো। তার প্রতিবাদ করত ছোট ছেলে। তা নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত। সেই রাগেই বাবাকে গলা টিপে খুন করে ছোট ছেলে। দুই মাস পর সেই রহস্য মৃত্যুর কিনারা পুলিশের হাত ধরে। পুলিশের জালে ছোট ছেলে। সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য। চলতি বছরের মে মাসের ১২ তারিখ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত ভালুকা বাজার এলাকার বাসিন্দা হরেশ পাসোয়ানের (৬৮) রহস্য মৃত্যু হয়। বাড়ি থেকেই তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের লোকেরা আশঙ্কা করেন হরেশবাবু আত্মঘাতী হয়েছেন। হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় উনার বড় ছেলে সুমিত পাসোয়ান রহস্য মৃত্যুর একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এই মামলায় তদন্তকারী অফিসারের দায়িত্ব নেন খোদ আইসি মনোজিত সরকার। কিন্তু তদন্ত নেমে কেঁচো খুঁড়তে বের হয় কেউটে। পুলিশ বুঝতে পারেন হরেশবাবু আত্মঘাতী হননি। তাকে গলা টিপে খুন করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরে মৃত্যুর কারণ আরো স্পষ্ট হয়। কিন্তু কে খুন করল? কেনই বা এক বৃদ্ধ কে খুন করা হল? সেই তদন্ত করতে গিয়ে আরো বিস্ফোরক তথ্য উঠে আসে। জানা যায় হরেশবাবু মদ্যপ অবস্থায় থাকতেন। এই নিয়ে ছোট ছেলে বার বার প্রতিবাদ করতো। বাবার সঙ্গে ছেলের ঝগড়া লেগেই থাকতো। সেই রাগেই বাবাকে খুন। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে সঞ্জয় পাসোয়ানকে। পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে পেশ করা হয়েছে চাঁচল মহকুমা আদালতে।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিত সরকার বলেন, তদন্তের কিনারা করতে দুই মাস সময় লেগেছে। উনার ছোট ছেলে মূল অভিযুক্ত। আমরা হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছি।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং এসইআর-কেজিপিডব্লু-ডিপিওএইচ-এজিটিইউ-৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (ডিজেল), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ০১.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টার পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি ০১.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টায় খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** ওইএম দ্বারা এয়ার কম্প্রেশার এবং এয়ার ড্রায়ার (৩-ফেজ এমইএমইউ-এর এজিটিইউ মডেল নং এফটি০০৫২৪৪১-১০৩)-এর আনুপূর্বিক পরীক্ষানিরীক্ষা। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩৩,৫২,৭০৫.৬৮ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৬৭,১০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০১.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা। **টেন্ডারের ধরন ঃ** সিঙ্গল। **ওয়েবসাইট বিবরণ ও বিশদ ঃ www.ireps.gov.in দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে/ কেজিপিডব্লুএস/ মেকানিকাল।** আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। (PR-374)

পেনশন নীতি ফিরিয়ে আনার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন মজদুর ইউনিয়নের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই ঃ ২০২৪ থেকে বাতিল কেন্দ্রীয় সরকারের পুরোনো পেনশন নীতি। সেই নীতিকে ফিরিয়ে আনার দাবিতে ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে চলছে বিক্ষোভ। ঠিক তেমনি শুক্রবার শিলিগুড়ির এডিআরএম অফিসের সামনে বিক্ষোভে সরব হয় এন.এফ.রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়নের শিলিগুড়ি শাখা। মূলতঃ এদিন তাদের দাবি দ্রুত পুরোনো পেনশন নীতি ফিরিয়ে আনতে হবে। তাই এই দাবিকেই সামনে রেখে সারা দেশ ব্যাপী এদিন বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও বিক্ষোভ সমাবেশ করে এন.এফ.রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়ন। এছাড়াও তারা জানান আজকের দিনকে মূলত বিক্ষোভের জন্য বেঁচে নেওয়া হয়েছে কারণ ১৯৬০ সালে ১১ জুলাই একাধিক দাবিতে রেলের কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ গুলি চালায় এবং তাতে গুলি লাগে অনেকের। ১২ জুলাই তাদের মধ্যে অনেকেই শহীদ হন। যে কারণে আজ ১২ জুলাই দেশব্যাপী এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে সেই শহীদের স্মরণে।

Office of the
Beharia Gram Panchayat
Beharia:Hariharpara:Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
NO:-03/BGP/2024-2025

For and on behalf of the Prodhan, Beharia Gram Panchayat invites sealed percentage Rate Tenders for following work: Water Treatment Plant at Beharia High School. Tender Documents Submission Up-to - **26/07/2024, at 14:00 hours**. Technical Bid Opening –**29/07/2024 at 14:00 hours**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Beharia Gram Panchayat

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice
Memo No-1153/WS/SD Dated-12/07/2024

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. WBMAD/C/HCM/WS/NIT8/7e/24 and Tender Id No-2024_MAD_712715_1 to 3 for Sinking of 200 x 300mm dia tube well by Rig boring system in Ward no-26, 13 & 30 under this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: 08/08/2024 at 11:00 hrs. For more details and bidding online please visit website- https://wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIQ e-589/ 2024-25	29/07/2024 up to 5.00 PM

For details please see at the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman, Habra Municipality

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 528/EO/JLD-II, Dated: 12/07/2024
Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: NIeT No.-02(e)/EO/JLD- II/2024-25 (dt. 09.07.2024) within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission has been extended to 23.07.2024 up to 06-00 pm respectively. Details may be obtained from website: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

ফর্ম নং ইউআরসি-২

নিবন্ধন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রদান বিজ্ঞাপন আইনের XXI অধ্যায়ের প্রথম অংশের অধীনে কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) অনুসারে,২০১৩ এবং কোম্পানিগুলির বিধি ৪(১) (অনুমোদিত নিবন্ধন করতে) নিয়ম, ২০১৪

১. নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৬৬-এর উপধারা (২) অনুসারে, এর পনের দিন পরে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পশ্চিমের রেজিস্ট্রারের কাছে বাংলা যে রানে ক্যাপিটাল সার্ভিসেস এলএলপি নামে একটি এলএলপি , একটি ব্যবসায়িক সত্তা কোম্পানি আইন ২০১৩-এর অধ্যায় XXI এর অংশ, এর অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে।

২. কোম্পানির প্রধান বিষয়গুলি নিম্নরূপঃ- কর, বীমা, মিউচুয়াল ফান্ড এবং স্টক এক্সচেঞ্জ সহ আর্থিক সম্পর্কিত পরামর্শের ব্যবসা।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং অ্যাসোসিয়েশনের নিবন্ধগুলির একটি অনুলিপি ১৭ নং, লোয়ার রেঞ্জ, ফ্ল্যাট নং ৮২, ৮ম তলা, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৭-এ অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার(সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়াস(আইআইসিএ), প্লট নং ৬,৭, ৮, সেক্টর ৫-এর নিবন্ধকের কাছে আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ জানাতে পারেন।

সাক্ষর /-
নেহা মোদি ঃ মনোনীত অংশীদার
ডিপিআই এনঃ০৬৪৭৪৬৬৭ ঠিকানাঃ ৩য় তলা ই ৫১৮ গ্রেটার কৈলাশ ২, জেএমডি কোহিনূর মল-র বিপরীতে, গ্রেটার কৈলাশ ২ সাইথ দিল্লি-১১০০৪৮

সাক্ষর /-
রৌনক খান্ডেলওয়ালঃ মনোনীত অংশীদার
ডিপিআই এনঃ০৬৪৭৪৬৬৪ ঠিকানাঃ ৩য় তলা ই ৫১৮ গ্রেটার কৈলাশ ২, জেএমডি কোহিনূর মল-র বিপরীতে, গ্রেটার কৈলাশ ২ সাইথ দিল্লি-১১০০৪৮, স্থান দিল্লি, তারিখ- ১৩।০৭।২০২৪

OFFICE OF THE DUNDAR GRAM PANCHAYAT
(UNDER RAIPUR PANCHAYAT SAMITY)
BIRUDI HALUDKANALI BANKURA
TENDER NOTICE
E-NIT Memo no-375/DGP, 376/DGP, 377/DGP dt 04/07/24
NIT MEMO NO-378/DGP dt-04/07/24

Pradhan Dundar GP invited Tenders from experiencned bidders for execution of total 20 Nos works under 15 th fc (24-25). For more details vist **https://wbtenders.gov.in and Office of the Dundar GP**

Pradhan
Dundar Gram Panchayat

Government of West Bengal
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
SNIT No.:- WBIVW/EE/MED/ SNIT-05/2024-25 [Sl. No.-1 to 4]

Short Tenders notice are hereby invited by the Executive Engineer, Mahananda Embankment Division from the eligible & resourceful Contractors having requisite similar nature credential for execution of 4 (Four) Nos. work. Last date & time of application for Tender Form on 16.07.204 up to 13.00 Hours. Details may be seen at the website: **www.w biwd.gov.in**

Sd/
Executive Engineer
Mahananda Embankment Division
Green Park, Malda

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৭২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ ঃ ১০-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং.ঃ ২৩-এপি-।।-২০২৪। কাজের নাম ঃ** নিউ কোচবিহার -নিউ বঙাইগাঁও জং. (আপ এবং ডাউন)-টিএসআর (পি)-৪৮.৪০০ টিকেএম। টেন্ডার মূল্যঃ ১৭,৭৩,৬০,৯৫০.৪৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ১০,৩৬,৮০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০১-০৮-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ০১-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল মোমেনা বিবি, স্বামী- মজিবার রহমান, সাকিন- পাঁচুড় মোল্লা পাড়া, থানা- রবীন্দ্রনগর, কোলকাতা- ৭০০০৬৬। প্রকাশ থাকে যে, ১) কান্তি লাল ভৌমিক, ২) মৃণাল ভৌমিক, ৩) অসীম ভৌমিক, ৪) শিখা সিনহা, ৫) রিনা সোম, তারা একত্রে ১৩।০৭।২০১১ তারিখ ডি.এস.আর, ২ রেজিস্ট্রী অফিসে ৬১৩ / ২০১১ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে তাদের নিযুক্তীয় আমমোক্তার সিদ্ধার্থ চন্দ, পিতা- তরুন কান্তি চন্দ হইতে নিকট হইতে ২৫।০৫।২০১২ তারিখে ডি.এস.আর ২ রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৫৭৯৮ / ২০১২ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে পাঁচুড় মৌজাস্থিত এল. আর ৩১১৬ নং খতিয়ানে এল. আর. ৬৩৯ নং দাগে কমবেশী ১২ ছটাক জমি খরিদ করিয়া ভোগদখল করিতেছে। উক্ত জমি মিউটেশন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও বেহালা টি. এম. ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছে তাহা সকলকে অবগত করাইলাম।

সহিদুল হক
আইনজীবী আলিপুর পুলিশ কোর্ট,
কোলকাতা- ২৭

Office of the
Beharia Gram Panchayat
Beharia:Hariharpara:Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
NO:-01/BGP/2024-2025

For and on behalf of the Prodhan, Beharia Gram Panchayat invites sealed percentage Rate Tenders for following work: Construction of Drain and Toilet at 6(Six) different places. Tender Documents Submission Up-to - **17/07/2024, at 14:00 hours**. Technical Bid Opening –**19/07/2024 at 14:00 hours**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Beharia Gram Panchayat

Office of the
Beharia Gram Panchayat
Beharia:Hariharpara:Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
NO:-02/BGP/2024-2025

For and on behalf of the Prodhan, Beharia Gram Panchayat invites sealed percentage Rate Tenders for following work: CC Road from the house of Sherful Sk to House of Lifaj at Gobindapur. Tender Documents Submission Up-to - **17/07/2024, at 14:00 hours**. Technical Bid Opening –**19/07/2024 at 14:00 hours**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Beharia Gram Panchayat

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.-EE/MID/SNIT-05/ 2024-25

The Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application 16/07/2024 & Time up to 12.00 PM. Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site http://www.wbiwd.gov.in

Sd/- Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

Office of the
INDPUR GRAM PANCHAYAT
Indpur :: Bankura
Notice Inviting e-Tender E-NIT NO. 03/15th F.C/2024-25, Dated-10/07/2024
Notice Inviting e-Tender E-NIT NO. 04/15th F.C/2024-25, Dated-10/07/2024

Pradhan, Indpur Gram Panchayat invites percentage rate e-Tenders for the total 19 (Ninteen) Nos. similar works at different places. Last date of submission of Bid 18/07/2024(20/07/2024 for NIeT-04) up to 5.55 PM. Technical Bid opening date: 22/07/2024(23/07/2024 for NIeT-04) at 12:00 P.M. All information is available www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Indpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE ONDA 1 GRAM PANCHAYAT
ONDA, BANKURA

Tender is invited by the undersigned for the following works under NITs & NIeT given below:

NIT/NIeT No.	Nature of Work	Date of publish	No. of works	Last Date of Submission of BID	Opening of Technical Bid
NIeT-08/CFC-BG/2023-24	Concrete Road and Drain	12-07-2024	3	20-07-2024 up to 5:30 P.M.	22-07-2024
NIeT-09/CFC-BG/2023-24	Submersible	12-07-2024	2	20-07-2024 up to 5:30 P.M.	22-07-2024
NIeT-10/CFC-BG/2023-24	Solar High Mast Light and Solar Submersible	12-07-2024	4	20-07-2024 up to 5:30 P.M.	22-07-2024
NIT-11/CFC-BG/2023-24	Road	11-07-2024	1	18-07-2024 up to 5:00 P.M.	19-07-2024
NIT-02/CFC-BG/2023-24 (2 nd Call)	Construction of Toilet	11-07-2024	1	18-07-2024 up to 5:00 P.M.	19-07-2024
NIT-04/CFC-BG/2023-24 (2 nd Call)	Office Main Gate	11-07-2024	1	18-07-2024 up to 5:00 P.M.	19-07-2024

For details please visit website wbtenders.gov.in or office of the undersigned.

Sd/- **Pradhan**
Onda 1 G.P

Office of The Shyamsundarpur Gram Panchayat
(under Raipur P.S)
Dudhya*Barikul*Bankura
NOTICE INVITING e-TENDER
No-03, 04/15 th CFC/2023-24, Dt.-12/07/2024 (15 No. Work)

Tenders are invited by the Pradhan, Shyamsundarpur Gram Panchayat. For details contact office of the undersigned or visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Shyamsundarpur Gram Panchayat

salini saudi arabia
REQUIRED FOR SAUDI ARABIA
FREE RECRUITMENT SHORTLISTING IN PROGRESS
INTERVIEW AT KOLKATA ON 14th & 15th JULY
➢ SHUTTERING CARPENTERS
➢ SHUTTERING FOREMEN / CHARGEHANDS
➢ STEEL FIXERS ➢ MASONS
➢ STEEL FIXER FOREMEN / CHARGEHANDS
➢ MASON FOREMEN / CHARGEHANDS.
preference would be given to GCC experienced candidates.
Free Food + Accom. + Transport + OT etc. are provided by the co.
Meridian Placement Services Pvt. Ltd. An ISO 9001:2015 Certi. Company
Please email your profile & contact for more details.
E-mail : mpsjob@gmail.com
1st Floor, Chickcity Building, MG Road, Thrissur - 04
Contact - 7045125512
REGN NO. B-0308/KER/COM/1000+/5/7548/06

OFFICE OF THE
DAHAPARA GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK
PIRTALA, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: dahaparagp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT)** No: 06/DGP/15th FC/2024-25 Dated: 11.07.2024 . The last date for online submission of tenderis 23-07-2024 up to 11:00 Hours. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Mira Roy
(Prodhan, Dahapara GP)

কাটিহারে যাত্রী টিকিট সুবিধা কেন্দ্র নিযুক্তির জন্যে লাইসেন্স প্রদান

টেণ্ডার সংখ্যা. সি-১৫০-কে-ওয়াইটিএসকে-এপ্লিকেশন। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলের অন্তর্গত কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, কিশনগঞ্জ, শিলিগুড়ি জংশন, রায়গঞ্জ, আরারিয়া, পূর্ণিয়া, যোগবানী, আলুয়াবাড়ি রোড, বারসোই, ডালখোলা, ফরবেসগঞ্জ, সামসি, বালুরঘাট, জলপাইগুড়ি, লাভা স্টেশন/স্থানে যাত্রী টিকিট সুবিধা কেন্দ্র (ওয়াইটিএসকে) নিযুক্তির জন্যে লাইসেন্স প্রদানের হেতু আবেদন পত্রের আমন্ত্রণ (রেলওয়ে স্টেশন পরিসরের বাইরে যথোপযুক্ত পরিকাঠামো সজ্জিতকরণ করে)। **বিজ্ঞপিত রাশিঃ** ১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২০,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৫-০৮-২০২৪ তারিখের ১২.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

আমার মোক্কেল শ্রী নেহাল চন্দ্র মাহাত পিতা- নন্দলাল মাহাত গ্রাম + পোষ্ট-কুমীর, থানা- পটমদা (কমলপুর), জেলা-পূর্ব সিংভূম, ঝাড়খন্ড, বিগত ইং ৩০.০৬.২০২৩ তারিখে সুমিত্রা মাহাত পুরুলিয়া ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3370 নং আমমোক্তারনমা দলিল মূলে শ্রী অনিমেষ মাহাত দীং মহোদয়গন পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত পুরুলিয়া (মফঃ) থানার অধীন জে.এল. নং-২৮৪, বর্তমানে ৩০৫ ভুক্ত মৌজা কেতিকা মধ্যে এল.আর. ২৫২ প্লটের অংশভুক্ত জমিনের খতিয়ান নং ১৯৮০, উক্ত অনিমেষ মাহাত দীং ক্ষমতাপ্রপ্ত হইয়া গত ইং-১৪.০৩.২০২৪ তারিখে ১৩০৪ নং দলিল অর্থাৎ আমার মক্কেলকে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি কাহারো আইনানুগ কোনরুপ আপত্তি বা অধিকার থাকালে আগামী সাত (৭) দিনের মধ্যে বি.এল. এবং এল.আর.ও পুরুলিয়া-১ অফিসে অথবা অত্র মোবাইল নং-৮৯১৮১৩০৬৯৮ নম্বরে যোগাযোগ করিয়া দলিল দস্তাবেজ দর্শাইয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন।

স্বাক্ষর
বিজয় রঞ্জন কুমার
জেলা, জজ কোর্ট, পুরুলিয়া
অ্যাডভোকেট

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- WB/HOW/ BJPS/NIT- 03/2024-25
(Memo No: 446 /Panch , Dated: 12/07/2024)

Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of four (04) nos. work in different above mentioned NIT, within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in https://wbtenders.gov.in & https:// etender.wb.nic.in and Office Notice Board.

Sd/
Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

Office of The Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- **WB/HWH/UNPUR/NIET-05/EO/24-25 Dt. 12/07/2024** for 02 nos. scheme **Tender ID-2024_ZPHD_712744_1 to 2024_ZPHD_712744_2** within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

Dhuliyan Municipality
P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad
Notice Inviting E-Quotation
Ref: 02/WTP/2024-25

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-quotation from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Bid submission: 03.08.2024 up to 5.00 PM. For further details please visit WB Tenders.Gov.in & Dhuliyan Municipality website www.dhuliyanmunicipality.org

Sd/- Chairman
Dhuliyan Municipality

BANKRA III NO. GRAM PANCHAYAT
VILL. & PO.-BANKRA, P.S.-DOMJUR, DIST: HOWRAH
Memo No-72/Bankra-III G.P., Dt.-09.07.2024
Tender Ref. No. WBHZP/PRA/BAN-3/NIT-1/2024-25

For and on behalf of the Bankra-III Gram Panchayet. Pradhan of Bankra-III G.P. invites percentage rate tender through E-tendering for various scheme at Bankra-III G.P. Howrah Dist. Bid submission start date-11/07/24. Bid submission end date- 20/7/24. Technical bid opening date-22/7/24. For details visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Bankra III Gram Panchayet

Office of The Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-04/EO/24-25 Dt. 11/07/2024 for 04 nos. scheme **(Tender ID-2024_ZPHD_712461_1 to 2024_ZPHD_712461_4) & E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-05/EO/24-25 Dt. 12/07/2024** for 02 nos. scheme **(Tender ID-2024_ZPHD_712744_1 to 2024_ZPHD_712744_2)** within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Water Supply) / BPS, KMC** invites e-tender online quotation two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/BBPS/24-25/11/1st Call
Name of the work : **Dewatering and illumination for valve operation and air release valve installation at Behala Park;** Estimated Cost : ₹ **1,86,239.00;** Earnest Money : ₹ **4,000.00.**

(2) NIT No. : KMC/WS/BBPS/24-25/12/1st Call
Name of the work : **Supply and delivery of gear box suitable for 900mm diameter butterfly valve at Behala BPS;** Estimated Cost : ₹ **1,31,385.00;** Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **03 days (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date of submission of bid : **23.07.2024 - 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; Tender will be opened on : **25.07.2024 - 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **12.07.2024 - 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Dy. C.E. (C) (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/DYCE/P_S/I/03/05/23-24R1 (2nd Call)
Name of work : **Repairing painting of Garden "Dharma Rath" at Raja Manindra Road and Garden "Clock Tower" at Patipukur in Ward No. 03, Br.-I;** Estimated Cost : ₹ **2,95,924.51;** Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid : **22.07.2024 - 1 pm**; The bid forms and other details shall be available on and from **13.07.2024 (10 am)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. C.E. (SWM-I), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/CSM/SH/05/23-24
Name of work : **Shutter repairing works of compactor stations at Br.-II & III under SWM-I Department;** Estimate Amount : ₹ **2,86,471.00;** Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

(2) NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/R/07/24-25
Name of work : **Restoration of damaged road to wards 10 No. Dag Dumpsite for smooth movement of waste carrying vehicles at Dhapa Dumping Ground;** Estimate Amount : ₹ **2,87,527.00;** Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

(3) NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/R/08/24-25
Name of work : **Repairing of Rugged Road towards 25 No. Dag Dumpsite to facilitate smooth flow of waste carrying vehicles at Dhapa Dumping Ground;** Estimate Amount : ₹ **2,87,677.00;** Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

(4) NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/D/07/23-24
Name of work : **Repairing of high drain near Makaltala Village at Dhapa Dumping Ground;** Estimate Amount : ₹ **2,89,493.00;** Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

(5) NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/BOHD/2024-2025
Name of work : **Construction of shed for storing battery operated hydraulic dumper (BOHD) at Dhapa Check Post under SWM-I Department;** Estimate Amount : ₹ **4,62,974.00;** Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

(6) NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/STORE/2024-2025
Name of work : **Construction of store room for storing conservancy articles, weigh bridge equipments of Dhapa Check Post under SWM-I Department;** Estimate Amount : ₹ **4,65,004.00;** Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

(7) NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/M/01/24-25
Name of work : **Repairing of damaged shed of dozer shed at Dhapa Dumping Ground;** Estimate Amount : ₹ **4,11,502.00;** Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

(8) NIT No. : KMC/SWM-I/C-II/M/03/XI/113/24-25
Name of work : **Repairing of temporary MSW storage point at Khejurtala in Ward No. 113 under Br.-XI;** Estimate Amount : ₹ **1,02,116.00;** Earnest Money : ₹ **2,500.00**.

(9) NIT No. : KMC/SWM-I/C-II/M/04/XII/102/24-25
Name of work : **Repairing floor, wall of temporary MSW storage point at Kamarpara in Ward No. 102 under Br.-XII;** Estimate Amount : ₹ **1,30,410.00;** Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **60 days (For Sl. No. 1), 21 days (For Sl. No. 2 to 4), 30 days (For Sl. No. 5 & 6), 20 days (For Sl. No. 7 to 9)**; Price of tender : **Nil (For Sl. No. 1 to 9)**; Bid submission start (Online) date : **18.07.2024 - 1 pm (For Sl. No. 1 to 9)**; Last date and time of bid submission (Online) : **24.07.2024 - 1 pm (For Sl. No. 1 to 9)**; The bid forms and other details are available on and from **13.07.2024 (1 pm) (For Sl. No. 1 to 9)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 9)**.

The **Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC** invites online percentage rate e-tender in two bid system for following work :

NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/027/2024-2025 Dated 12.07.2024
Name of the work : **Installation of chimney for AAS and making separate space for Acetylene, Nitrous Oxide and Nitrogen Gas Cylinder at outside premises of Central Laboratory;** Estimated Cost : ₹ **1,48,192.00 (Including GST & LWC);** Earnest Money : ₹ **3,000.00;** Period of completion : **10 days**; Last date and time of submission of bid : **24.07.2024 at 11 am**; The bid forms and other details are available on and from **16.07.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Roads, Mechanical), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :

NIT No. : KMC/ASPH/TRKPALMER-001/2024-25 (1st Call)
Name of work : **Improvement of bye lane from 172/A A.J.C. Bose Road to 44 Beniapukur Lane in Ward No. 060, Br.-VI under Roads Mechanical Department;** Estimated Cost : ₹ **4,96,858.54;** Earnest Money : ₹ **10,000.00;** Period of completion : **15 days**; Last date and time of submission of bid : **26.07.2024 at 5 pm**; The bid forms and other details are available on and from **18.07.2024 (5 pm)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer, WS/ (ARSM SQ. BPS), KMC** invites e-tender online in two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/ARSM/12/2024-25
Name of the work : **Restoration of leakage of NRV by MS jacketing on the delivery side of pump No. 1 at Auckland SQ. BPS;** Estimated Amount: ₹ **2,12,535.00;** Earnest Money : ₹ **4,300.00;** Period of completion : **4 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/ARSM/13/2024-25
Name of the work : **Upgradation of illumination system and replacement of electrical accessories at Kasba BPS;** Estimated Amount: ₹ **2,96,929.00;** Earnest Money : ₹ **6,000.00;** Period of completion : **12 days**; Last date and time of submission of bid : **22.07.2024 upto 3 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; For detail information please visit website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/West/W70/BL/T-01/24-25
Name of work : **2" dia (50mm) new filter water bulk meter connection at Sindu Apartment Complex, 25A, Sarat Bose Road, Kolkata-700020;** Estimated Amount: ₹ **1,86,771.00;** Earnest Money : ₹ **3,800.00;** Period of completion : **07 days**; Last date of receipt/opening of tender (Online) : **22.07.2024 upto 1 pm / 24.07.2024 at 1.30 pm.**

(2) NIT No. : KMC/WS/West/MAINS/T-05/24-25
Name of work : **Strengthening of existing 250mm dia reserve main by M.S. Jacketing on Bhukailash Road near Bagkuti More under Br.-IX;** Estimated Amount: ₹ **1,89,810.00;** Earnest Money : ₹ **3,800.00;** Period of completion : **08 days**; Last date of receipt/opening of tender (Online) : **24.07.2024 upto 1 pm / 26.07.2024 at 1.30 pm**; The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in, https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).** 218/24-25

চাষবাস

ব্যালকনিতেই করুন সবজি চাষ

বাড়ির উঠোনে ছোট্ট সবজি বাগান তৈরির কথা ভাবছেন কি

জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। চারিদিকে বহুতলের জঙ্গল। কৃষি জমি হারিয়ে যাচ্ছে। পুকুর, ডোবা সব হারিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির উঠোনে ছোট্ট সবজি বাগান তৈরির কথা শহরে জীবনে কল্পনাই করা যায় না। তবে এক টুকরো জমি না থাকলেও বহুতলের ব্যালকনিতেই করা যায় জমিহীন চাষ। এখানে চাষ করতে জমি, লাঙল, বলদ, ট্রাক্টর কিছুই লাগে না। বারান্দায় টবেই চাষবাস করা যায়। ফলানো যাবে টাটকা শাকসবজি। সেই সবজি নিজে খেয়ে, অন্যকে খাইয়েও তৃপ্তি মিলবে। দেশের ২০২২ সালে লোকসংখ্যা ছিল ১৪১-৭২ কোটি। ৫০৮৩ কোটি মানুষের পৌর এলাকায় বাস। ২০২১ সালের লোক সংখ্যা ৪৮.৮১ কোটি। এক বছরেই লোক সংখ্যা বেড়েছে ২.০২ কোটি। প্রতি বছর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। গ্রাম থেকে লোক স্থায়ীভাবে আসার ফলে, শহর বা গ্রামের জমি কমছে। বহুতলের চারিদিকে বহুতলের বাড়িতে ছেয়ে গেছে। চাষের জমি, বাগান, ডোবা, পুকুর সব হারিয়ে যাচ্ছে। তাই এলাকায় টাটকা শাক, সবজির অভাব। এটি অভাব দূর করতে ফ্লাট বাড়ির ব্যালকনিতে চাষবাস করা যেতেই পারে। ব্যালকনিতে চাষবাস একান্তই দরকার। কারণ, শহর বা শহরতলিতে লোকসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধিতে চাষের জমি, বাগান, ক্ষেত সব হারিয়ে গেছে। ফলে, টাটকা শাক-সবজিতে টান পাচ্ছে। ব্যালকনিতে চাষ হলে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে। ফসল নির্বাচন ঋতু অনুসারে করতে হবে। লতাজাতীয় সবজি হলে ভাল হয়, যথা- উচ্ছে, কুমড়ো, লাউ, মটরশুঁটি, প্রভৃতি। এই সড লতা আঁকশির সাহায্যে বারান্দার গ্রীলের রেলিং, টাঙানো দড়ি বা তার বেয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে ফল দেয়। টবে টম্যাটো, ধনে পাতা, লঙ্কা, গাজর, বীট, মুলো, সীম, বেগুন, পেয়ারা, কামরাঙা প্রভৃতি ফলানো যায়। ঝুলন্ত ব্যাগে মাশরুম আদার চাষ হয়। এটি গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণমুখী ব্যালকনি এক নম্বর পছন্দ, এই দিকে সূর্যের আলো দীর্ঘক্ষণ থাকে। পূর্ব দিক দ্বিতীয় পছন্দ। তৃতীয় পছন্দ পশ্চিমদিক। টব বড় হলে, মাটির পরিমাণ বাড়ে। গাছও বেশি খাবার পায়। একটি টবে, একটি গাছ হলে, ফলন বেশি হয়। টব রঙীন, নকশাদার হলে, দেখতে আকর্ষণীয় হয়। ফ্ল্যাটের সৌন্দর্য বাড়ে। টবে গাছ লাগাতে হলে, টবের তলদেশে একটি ছোট ফুটো রাখতে হবে, অতিরিক্ত জল নিকাশির জন্য। ছোট চায়ের ভাঁড়ের টুকরো দিয়ে ওই গর্ত ঢেকে প্রথমে শুকনো পাতা, তার পর মাটি দিয়ে টব ভরতে হবে টবের মাটি হবে, ঝুরঝুরে এঁটেলো বেলে দোয়াঁশ। গুঁড়ো এই মাটির সাথে পরিমাণ মতো পচানো গোবর সার, কম্পোস্ট সার, পচানো সরিষার খইল, সুপার ফসফেট, পটাশ, হাড়ের গুঁড়ো, অনুখাদ্য মিশিয়ে পরিমাণ মতো টবের মাটিতে দেওয়া হয়। টবের মাটিতে বীজ বা চারা লাগাবার পর প্রয়োজন মতো জল ছিটিয়ে দিতে হবে। রাত্রিতে বা বিকালে জল না দেওয়াই ভালো। কম্পোস্ট সার তৈরি করতে হলে একটি পলিথিনের ড্রাম গামলার আয়তনের ১০ শতাংশের সমান অংশের ঝুরঝুরে এঁটেলো বেলে দোয়াঁশ মাটি, ওই গামলার তলদেশে রাখতে হবে। তার উপর রান্নাঘরের প্রতিদিনের বর্জ্য পদার্থ, সবজির খোসা, ফলের খোসা, ভাতের ফ্যান, মাছের আঁশ, ব্যবহৃত চায়ের পাতা, প্রভৃতি ফেলতে হবে। এই আবর্জনার ভিতর ৫-৬টি বা জাতের ভড়ো কেঁচো ছেড়ে দিয়ে, অল্প জল ছিটিয়ে কালো পলিথিনের চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে হয়, যাতে দুর্গন্ধ না ছড়ায়। ৩-৪ মাসের ভিতর বাদামী কালো কম্পোস্ট সার তৈরি হবে।

উপকারিতা- ১) অর্থনৈতিক ঃ ঘরে বসেই রাসায়নিক কেমিক্যাল বর্জিত টাটকা শাক, সবজি, ফল পাওয়া যায়। বিনামূল্যেই। কষ্টে করে বাজারে যেতে হয় না। ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়ে।

২) পরিবেশ ঃ ফ্ল্যাটের বায়ু দূষণ, গরম কমে যায়। এখানে পাখিও আসতে পারে। দূষণ মুক্ত পরিবেশে আপনি ও ভবিষ্য প্রজন্ম বাঁচতে পারবেন।

৩) মানসিক স্বাস্থ্য ঃ প্রতিদিন সকালে এক ঘণ্টা গাছের সত্র করলে রক্তচাপ, সুগার, টেনসান কমে যায়। মানসিক শান্তি বাড়ে, স্বাস্থ্য ভাল হয়। আয়ুও বাড়ে।

৪) চাষের জমির অভাব ঃ ব্যালকনিতে চাষ করলে, চাষের জমির অভাব অনেকটাই ঘুচবে।

৫) ব্যালকনি চাষের প্রচার ঃ পৃথিবীর বড় বড় শহরে ব্যালকনি চাষের প্রসার ব্যাপক হারে বাড়ছে।

৬) জিরো ফার্মিং ঃ ব্যালকনি চাষ, জমিহীন চাষ। এই চাষ করলে সবাই উপকৃত হবে।

প্রধানমন্ত্রী মুম্বাইয়ে ইন্ডিয়ান নিউজপেপার সোসাইটি (আইএনএস) টাওয়ারেরও উদ্বোধন করবেন

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ১৩ই জুলাই, ২০২৪-এ মুম্বাই, মহারাষ্ট্রে যাবেন। বিকেল ৫,৩০ টায়, প্রধানমন্ত্রী নেসকো প্রদর্শনী কেন্দ্র, গোরেগাঁও, মুম্বাইতে পৌঁছাবেন, যেখানে তিনি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন ২৯,৪০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সড়ক, রেলপথ এবং বন্দর সেক্টরের সাথে সম্পর্কিত একাধিক প্রকল্প। এর পরে, সন্ধ্যা ৭ টার দিকে, প্রধানমন্ত্রী আইএনএস টাওয়ারের উদ্বোধন করতে মুম্বাইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সের জি-ব্লক-এ ইন্ডিয়ান নিউজপেপার সোসাইটি (আইএনএস) সচিবালয়ও পরিদর্শন করবেন। ১৬,৬০০ কোটি টাকার থানে বোরিভালি টানেল প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। থানে এবং বোরিভালি সারিবদ্ধকরণের মধ্যে এই টুইন টিউব টানেলটি সঞ্জয় গান্ধী জাতীয় উদ্যানের নিচ দিয়ে যাবে যা বোরিভালি পাশের ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে এবং থানের পাশের থানে ঘোডবান্ডার রোডের মধ্যে সরাসরি সংযোগ তৈরি করবে। প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য ১১.৮ কিলোমিটার। এটি থানে থেকে বোরিভালি যাতায়াত ১২ কিলোমিটার কমিয়ে দেবে এবং ভ্রমণের সময় প্রায় ১ ঘন্টা সাশ্রয় করবে। ৬৩০০ কোটি টাকার গোরেগাঁও মুলুন্ড লিংক রোড প্রকল্পে টানেলের কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। গোরেগাঁওয়ের ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে থেকে মুলুন্ডের ইস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগের পরিকল্পনা করে। জিএমএলআর -র মোট দৈর্ঘ্য আনুমানিক ৬.৬৫ কিলোমিটার এবং এটি পশ্চিম শহরতলির জন্য নতুন প্রস্তাবিত বিমানবন্দর এবং পুনে মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ের সাথে সরাসরি সংযোগ প্রদান করবে। প্রধানমন্ত্রী নভি মুম্বাইয়ের তুর্ভেতে কল্যাণ হয়ার্ড রিমডেলিং এবং গতি শক্তি মাল্টি মডেল কার্গো টার্মিনালের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করবেন। কল্যাণ হয়ার্ড দীর্ঘ দূরত্ব এবং শহরতলির যানবাহনের পৃথকীকরণে সাহায্য করবে। পুনর্নির্মাণটি আরও ট্রেন পরিচালনার জন্য ইয়ার্ডের ক্ষমতা বাড়াবে, যানজট হ্রাস করবে এবং ট্রেন পরিচালনার দক্ষতা উন্নত করবে। নাভি মুম্বাইয়ের গতি শক্তি মাল্টিমোডাল কার্গো টার্মিনালটি ৩২৬০০ বর্গ মিটারের বেশি এলাকায় নির্মিত হবে। এটি স্থানীয় লোকেদের অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ দেবে এবং সিমেন্ট ও অন্যান্য পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের জন্য একটি অতিরিক্ত টার্মিনাল হিসাবে পূরণ করবে। প্রধানমন্ত্রী লোকমান্য তিলক টার্মিনাসে নতুন প্ল্যাটফর্ম এবং প্ল্যাটফর্ম নং-এর সম্প্রসারণ জাতিকে উৎসর্গ করবেন। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস স্টেশনে ১০ এবং ১১। লোকমান্য তিলক টার্মিনাসের নতুন দীর্ঘ প্ল্যাটফর্মগুলি দীর্ঘ ট্রেনগুলিকে মিটমাট করতে পারে, যা প্রতি ট্রেনে আরও যাত্রীদের অনুমতি দেয় এবং বর্ধিত ট্র্যাফিক পরিচালনা করার জন্য স্টেশনের ক্ষমতা উন্নত করে। প্ল্যাটফর্ম নং ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস স্টেশনে ১০ এবং ১১ একটি কভার শেড এবং ধোয়া যায় এমন এপ্রোন সহ ৩৮২ মিটার প্রসারিত করা হয়েছে। এটি ২৪টি কোচ পর্যন্ত ট্রেনের পরিবর্ধনে সাহায্য করবে এইভাবে যাত্রী বহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৫৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ের মুখ্যমন্ত্রী যুব কর্ম শিক্ষা যোজনাও চালু করবেন। এটি একটি রূপান্তরমূলক ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম যার লক্ষ্য ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিল্পের এক্সপোজারের সুযোগ প্রদান করে যুব বেকারত্ব মোকাবেলা করা। প্রধানমন্ত্রী আইএনএস টাওয়ারের উদ্বোধন করতে মুম্বাইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সে ইন্ডিয়ান নিউজপেপার সোসাইটি (আইএনএস) সচিবালয়ও পরিদর্শন করবেন। নতুন ভবনটি মুম্বাইতে একটি আধুনিক এবং দক্ষ অফিস স্থানের জন্য আইএনএস সদস্যদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করবে, যা মুম্বাইতে সংবাদপত্র শিল্পের স্নায়ু কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

সিকিমের সিংথামে ধসে চাপা পড়েছে যাত্রীবাহী গাড়ি

গ্যাংটক, ১২ জুলাই ঃ বৃহস্পতিবার রাত থেকে ব্যাপক বৃষ্টি শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গের পাহা। এবং সমতল এলাকায়। ভারী বৃষ্টি এবং ধসের জেরে বিপর্যস্ত উত্তর সিকিম। গত কয়েকদিনের ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জেরে বিভিন্ন জায়গায় ধস নামছে। ধসের শিকার হয়েছে একটি যাত্রীবাহী গাড়ি। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক আরোহীর। আহত বেশ কয়েকজন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর সিকিমের সিংথামে একটি যাত্রীবাহী গাড়ি ধসে চাপা পড়ে। গাড়িটি লিঙি থেকে সিংথামের দিকে আসছিল। মাখা সিংবেলের কাছে পাহাড় থেকে হুড়মুড়িয়ে রাস্তার উপরে ধস নামে। সেই সময় বিশাল একটি পাথর গাড়িটির উপর এসে পড়ে। ফলে গাড়ির একাংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। গাড়িতে থাকা এক মহিলার মৃত্যু হয়। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরেই সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় ধস নেমেছে। আর এই

ধসের জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে সিকিমে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। গোটা পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। আলাগড় রোড হয়ে গোস-খান-লাইন দিয়ে বিকল্প যে রাস্তা রয়েছে, মেরামতির কারণে সেটিও বন্ধ। ফলে সমস্যা আরও বেড়েছে। যদিও গ্যাংটক থেকে শিলিগুড়ির যোগাযোগের জন্য তিস্তাবাজার-দার্জিলিং রোড খোলা রয়েছে।

জলাবদ্ধতার কারণে ব্যাহত হল ট্রেন পরিষেবা

গোরখপুর, ১২ জুলাই ঃ গত দিনে উত্তরাখণ্ড এবং তরাই অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে, লালকুয়ান-কাঠগোদাম রেলওয়ে সেকশনের লালকুয়ান ইয়ার্ড এবং লালকুয়ান-কাশিপুর রেলওয়ে সেকশনের বাজপুর ইয়ার্ড, পিলিভীত-ট্যাঙ্কপুর রেলওয়ে সেকশনে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। বনবাসা সেন্ট্রাল, ভোজীপুরা-পিলিভীত রেলওয়ে সেকশন-পিলিভীত-শাহী স্টেশন, পিলিভীত-শাহজাহাপুর রেলওয়ে সেকশন-বিসালপুর-নিগোহি স্টেশন এবং পিলিভীত-মাইলনি রেলওয়ে সেকশন-মালা-শাহগড় স্টেশনগুলির মধ্যে জলাবদ্ধতার কারণে ব্যাহত জানা যায়, ২০২৪ সালের ০৮ জুলাই রাতে টানাকপুর ও এর আশপাশের এলাকায় অপ্রত্যাশিতভাবে ৪৩১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের কারণে নানক সাগর বাঁধ থেকে ৩৯ হাজার কিউসেক, লাহোরিয়া বাঁধ থেকে ৩ হাজার কিউসেক এবং শারদা নদীর বনবাসা বাঁধ থেকে আড়াই লাখ কিউসেক জল ছাড়ায় পুরো এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে, এই রেল সেকশনগুলিতে রেল চলাচল পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধের ভিত্তিতে পুনঃ স্থাপনের কাজ চলছে এবং নদীগুলির জলস্তর ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। লালকুয়ান-কাঠগোদাম রেলওয়ে সেকশন ০৮ ই জুলাই, ২০২৪ তারিখে ১৬.০০ ঘন্টা থেকে এবং ০৯ই জুলাই, ২০২৪ তারিখে ০৬.৩০ ঘন্টা থেকে লালকুয়ান-কাশিপুর রেলওয়ে সেকশনটি সুরক্ষিত রেল ট্র্যাফিকের জন্য পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সুরক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শন করলেন উত্তরপূর্বসীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার

মালিগাঁও, ১২জুলাইঃ অ া জ (১২জুলাই, ২০২৪তারিখ) উত্তরপূর্বসীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীচেতন কুমার শ্রীবাস্তব আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত কোকরাঝাড়, ফকিরাগ্রাম, শ্রীরামপুর ও আলিপুরদুয়ার স্টেশনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন হেডকোয়ার্টার ও ডিভিশনের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা। রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে সুরক্ষা সম্পর্কিত সতর্কতা পরীক্ষা করার জন্য রেলওয়ে আধিকারিকদের সাথে বার্তালাপ করেন এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন সরঞ্জাম পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে আরও উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন স্তরের রেলওয়ে কর্মীদের পরামর্শ দেন।

জেনারেল ম্যানেজার বিভিন্ন স্টেশনে চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ খতিয়ে দেখেন। তিনি কোকরাঝাড় রেলওয়ে স্টেশন, ক্রুলবি, ফুটওভার ব্রিজ, প্ল্যাটফর্ম এবং যাত্রীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত কাজও পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি ফকিরা গ্রাম স্টেশনে হেল্থইউনিট, স্টাফকলোনি এবং উন্নত, অতিরিক্ত ও বর্ধিত যাত্রী সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনের স্টেশন পুনর্বিকাশের কাজ পরিদর্শন করেন। তিনি গোসাইগাঁও হাট এ বংশ্রীরামপুর রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে ট্র্যাক, ব্রিজও অন্যান্য স্থাপনাগুলির উইন্ডোট্রেলিং পরিদর্শন পরিচালনা করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সেকশনের লেভেল ক্রসিংগেট, কার্ভ, পয়েন্টস অ্যান্ড ক্রসিং এবং ব্রিজ পরিদর্শন করেন। তিনিশা মুকতলা ও আলিপুরদুয়ার স্টেশনের মধ্যে ট্র্যাক মেইন্টেনারদের জন্য গ্যাংটুল রেস্টরুম উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি তিনি আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশনের ক্রু লবি এবং ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ট্রেন পাসিং অফিস পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরিদর্শন। পরবর্তী সময়ে জেনারেল ম্যানেজার ইউনিয়নের প্রতিনিধিও ডিভিশনাল আধিকারিকদের সাথেমতবিনিময়করেনএবংঅঞ্চলটিরঅর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি আরও মজবুত করার জন্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন।

এসইআর যাত্রীদের জন্য বাসের ব্যবস্থা করেছে সাঁতরাগাছি থেকে হাওড়া

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ জুলাই ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জন্য যাত্রীদের সুবিধা সর্বদা শীর্ষ অগ্রাধিকার। ১২০২২ বারবিল-হাওড়া জন শতাব্দী এক্সপ্রেস, ১২৮৪০ এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল-হাওড়া মেল, ২২৮৯৮ দিঘা-হাওড়া কান্ডারি এক্সপ্রেস এবং ১২৬৬ র‍্যাপল এক্সপ্রেস ছিল ১১.০৭.২০২৪ তারিখে গভীর রাতে সাঁতরাগাছি থেকে হাওড়া পর্যন্ত যাত্রী বহনের উদ্দেশ্যে তিনটি বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হাওড়ায় ০০.২০ থেকে ৪.৪০ ঘন্টার মধ্যে উন্নয়নমূলক কাজের কারণে হাওড়ার পরিবর্তে সাঁতরাগাছি থেকে সংক্ষিপ্তভাবে বন্ধ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ১১.০৭.২০২৪ তারিখে সাঁতরাগাছি থেকে হাওড়ায় ৭০০ (প্রায়) সংখ্যক যাত্রী পরিবহন করা হয়েছিল। উপরে উল্লিখিত ট্রেনের সমস্ত যাত্রী খুব অল্প সময়ের মধ্যে সুবিধাজনকভাবে এবং নিরাপদে হাওড়া পৌঁছেছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে বাসের ব্যবস্থা তদারকির জন্য ছয়জন রেল কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল। ১৮০১১ / ১৮০১৩ হাওড়া-চক্রধরপুর-বোকারো স্টিল সিটি এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হচ্ছে যা ১৩.০৭.২০২৪ থেকে কার্যকর হবে তার মূল উৎস স্টেশন হাওড়া থেকে ০০,০৫ ঘন্টায় ছাড়বে। ট্রেনটির ১৩.০৭.২০২৪ থেকে ১৭.০৭.২০২৪ পর্যন্ত ৫ দিনের জন্য সাঁতরাগাছিতে (প্রস্থানের সময় ০০,২৪ ঘন্টা) অস্থায়ী স্টপেজ থাকবে।

কাশিনগর পঞ্চায়েত দখল নিলো তৃনমূল

দুরন্ত বার্তা, রায়দীঘি, ১২ জুলাই ঃ কাশিনগর পঞ্চায়েত বিজেপির হাত থেকে এবারে দখল করলো তৃণমূল কংগ্রেস। লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই বিরোধী শিবিরে একের পর এক ভাঙ্গন দেখা গেছে। রায়দীঘি বিধানসভার কৃষ্ণচন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের পর এবারে কাশিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত দখল নিলো তৃনমূল। এই পঞ্চায়েতের বিজেপির প্রধান যোগদান করল শাসক দলে যার ফলে পঞ্চায়েত এখন শাসক দলের দখলে চলে গেল। ২০২৩ সালে রায়দিঘি বিধানসভার কাশিনগর গ্রাম পঞ্চাযেতে বোর্ড গঠন করেছিল বিরোধীরা। যেখানে মোট ১২ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছিল ৩ টি আসনে, সিপিএম পেয়েছিল একটি, নির্দল একটি ও বিজেপি পেয়েছিল সাতটি আসন। পরবর্তী সময়ে নির্দলের জয়ী সদস্য যোগদান করে শাসক দলে। ও বিজেপি পরিচালিত এই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান যোগদান করে শাসক দলে।শুক্রবার মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদারের হাত ধরে পঞ্চায়েতের প্রধান বিজেপির বর্ণালী বাগ শাসক তৃনমূলের দলে যোগদান করার ফলে তৃণমূলের আসন সংখ্যা বেড়ে হয় ৬ টি,আর সিপিএম একটি ও বিজেপি পাঁচটি। এদিন থেকেই কাশিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত শাসক দলের দখলে গেল। এদিন সাংসদ বাপি হালদার, বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা, জেলা পরিষদ সদস্য উদয় হালদার সহ একাধিক নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে তৃনমূলে যোগদান করে কাশীনগর পঞ্চায়েতের বিজেপির প্রধান বর্ণালী বাগ জানান, আমি স্বইচ্ছায় মানুষের কাজ করার জন্যই তৃনমূল কংগ্রেসে যোগদান করলাম। এই বিষয় নিয়ে রায়দিঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা বলেন, তৃণমূলের উন্নয়নে শামিল হতেই প্রধান উপপ্রধান সহ অনেকেই যোগদান করেছে তৃনমূল কংগ্রেসে। সাংসদ বাপি হালদার বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের শরিক হতেই বিজেপি থেকে তৃনমূলের সদস্য হলো প্রধান বর্ণালী বাগ।তাকে আমাদের দলে স্বাগত। এবারে এই পঞ্চায়েতে উন্নয়নের জোয়ার বইবে।

Name Change

I, (Old Name) RANJIT KUMAR PAL S/o- SWARUP PAL, Residing at, Vill-Jitpur mathpara garibpur, Post- Jitpur, Dist- Murshidabad, Pin- 742121, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RANJIT KUMAR PAL To RANJIT PAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RANJIT PAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, RANJIT PAL and RANJIT KUMAR PAL both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) AMJED ALI SK S/o- ABDUS SALAM SEKH, Residing at, Vill & Post- Baruipara, Ps- Hariharpara Dist- Murshidabad, Pin- 742165, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AMJED ALI SK To AMJAD ALI SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AMJAD ALI SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, AMJAD ALI SEKH and AMJED ALI SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, SHAFQUAT ARA, WIFE OF MD QASIM, RESIDING AT 96A CHITTARANJAN AVENUE, PO-BOWBAZAR, KOLKATA-700012, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAFQAT ARA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/07/2024.THAT SHAFQUAT ARA AND SHAFQAT ARA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) KABITA BIBI W/o- SAJAHAN SK, Residing at, Vill- Mahalandi, Post- Mahalandi, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from KABITA BIBI To KABITA BEGUM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) KABITA BEGUM in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, KABITA BEGUM and KABITA BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MUKUL SAHA S/o- NAMAJI SHAH, Residing at, Vill-Chhutipur, Post- Daulatabad, Ps-Daulatabad, Dist- Murshidabad, Pin-742302, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MUKUL SAHA To MUKUL SHAH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MUKUL SHAH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, MUKUL SHAH and MUKUL SAHA both are Same and one identical person.

Name Change

I, AYAB SK is wrongly recorded in my LIC Certificate (Policy No-424971791). S/o- KALIMUDDIN SK. Residing at Vill - Benidaspur, Po-Daulatabad, Ps- Daulatabad, Dist-Murshidabad, Pin- 742302, West Bengal. Shall henceforth be known as MUNTU SK. That my name MUNTU SK and AYAB SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the S.D.E.M at Berhampore Murshidabad On 22 Nov 2021.

Name Change

I, (Old Name) NAMAJI SAHA S/o-JATIN SHAH, Residing at, Vill-Chhutipur, Post- Daulatabad, Ps-Daulatabad, Dist- Murshidabad, Pin-742302, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NAMAJI SAHA To NAMAJI SHAH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NAMAJI SHAH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, NAMAJI SHAH and NAMAJI SAHA both are Same and one identical person.

শ্রী তুলসী অনলাইন ডট কম লিমিটেড

CIN:L99999WB1982PLC035576

রেজিড. অফিস ঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম তলা, কলকাতা-৭০০ ০০১

ইমেইলঃ investorsshreetulsionline.com, ওয়েবসাইট www.shreetulsionline.com

টেলিফোনঃ ০৩৩-২২৬২৪৭১৭

পাবলিক নোটিশ-৪২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)

কোম্পানির ৪২ তম (চল্লিশ দ্বিতীয়) বার্ষিক সাধারণ সভা ১২ আগস্ট, ২০২৪, সোমবার, সকাল ১১,০০ এ অনুষ্ঠিত হবে। ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মানে (ওএভিএম) এর মাধ্যমে অইএসটি, সাধারণ সার্কুলার নং সহ পঠিত কোম্পানি অইন, ২০১৩-এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে এজিএম আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা ব্যবসাগুলি। ১৪২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, এবং সার্কুলার নং। ১১২০২২ তারিখ ২৮.১২.২০২২ এবং সার্কুলার নং ১০২০২২ তারিখ ২৮.১২.২০২২ এবং সার্কুলার নং ১৭২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০ এবং সার্কুলার নং ২০২০২০ তারিখ ০৫ মে, ০২০২০২০ তারিখের তারিখ ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, সার্কুলার নং ২১২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, সার্কুলার নং ২২০২২ তারিখ ০৫ মে, ২০২২ এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারগুলি, সর্বশেষটি ০৯২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নম্বর SEBIHOCFDCMD1CIRP2020 79 তারিখ ১২ মে, ২০২০ এবং SEBIHOCFDCMD2CIRP202111 তারিখ ১৫ জানয়ারী, ২০২১, SEBIHOCFDCMD2 CIRP202262 তারিখ ১৩ মে ২০২২ এবং SEBIHOCFDPoD-2PCIR20234 জানুয়ারী ৫ই, ২০২৩ এবং SEBIHOCFDCFD-PoD-2PCIR 2023167 তারিখ ০৭ অক্টোবর, ২০২৩ যথাক্রমে, ভরতের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড কর্তৃক জারি করা, ৪২ তম এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য। পূর্বোক্ত সার্কুলার অনুসারে, ২০২৩-২০২৪ এফ ওয়াই-এর বার্ষিক রিপোর্টের সাথেএজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডে পাঠাতে হবে যাদের ই-মেইল আইডি ইতিমধ্যে কোম্পানি আমানতকারীদের সাথে নিবন্ধিত আছে। কোম্পানিটি তার সমস্ত সদস্যদের ই-ভোটিং এবং রিমোট ই-ভোটিং সুবিধাও প্রদান করছে আগের অনুশীলনের মতোই।

সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশ নিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলী এবং এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

যদি আপনার ইমেল আইডি ইতিমধ্যেই কোম্পানি আমানতকারীর সাথে নিবন্ধিত থাকে, তাহলে ২০২৩-২০২৪ এফ ওয়াই-এর বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং-এর লগইন বিশদ আপনার নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় পাঠানো হবে। আপনি যদি কোম্পানি ডিপোজিটারির সাথে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধিত না করে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে এফ ওয়াই ২০২৩-২০২৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন বিশদ পেতে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে নীচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

শারীরিক হোল্ডিং	কোম্পানি মেসার্সের রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টদের কাছে একটি অনুরোধ পাঠান। Adroit Corporate Services Private Limited infoadroitcorporate.com-এ ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (এর স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) প্রদান করে ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য আধার কার্ড।
ডিম্যাট হোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটারি পার্টিসিপ্যান্টের (ডিপি) সাথে যোগাযোগ করুন এবং ডিপির পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করুন। অনুগ্রহ করে সোমবার, আগস্ট ০৫, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে একই আপডেট করুন

২০২৩-২০২৪ এফওয়াই-এর জন্য এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্টের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shreetulsionline.com-এও পাওয়া যাবে এবং কোম্পানির সিকিউরিটিগুলি তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড www.cse-india.comandMetropolitan Stock Exchange Limited www.msei.inú কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩-এর অধীনে ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সদস্যদের কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

শ্রী তুলসী অনলাইন ডট কম লিমিটেডের জন্য

বিনোদ কুমার বোথরা

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও

ডিন ঃ ০০৭৮০৮৪৮

স্থানঃ কলকাতা

তারিখ ঃ ১২.০৭.২০২৪

Name Change

I, (Old Name) SATISHCHANDRA BISWAS DIZABOR BISWAS S/o-DWIJBAR BISWAS, Residing at, Vill-Balurbadh, Post- Surjapur, Dinajpur, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SATISHCHANDRA BISWAS DIZABOR BISWAS To SATISH CHANDRA BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SATISH CHANDRA BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, SATISH CHANDRA BISWAS and SATISHCHANDRA BISWAS DIZABOR BISWAS both are Same and one identical person.

Name Change

I, KARNA PAWUL YONZON & KARNA PAUL YONZON S/O TSHERING LAMA TAMANG, RESIDING AT SORENG BUSTY BAR DARA, RANGLI RANGLIOT, DARJEELING-734312, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KARNA BAHADUR TAMANG VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/07/2024.THAT KARNA PAWUL YONZON & KARNA PAUL YONZON ALSO KARNA BAHADUR TAMANG ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MD AZIBAR RAHMAN, SON OF LATEMAN MOLLA, RESIDING AT VILL & PO-PITHAPUKUR, PS-POLERHAT,SOUTH 24 PARGANAS-700135, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD AZIBAR RAHAMAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/07/2024. THAT MD AZIBAR RAHMAN AND MD AZIBAR RAHAMAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি Ejaz Hussain Khan , Md Ejaz Hussain Khan (পুরাতন নাম) পিতা Sekhawat Hussain ঠিকানা 911, Gangaram Bairagi Lane,Haora (M.Corpn), howrah-711101, W.B. কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 12-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ejaz Hussain (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ejaz Hussain (নতুন নাম) ও Ejaz Hussain Khan , Md Ejaz Hussain Khan (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, ZAHOOR ALAM, SON OF MD AZIZ ALAM, RESIDING AT 1/1A JANNAGAR ROAD ,PO CIRCUS AVENUE, KOLKATA-700017,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ZAHOOR ALAM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/07/2024.THAT ZAHOOR ALAM AND MD ZAHOOR ALAM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Maniklal Bera S/o. Pashupati Bera R/o. Vill. – Uddhabpur, P.O.- Mohar, P.S.- Sabang, Dist.- Paschim Medinipur, Pin-721161, W.B. shall henceforth be known as Manik Bera. I declare that Manik Bera and Maniklal Bera is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 12-07-2024.

Name Change

I, Md Abid Ali S/o. Abdulla Mondal R/o. Vill. – Berachampa, Prithiba Road, P.O.- Debalay, P.S.- Deganga, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin-743424 shall henceforth be known as Abid Mondal. I declare that Abid Mondal and Md Abid Ali is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barasat, Dist.- 24 Pgs. (N) on 03-02-2024.

Name Change

I, Abusiddique Mollick S/o. Abul Kashem Mollick R/o. Vill.- Chandpur, P.O. - Gobindapur, P.S. – Bhangore, Dist.- 24 Pgs. (S), Pin- 743502, W.B. India shall henceforth be known as Abu Chhidik Mollick. I declare that Abu Chhidik Mollick and Abusiddique Mollick is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 12-07-2024.

নাম পরিবর্তন

আমি Ajit Bakchi পিতা Late Bharat Bagchi (Date of Death: 02-03-2001) ঠিকানা Vill. - Pakhiura, P.O.- Kumara Ramnagar, P.S.- Hanskhali, Dist- Nadia West Bengal, Pin-741502 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 12-07-2024 যে আমার মৃত পিতা যিনি আগে পরিচিত ছিলেন Bharat Chandra Bakchi (পুরাতন নাম)এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Bharat Bagchi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হল। আমার মৃত পিতা Bharat Bagchi (নতুন নাম) ও Bharat Chandra Bakchi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Manoj Sethia (পুরাতন নাম) পিতা Subh Karan Sethia ঠিকানা Block-7, Flatno.-903, 36B, Panditya Road, Sarat Bose Road, Circus Avenue, Kolkata-700029 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 12-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে মনোজ Kumar Sethia (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Manoj Kumar Sethia (নতুন নাম) ও Manoj Sethia (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Sangeeta Banerjee/ Sangeeta Chakraborty, W/O: Sri Shouvik Chakraborty, born on 08/08/1983 residing at 779/1 Jawpur Road, SHKB Sarani, South Dumdum Kolkata-700074, have changed my name to Sangeeta Banerjee Chakraborty affidavit dated 06/07/2024 at Sealdah Court.

বগটুই গণহত্যা কাণ্ডে চার্জসিট দাখিল সিবিআইয়ের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১২ জুলাই ঃ আদালতে বগটুই গণহত্যাকাণ্ডের চার্জ দাখিল করলো সিবিআই। প্রায় দু'বছর চার মাস পর এই মামলার চার্জ গঠন করা হয়। শুক্রবার আদালতের জেলা অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের এজলাসে এই চার্জ গঠন করা হয়। পাশাপাশি এই মামলায় আগামী ১২ ও ১৩ আগস্ট সাক্ষ্যগ্রহণ ও তথ্যপ্রমাণ পেশের দিনও ধার্য করেছে আদালত। চার্জ গঠনের সময় উপস্থিত ছিলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী পার্থ তপশ্রী। এদিন রামপুরহাট ১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি আনারুল হোসেন-সহ ২৩ জন আসামী হাজির ছিল। সিবিআই আইনজীবী পার্থ তপশ্রী জানান, ১২০ বি, ১০৯ সহ বিস্ফোরক, অগ্নিসংযোগ, খুন সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ২১ মার্চ রাতে রামপুরহাট থানার ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের বগটুই মোড়ে বোমা মেরে খুন করা হয় তৃণমূল নেতা তথা স্থানীয় বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন উপ-প্রধান ভাদু শেখকে। সেই রাতেই ভাদুর অনুগামীরা প্রতিশোধ নিতে বগটুইয়ের বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। তাতে মৃত্যু হয় ১০ জনের। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে বগটুই হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার পায় সিবিআই। ঘটনার তিন মাস পর ২০২২ সালের ২১ জুন আদালতে প্রাক্তন রামপুরহাট ১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি আনারুল হোসেন-সহ ন'জনের নামে রামপুরহাট আদালতে ১,১৯৩ পাতার চার্জশিট জমা দেয় সিবিআই। পরে আরও পাঁচজন জনের নাম এই মামলায় যুক্ত হওয়াই আসামী বেড়ে ২৩ জন হয়। আদালত সূত্রে খবর, বগটুই হত্যা মামলার সাক্ষ্যগ্রহণের পূর্বে চার্জ গঠনের দিন ছিল গত ২১ জুন। সেই মতো রামপুরহাট দ্রুত নিষ্পত্তি বা ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক সন্দীপ কুণ্ডুর এজলাসে ২৩ জন অভিযুক্তের হাজির হওয়ার কথা ছিল। চার্জ গঠন হবে বলে এজলাসে সিবিআইয়ের আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীরাও। আইনজীবীরা জানান, চার্জ গঠনের দিন মামলায় গ্রেফতার হওয়া আসামীদের মতামত নেওয়া হয়। সেই দিন আদালতে আনারুল হোসেন-২১ জন অভিযুক্ত হাজির থাকলেও বর্ধমান সংশোধনাগারে বন্দি জাহাঙ্গির শেখ ও মফিজুল শেখ নামে দুই অভিযুক্ত ছিলেন না। সেই কারণে চার্জ গঠনের দিন পিছিয়ে গিয়েছিল। তবে ওই ২১ জুন তারিখেই রামপুরহাট আদালতে খারিজ হয়েছিল বগটুই হত্যাকাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত প্রাক্তন তৃণমূল নেতা আনারুলের জামিনের আবেদনও।

স্বরুপগঞ্জ পঞ্চায়েতে দুর্নীতির প্রতিবাদে ১৯ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১২ জুলাই ঃ শুক্রবার বিকেলে নদীয়ার নবদ্বীপ ব্লকের স্বরুপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্যাপক হারে দুর্নীতির প্রতিবাদে ১৯ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছবি হালদারের হাতে স্মারকলিপি প্রদান করেন ব্লক তৃণমূলের সভাপতি কল্লোল করের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের দল। ১৯ দফা দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম এই পঞ্চায়েতে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ বিভিন্ন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং অযথা হয়রানির শিকার হচ্ছে। পঞ্চায়েতে যে কোনও শংসাপত্র বিশেষ করে ওয়ারিশন সার্টিফিকেট নিতে গেলে সাধারণ মানুষদের ঘোরানো হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরা পঞ্চায়েতে প্রশংসাপত্র নিতে গেলে তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এছাড়াও পঞ্চায়েতের কর আদায়কারী রুস্তম মন্ডলকে অযথা বসিয়ে রাখার প্রতিবাদে স্বরুপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে হাজার হাজার টাকার মাস্টাররোল তৈরি করে চুরি বা তছরুপ করা হচ্ছে। এই ধরণের একাধিক দাবিতে সোচ্চার হতে দেখা যায় অঞ্চল তৃণমূল নেতৃত্বকে। স্মারকলিপির প্রদান শেষে নবদ্বীপ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি কল্লোল কর জানান, আমাদের ১৯ দফা দাবির সবটাই মেনে নিয়েছেন স্বরুপগঞ্জ পঞ্চায়েতের প্রধান ছবি হালদার। ব্লক সভাপতি আরও জানান, দাবিগুলির যথার্থতা মেনে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান। এদিনের স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা, নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু রানী ঘোষ, সহ-সভাপতি তাপস ঘোষ, স্বরুপগঞ্জ অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি অমল সরকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং অসংখ্য দলীয় কর্মী ও সমর্থক।

যাত্রী হয়রানি কমাতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে চালু হয়েছে যাত্রী সাথী অ্যাপ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই ঃ যাত্রী হয়রানি কমাতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে চালু হয়েছে যাত্রী সাথী অ্যাপ। শুক্রবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে যাত্রী সাথী অ্যাপের শুভারম্ভ করা হল। এদিন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর, ট্রাফিক ডিসিপি বিশ্বচাঁদ ঠাকুর, বাগডোগরা বিমানবন্দর ডায়রেক্টর মহম্মদ আরিফ সহ অন্যান্যরা। এদিন অতিথিদের সংবর্ধনা করার পর এই অ্যাপের মাধ্যমে যাত্রী ও ট্যাক্সি চালকদের মধ্যে যাত্রী সাথী অ্যাপ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। এর মাধ্যমে অনায়াসে অনলাইনে বুকিং ও নিরাপত্তা এবং লাইনে দাঁড়িয়ে ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে জানা গেছে। এই পরিষেবার মাধ্যমে দালাল চক্র পুরোপুরি বন্ধ হবে বলে বিমানবন্দরের ডায়রেক্টর জানান।

Tender has invited by the Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity for **Construction of CC Road from Saidullah house to Nzrul house at Jashar. NIT No. 07/PUR/24-25 Dt.- 05.07.2024, Tender ID No 2024_ZPHD_713082_1 to 4.** Last date for submission of Tender: **12/07/24 up to 6.30 P.M. Wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
PursurahHooghly**

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ২৭–এসডিএসটিই–এএসএন–২০২৪–২৫, তারিখঃ ১০.০৭.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন–৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই–টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম/স্থানঃ** আসানসোল ডিভিসন–অন্ডাল জংশন–তপসী–সীতারামপুর শাখায় ওএফসি–র মাধ্যমে বিপিএসি মিডিয়া রিডানড্যান্সির ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ১,৩৬,৩৯,৯২৩.৬১ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,১৮,২০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৫.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ http://www.ireps.gov.in/** এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। টেন্ডারদাতা/বিডদাতাদের অবশ্যই ক্লাস–III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে অবশ্যই রেজিস্টার্ড থাকতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতা/ বিডদাতারা ই–টেন্ডারিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

ASN-115/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

MALIARA GRAM PANCHAYAT
MALIARA, BANKURA

Notice – Inviting e-Tender E-NIT NO:07/MGP/24- 25, 08/MGP/24-25, 09/MGP/24-25 &10/MGP/24-25 Pradhan Maliara Gram Panchayat invites percentage rate e-Tender for the 20 nos different works at different places. All information is available www.wbetenders.gov.in

Pradhan
Maliara Gram Panchayat

E tender notice
Nit No- 240/KGP/e nit - 02/ 2024 -25 Dated: 11/07/24

Online bids are invited the year 2024- 25 from bonafied contractors for listed work from 15th CFC-G tied fund of following scheme in respect of tender Id: 2024-ZPHD-712678(1-13) Bid submission start date 12/07/24 Document download end date : 29/07/24, 2:30 pm Bid proposal submission on last date 29/07/2024 at 3:30 pm Bid opening date 31/07/24 at 3:30 pm (technical) For details information contact to the undersigned

S/d prodhan
Kusumgram Gram Panchayet

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এর দুর্ঘটনার পর এই ভাঙলো ঘুম? চালকদের জন্য খোলা হলে বিশেষ বিশ্রাম কক্ষ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই ঃ একের পর এক অভিযোগ উঠছিল রেলের বিরুদ্ধে। চালকদের ঘুম হচ্ছে না, বিশ্রাম পাচ্ছেন না তাঁরা। এরপরই নড়েচড়ে বসল রেল। চালকদের জন্য আলাদা ভাবে ব্যবস্থা করা হল বিশ্রাম কক্ষের। শিয়ালদহ স্টেশনের মেন শাখার উপরে অর্থাৎ তিনতলায় এই বিশ্রাম কক্ষ তৈরি করা হয়েছে। রেল সূত্রে খবর, এতদিন ডরমেটরি কক্ষ ছিল। সেখানেই থাকতেন চালকরা। ছিল না কোনও বাতানুকূল যন্ত্র। ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেন চালিয়ে এসে গরমের মধ্যে চালকদের ঘুমোতে হত। এমনকী, মনঃসংযোগ যাতে সঠিক থাকে তার জন্য ছিল না কোনও ব্যবস্থা। এবার পূর্ব রেলের তরফ মোট ৮ টি বিশ্রাম কক্ষ করা হল। এক একটি কক্ষে ২টি করে বিছানা রয়েছে। মোট ১৬ টি পুরুষ চালকদের জন্য। ৮ টি বিছানা রয়েছে মহিলা চালকদের জন্য। তাঁদের রুম সম্পূর্ণ আলাদা। অত্যাধুনিক এসি মেশিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে ওই বিশ্রাম কক্ষগুলি সর্বদা ঠান্ডা থাকে। এছাড়া মনোসংযোগ সঠিক রাখার জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেখানে বসে যোগ ব্যায়াম করতে পারবেন চালকরা। তৈরি করা হয়েছে নতুন রিডিং রুম। সেখানে বই রাখা হয়েছে। চালকদের রান্নাঘর এবং খাবারের জায়গা সম্পূর্ণভাবে ভোল পাল্টে ফেলা হয়েছে। তবে সব থেকে আধুনিক ব্যবস্থা করা হয়েছে, চালকদের যেখানে অ্যাটেনডেন্স দিতে হয় সেই ঘর। সেখানে অত্যাধুনিক মেশিনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেখানে বায়োমেট্রিক ছাপ দিয়ে উপস্থিতির তথ্য দিতে হবে চালকদের। এমনকী, মেশিনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে অ্যালকোহল টেস্টের ব্যবস্থা। মেশিনগুলির উপরে থাকছে একটি করে স্ট্র। যেগুলি মেশিনের একটি নির্দিষ্ট অংশে ঢুকিয়ে চালকদের মুখ দিয়ে ফুঁ দিতে হচ্ছে। যেখানে পরীক্ষা করলেই চালু করা মদ খেয়ে ট্রেন চালাতে আসছেন কি না সেটা পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল শ্রীমতি পলি বর্মন, স্বামী- শ্রী বিশু বর্মন, সাকিন ও পোষ্ট- দক্ষিন শিবরামপুর, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর এর নির্দেষানুক্রমে সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, জনৈক সন্তোষ কুমার লাহা, পিতা স্বর্গীয় নন্দ লাল লাহা, সাং আলিপুরদুয়ার, সূর্যনগর, পোঃ- আলিপুরদুয়ার কোর্ট, থানা আলিপুরদুয়ার, জেলা জলপাইগুড়ি, নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তিসহ দক্ষিন দিনাজপুর জেলার অর্ন্তগত তাহার নামীয় সমুদয় স্থাবর সম্পত্তির মালিক থাকাবস্থায় গত ইংরাজী ০৯।১১।২০০৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১৫৪ নং আমমোক্তার দলিল বলে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি শ্রী গৌতম কুমার চৌধুরী, পিতা- শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী, সাকিন, পোষ্ট ও থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর মহাশয়ের বরাবর দানের নিমিত্তে ক্ষমতা প্রদান করিলে উক্ত আমমোক্তার নামা বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, তিনি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে উক্ত সন্তোষ কুমার লাহার দুইপুত্র জনৈক (১) চন্দন লাহা, (২) রতন লাহা, উভয়ের পিতা সন্তোষ কুমার লাহা, উভয়ের সাং খাদিমপুর ষষ্ঠিতলা, পোঃ ও থানা- বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর এর বরাবর নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি সহ অন্যান্য সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে তাহারা মালিক ও দখলীকার হইয়া আমার উপরোক্ত নামীয় মক্কেল ও তাহার স্বামী বিশু বর্মন বরাবর ০৮।১২।২০০৮ তারিখে বালুরঘাট এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৫৪৪৪ নং খোসকবলা দলিলমূলে উপযুক্ত এবং ন্যায্য মূল্যে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। আমার মক্কেলের স্বামী বিশু বর্মন তাহার অংশ রেকর্ড করাইয়াছেন। বর্তমানে আমার মক্কেল তাহার খরিদাকৃত নিম্ন তপশীল সম্পত্তি নিজ নামে রের্কড করিতে ইচ্ছুক। নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিষয়ে কাহারো কোনপ্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে বা কেহ উক্ত মালিক বা দখলীকার থাকিলে বা রের্কড এর বিষয় কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন সাক্ষরকারীর নিকট যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় ভবিষতে উক্ত সম্পত্তিতে কোন বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি আইনতঃ গ্রাহ্য হইবে না এবং কোনরূপ আপত্তি গ্রহন যোগ্য হইবে না।

তপশীল

জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর, থানা-বালুরঘাট, মৌজা- চকরাম, জে.এল. নং -১২৭, খতিয়ান নং- ২৫৩, দাগ নং- এল.আর. ৪৮ (আটচল্লিশ), পরিমান ৭২৩/৪ শতক মধ্যে ৩৬.৩৭ শতক, শ্রেনী- ডাঙ্গা।

শ্রী, যোগেশ পারেখ, আইনজীবি
দক্ষিন দিনাজপুর জেলা আদালত, বালুরঘাট
পোঃ ও থানাঃ বালুরঘাট, জেলা ঃ দক্ষিন দিনাজপুর। পিনকোড ৭৩৩১০১,
ফোন নং ৯০০২৫৮০৭০৯

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এস/১১/২০২৪-২৫, তারিখ: ১০-০৭-২০২৪। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

ক্রম. নং.:১; টেন্ডার নং. : ৮১/২৪/৪১১০বি/ওটি/৮০/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৫-০৮-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: ডিসল্ভড অ্যাসিটিলিন গ্যাস। ম্যাট. স্পেক: বিআইএস, আইএস: ৩০৮/১৯৮৮ (পুনঃনিশ্চিত ২০১০)। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় পরিদর্শন.: না, পর্যায়: ০]।১) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য ২৪০০ সিইউএম, ২) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ১৫০০০ সিইউএম, ৩) পরিমাণ- নিউ বঙাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ৩৩০০০ সিইউএম। পি.এল.নং-৮১০৪০০১৫।

ক্রম. নং.:২; টেন্ডার নং. : ৬১/২৪/৫১৯৮/ওটি/৮১/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৭-০৮-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: সর্বশেষ পরিবর্তন সহ ডিআরজি নং. আরডিএসও/টি-৩৭৩৮ অল্ট-৩ ৫২ কেজি রেলের জন্য কংক্রিট স্লিপারে ইআরসি এমকে-III ফ্ল্যাট টো ব্যবহার করার জন্য মেটাল লাইনার তৈরি ও সরবরাহ। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: হ্যাঁ, পর্যায়:১]। পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙাইগাঁও, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ২৬৮০০০টি। পি.এল. নং- ৬০১১০১১৯।

ক্রম. নং.:৩; টেন্ডার নং. : ৬১/২৪/৫১৯৯/ওটি/৮২/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৭-০৮-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: আরডিএসও -এর ডিআরজি নং টি-৮৮২২ (অল্ট-২) অনুযায়ী থিক ওয়েব সুইচ এক্সপেনশন জয়েন্ট (টিডব্লিউএসইজে) তৈরি ও সরবরাহ {আরডিএসও -এর চিঠি নং সিটি/জেডব্লিউ/৩ তারিখ ০৪/০৭/২০২৩ অনুযায়ী সমস্ত শর্ত প্রযোজ্য}। আরডিএসও -এর ডিআরজি. নং. টি-৮৮২২ (অল্ট-২) অনুযায়ী ফিটিংগুলির তালিকা ইআরসি এমকে ভি, জিএফএন লাইনার এবং পিএসসি স্লিপার বাদে। (টেন্ডারের শেষ তারিখের এক মাস আগে পর্যন্ত আরডিএসও দ্বারা জারি করা অঙ্কন এবং নির্দিষ্টকরণের অল্ট এই টেন্ডারে প্রযোজ্য হবে।) [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: হ্যাঁ, পর্যায়:১]। পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙাইগাঁও, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ১৩০ সেট। পি.এল.নং-৬০২৫৯১৩৫০১৭১।

ক্রম. নং.:৪; টেন্ডার নং. : ৬০/২৪/৫০২৩এ/ওটি/৮৩/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৫-০৭-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: ১) ৬৫/১০ টন -এর ইওটি ক্রেন। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায়: ০]। পরিমাণ- এসএসই/ডি/এমইসিএইচ/মালদা টাউন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ৩টি। পি.এল.নং-৬৬৪৫০৫৭২০০৩৮। ২) দরদাতাদের দ্বারা প্রস্তাবিত কোনো অতিরিক্ত সংযুক্ত আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্রের খরচ। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায়: ০]। পরিমাণ- এসএসই/ডি/এমইসিএইচ/মালদা টাউন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ৩টি। পি.এল. নং.-৬৬৪৫০৫৭৩। ৩) ধারা -V-এর ১৭ ধারা অনুযায়ী ওয়ারেন্টি পরে ৫ বছরের জন্য ব্যাপক এএমসি-এর খরচ। [পরিদর্শন সংস্থা :সিওএনএসজি, পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায়: ০]। পরিমাণ- এসএসই/ডি/এমইসিএইচ/মালদা টাউন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য ৩টি। পি.এল.নং- ৬৬৪৫০৫৭২। ৪) ডিএসএল-এর খরচ (শিডিউল-১ এ উল্লেখিত ডিএসএলের ধরন ও দৈর্ঘ্য) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায়: ০]। পরিমাণ- এসএসই/ডি/এমইসিএইচ/মালদা টাউন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য ৩টি। পি.এল.নং-৬৬৪৫০৫৭৪। ৫) শিডিউল-IV অনুযায়ী খুচরা খরচ এবং অতিরিক্ত স্পেয়ার্স এবং আইটেম যেমন, স্লিংস/লিফটিং ট্যাকল যেমন শিডিউল-১ এ উল্লেখ করা হয়েছে। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায়: ০]। পরিমাণ- এসএসই/ডি/এমইসিএইচ, মালদা টাউন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য ৩টি। পি.এল. নং-৬৬৪৫০৫৭৫। ৬) শিডিউল-V অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ সরঞ্জামের খরচ। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায়: ০]। পরিমাণ- এসএসই/ডি/এমইসিএইচ/মালদা টাউন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য ৩টি। পি.এল. নং-৬৬৪৫০৫৭৬। ৭) সংযুক্ত আনুষঙ্গিক হিসাবে বিবেচিত অন্য কোন আনুষঙ্গিকের খরচ। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায়: ০]। পরিমাণ- এসএসই/ডি/এমইসিএইচ/মালদা টাউন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য ৩টি। পি.এল. নং- ৬৬৪৫০৫৭৭। ৮) ক্রেন এবং ডিএসএল স্থাপন ও চালু করার খরচ (শিডিউল-১ এ উল্লেখিত ডিএসএলের দৈর্ঘ্য)। [পরিদর্শন সংস্থা :সিওএনএসজি, পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায়: ০]। পরিমাণ- এসএসই/ডি/এমইসিএইচ/মালদা টাউন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য ৩টি। পি.এল.নং-৬৬৪৫০৫৭৮। ৯) ওয়ারেন্টি সময়কালে ১ম ও ২য় বছরে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের খরচ। [পরিদর্শন সংস্থা :সিওএনএসজি, পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায়: ০]। পরিমাণ- এসএসই/ডি/এমইসিএইচ/মালদা টাউন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য ৩টি। পি.এল.নং- ৬৬৪৫০৫৭৯।

ক্রম. নং.:৫; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/০৮৬৩/ওটি/৮৪/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ৩১-০৭-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: ওয়াটার ট্যাঙ্ক অ্যাসেম্বলি আর.এইচ. (৩৯০ লিটার) এলজি৬৩১০৫, অল্ট-জি। নির্দিষ্টকরণ: ডিআরজি. অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায়: ০]। ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ১০টি, ২) পরিমাণ- নিউ বঙাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ৯০টি। পি.এল.নং- ৩৩৫৫৪৬৬৩।

ক্রম. নং.:৬; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/১১২১/ওটি/৮৫/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ৩১-০৭-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: এলএইচবি বগির জন্য এন্ড কানেক্টর সহ ফ্লেক্স বল কেবলের সেট ফ্লেক্সিবল রিমোট কন্ট্রোল জি-২৩৩৩ মিমি এবং জি-৪০২৪ মিমি নিয়ে গঠিত নর ব্রেমসে পার্ট নং আই.পি. ১৬০৫ এবং আই.পি. ১৬০৬ অথবা এফটিআরটিআইপিএল পার্ট নং. ০২৬৭.০৫.০০.০০, ০২৬৭.০৬.০০.০০ অথবা এম/এস এসকর্টস ৩ইবি৮০৬৬ এবং ৩ইবি৮০৬৫। পরিমাণ- একটি পাওয়ার কারের প্রতিটি সেট প্রতি ০১টি। ম্যাট স্পেসিক.- আরডিএসও/২০১১/সিজি-০৪ রেভ- ০৩। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায়: ০]। ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ৬টি, ২) পরিমাণ- পান্ডু/জিএসডি, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ২০টি, ৩) পরিমাণ- নিউ বঙাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপোর এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ১৯৬টি, ৪) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য ৩টি, ৫) পরিমাণ- কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) -এর জন্য ১২টি। পি.এল.নং- ৩৩৫০২৬৩৮।

ক্রম. নং.:৭; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/০৮৬৪/ওটি/৮৬/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ৩১-০৭-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: ওয়াটার ট্যাঙ্ক অ্যাসেম্বলি এল.এইচ. (৩৯০ লিটার) এলজি৬৩১০৬, অল্ট-এফ। ম্যাট স্পেসিক: ডিআরজি অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায়: ০]। ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ৮টি, ২) পরিমাণ- নিউ বঙাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ৮০টি। পি.এল.নং- ৩৩৫৫০৩০০।

ক্রম. নং.:৮; টেন্ডার নং. : ৬১/২৪/৫২১৩/ওটি/৮৭/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ০১-০৮-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: হ্যান্ড পুশ ট্রাইবোমিটার (রেল সারফেস ফ্রিকশন মিটার) সংযুক্ত আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নম্বর অনুযায়ী. আইএস/আরডিএসও-টিএমএম/০০০১:২০২৩ রিভিশন: ০০ তারিখ ২০.০৬.২০২৩। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায়: ০]। পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/এন/নিউ জলপাইগুড়ি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য ১২টি। পি.এল.নং- ৮১৭২২৭১২০৯৩।

ক্রম.নং.:৯; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/১৩৫৭/ওটি/৮৮/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৫-০৮-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: এক্সেল বক্স পিভট বুশ ডিআরজি নম্বর ১২৪৭৪৮৮ অল্ট 'এআর১' ম্যাট স্পেসিক:- টি.এস ১৭.৩৫৯.১০০.০৩, টি.এস ১৭.৬১৭.১০০.০২ এবং এমডিটিএস ১৪৮. রেভ. ০১. এবং এমডিটিএস-১২২ রেভ. ০৩। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায়: ০]।১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ৬৩৪০টি, ২) পরিমাণ- নিউ বঙাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ৬০০২টি, ৩) পরিমাণ- কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) -এর জন্য ৯৬টি। পি.এল.নং-৩৩৫০০০৬০।

ক্রম.নং.:১০; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/১১২৬বি/ওটি/৮৯/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৬-০৮-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: পাওয়ার কারের (এলডব্লিউএলআরআরএম) সাইড -২ জন্য সেকেন্ডারি স্প্রিং (বাইরে), এসি থ্রি টিয়ার স্লিপার/ইওজি (এলডব্লিউএসিসিএন) ডিআরজি নং. ১২৬৮৮৩৬ ভার-০১ -এর। ম্যাট স্পেক. আরডিএসও/টো১৭/সিজি-০১ (আরইসি.-২)। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায়: ০]। ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ২০৯টি, ২) পরিমাণ- কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) -এর জন্য ৫টি, ৩) পরিমাণ- পান্ডু/জিএসডি, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ২৫টি, ৪) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ৬টি, ৫) পরিমাণ- নিউ বঙাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ১৪৫টি। পি.এল.নং- ৩৩৫০২৬৪০।

ক্রম.নং.:১১; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/১০৯৫/ওটি/৯০/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৭-০৮-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: ব্রেক প্যাড অর্ধেক ২০০সিএম ^২ জৈব পদার্থ দিয়ে তৈরি আরডিএসও স্পেসিফিকেশন: - আরডিএসও/২০১৩/সিজি-০১ (রেভ-২)সংশোধন-১। ওয়ারেন্টি:- কম্পোজিট ব্রেক প্যাডের পরিসেবা চলাকালীন পরিসেবা করার সময় লক্ষ্য করা যেকোন ত্রুটির জন্য ওয়ারেন্টি থাকবে বা সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস আগে, যেটি আগে। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায়: ০]। ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) এর জন্য ৮৮২০ জোড়া, ২) পরিমাণ-পান্ডু/জিএসডি, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ১০৭৩০ জোড়া, ৩) পরিমাণ- নিউ বঙাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ৪৩২০ জোড়া, ৪) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য ২০০০ জোড়া, ৫) পরিমাণ- কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্য ২০০০ জোড়া। পি.এল.নং- ৩৩৫১০৩৫০।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরপত্রদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন সম্ভাব্য দরদাতা যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং তাদের অফারটি ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০ -এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলির থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর শংসাপত্র প্রাপ্ত করার এবং উপরের টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Br.-II, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/019/20/2023-2024
Name of the Work: **Restoration of asphaltum road surface at Barwaritola Lane and Beniatola Street (Portion) disturbed by W/S Department in Ward No.-19**. Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 4,87,913.52**. Earnest Money: **Rs. 9,800.00**. Period of Completion: **45 days**.

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/019/03/2024-2025
Name of the Work: **Restoration of IPS & Paver Block Footpath/Passages at Rabindra Sarani, B.K. Pal Avenue, Sovabazar Street, Bhagoban Banerjee Lane, Sitala Lane, Harodhol Lane, Daw Lane & others in Ward No.-19**. Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 4,19,309.99**. Earnest Money: **Rs. 8,400.00**. Period of Completion: **150 days**.

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/018/03/2024-2025
Name of the Work: **Restoration of I.P. Passages & Paver Block Footpath at Aurobinda Sarani, Joy Mitra Street, B.K. Paul Avenue etc. in Ward No.-18 disturbed by W/S Deptt. and natural wear and tear**. Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 1,99,318.31**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **25.07.2024** up to **11 a.m. [For Sl. No. 1 to 3].** Bid will be opened on: **27.07.2024 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details will be available on and from **12.07.2024 at 5 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3].**

The Executive Engineer (Civil), Br.-IV, KMC invites E-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/026/E117/24-25/BUSTEE
Name of the Work: **Repairing of collapsed pit, catch pit, S.W pipe at Pyari Das Lane, Ramesh Dutta Street and other places in bustee area in Ward No.-26 under Br.-IV**. Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,47,826.15**. Earnest Money: **Rs. 5.000.00**.

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/025/05/24-25/R
Name of the Work: **Repairing of I.P. Concrete Passage at 3/1 Kestodas Pal Lane and other places in Ward No.-25 under Br.-IV**. Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,52,039.18**. Earnest Money: **Rs. 5,050.00**. Period of Completion: **40 days [For Sl. No. 1 & 2]**. Last date and time of submission of bid: **22.07.2024 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 & 2].** The tender will be opened on: **24.07.2024 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **12.07.2024 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The Executive Engineer (Civil), Br.-VI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/BR-VI/060/004/2024-2025/D
Name of the Work: **Restoration of I.P.S. Passage at Kasai Para Lane, Linton Street, Gorachand Road, Anjuman Road & Paver Block Footpath at both side of Dr. Sundary Mohan Avenue and adjacent area in Ward No.-60**. Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 4,76,548.00**. Earnest Money: **Rs. 9,700.00**. Period of Completion: **30 days**.

(2) NIT No.: KMC/BR-VI/061/012/2024-2025/D
Name of the Work: **Restoration of disturbed and depressed Paver Block Foothpath at Park Street (both sides) from Jn. of A.J.C. Bose Road to Jn. of J. L. Nehru Road in Ward No.-61**. Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 4,87,517.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **45 days**. Last date and time of submission of bid: **25.07.2024 at 1 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].** Tender opened on: **27.07.2024 at 1 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **13.07.2024 (6 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The Executive Engineer (Civil), Br.-VIII, KMC invites E-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/085/01/2024-2025/BUSTEE
Name of the Work: **Renovation of Bustee Privies at 16/2 Dover Terrace, 20 M.P. Road, 35E, 16C, 16D, 35/1 Panditiya Road, 122/1D M.L.N. Road etc. in Ward No.-85**. Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 4,94,120.12**. Earnest Money: **Rs. 8,900.00**. Period of Completion: **60 days**.

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/085/02/2024-2025/BUSTEE
Name of the Work: **Repairs to Bustee Privies at 122/1D, 128, 129, 137, M.L.N. Road, 20, 21, 33, M.P. Road, 11, 12, 13, 14, 16/2, 17, 18, 19, 20, 21, Dover Terrace etc. in Ward No.-85**. Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 3,96,607.14**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **90 days**.

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/085/04/2024-2025/BUSTEE
Name of the Work: **Removal of Chokage at 11, 12, 16/2, 19, Dover Terrace, 1/3, 1/4, 1/5, M.P. 2nd Lane, 20, 21, M.P. Road etc. in Ward No.-85**. Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,48,726.39**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **60 days**. Last date and time of submission of bid: **27.07.2024 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 3].** Date of opening of tender: **29.07.2024 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details are available on and from **18.07.2024 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3].**

The Executive Engineer (Civil)/Br.- IX, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No.: KMC/IX/080/005/2024-2025
Name of the Work: **Desilting work at 56, C.G.R. Road and near Alif Nagar Fire Station in Ward No.-80**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,49,720.06**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **90 days**. Last date and time of submission of bid: **26.07.2024** at **12 noon.** Tender will be opened on: **29.07.2024 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **16.07.2024 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil)/Br.- XII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/105/04/24-25
Name of the Work: **Desilting of U/G drainage system at Sarat Bose Colony, Jadavgarh Colony-3 etc. in Ward No.-105, Br-XII**. Estimated Amount: **Rs. 1,95,282.21**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **90 days**.

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/106/009/24-25
Name of the Work: **Restoration of damaged road by providing hot mix near Premises No.- 28/1 Uttar Purbachal Canal South Road in Ward No.-106,**. Estimated Amount: **Rs. 2,43,564.49**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **45 days**.

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/106/007/24-25
Name of the Work: **Desilting of U/G drainage system near Gitanjali Park and adjacent areas in Ward No.-106,**. Estimated Amount: **Rs. 1,99,406.32**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **110 days**.

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/109/042/24-25
Name of the Work : **Maintenance of drainage system by changing of broken PIT Cover, etc. near Premises No.- 1317, 543/4, Kalikapur etc. in Ward No.-109, Br-XII, KMC.** Estimated Amount: **Rs. 1,13,924.78**. Earnest Money: **Rs. 2,500.00**. Period of Completion: **75 days**.

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/109/045/24-25
Name of the Work: **Maintenance of Dilapidated Road near Premises No.- 6C/266, 6C/276, Mukundapur in Ward No.-109, Br-XII, KMC.** Estimated Amount: **Rs. 1,71,614.01**. Earnest Money: **Rs. 3,500.00**. Period of Completion : **95 days**.

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/046/24-25
Name of the Work: **Maintenance of Dilapidated Road near Premises No.- 7/107, Mukundapur in Ward No.-109, Br-XII, KMC.** Estimated Amount: **Rs. 2,84,057.41**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **100 days**.

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/81/23-24
Name of the Work : **Emergency repairing of C. Concrete Road near 40, 42 Kayastapara New Park and different places etc. in Ward No.-107, Br-XII**, Estimated Amount: **Rs. 2,77,513.94**. Earnest Money: **Rs. 5,600.00**. Period of Completion : **60 days**.

(8) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/85/23-24
Name of the Work : **Emergency repairing of Road damaged from 11, Kayastapara New Park Canal Side and different places etc. in Ward No.-107, Br-XII**, Estimated Amount: **Rs. 2,55,523.75**. Earnest Money : **Rs. 5,500.00**. Period of Completion : **75 days**. Last date and time of submission of bid : **22.07.2024 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 8]**. Date and time of Opening of bid : **24.07.2024 at 1 p.m [For Sl. No. 1 to 8]**. The bid forms and other details are available on and from **12.07.2024 at 5 p.m. [For Sl. No. 1 to 8].**

(9) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/105/05/24-25
Name of the Work : **Development of cement concrete passage near Premises No.-6 Dhakuria East Road, 33 Arya Vidyalay Road etc. in Ward No.-105, Br-XII**. Estimated Amount: **Rs. 2,46,525.82**. Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **60 days**.

(10) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/002/24-25
Name of the Work : **Repairing of roads near Premises No. 5 S.P. Hospital Road 3rd Lane, 1288 P. Main Road and others in Ward No.-106,** Estimated Amount: **Rs. 2,81,585.51**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(11) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/011/24-25
Name of the Work: **Emergency restoration of roads by providing Hot Mix & related works at different places in Ward No.-106**. Estimated Amount: **Rs. 2,30,954.99**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **200 days**.

(12) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/012/24-25
Name of the Work: **Maintenance of Dilapidated Road with other ancillary work near Premises No. 7/52, 7/81 Mukundapur etc. in Ward No.-109, Br-XII, KMC.** Estimated Amount: **Rs. 2,31,262.76**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **100 days**.

(13) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/040/24-25
Name of the Work: **Cleaning of open surface drain from Bhagat Singh to Bikash Guha in Ward No.-109, Br-XII**, Estimated Amount: **Rs. 1,91,394.19**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **135 days**.

(14) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/047/24-25
Name of the Work: **Maintenance of Dilapidated Road near Premises No. 6C/319, 7/88 Mukundapur in Ward No.-109, Br-XII, KMC.** Estimated Amount: **Rs. 2,93,289.29**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **105 days**. Last date and time of submission of bid: **27.07.2024 at 12 noon [For Sl. No. 9 to 14]**. Date and time of Opening of bid : **29.07.2024 at 1 p.m [For Sl. No. 9 to 14]**. The bid forms and other details are available on and from **16.07.2024 at 5 p.m. [For Sl. No. 9 to 14]**. From the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 14].**

The Executive Engineer (Civil)/Br.- XV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/014/2024-2025/R
Name of the Work : **Maintenance works of passages (I.P/C.CON) in Kanthalberia Lane and Bye Lane in Ward No.-140, Br-XV**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,89,440.70**. Earnest Money : **Rs. 5,800.00**. Period of Completion : **90 days**.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/010/2024-2025/R
Name of the Work : **Repairing of paver block Road at Iron Gate, Bengali Bazar, Shyamlal Lane, Gulam Abbas Lane etc. N/H/No. B-58, B-59, H-140, G-202 etc. in Ward No.-135, Br-XV**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,86,545.15**. Earnest Money : **Rs. 9,800.00**. Period of Completion : **90 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/005/2024-2025/D
Name of the Work : **Restoration of cement concrete passage with allied works disturbed by laying Water Pipe Line and other P U Agency Majerpara Lane, Mithatalab etc. in Ward No.-138, Br-XV**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,91,939.72**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **75 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/005/2024-2025/R
Name of the Work : **Repairing of passages (I.P/C.CON) near H/No. W-177, W-189 etc. Akra Road, Hazi Ratan area in Ward No.-139, Br-XV**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,84,231.01**. Earnest Money: **Rs. 5,700.00**. Period of Completion : **45 days.** Last date and time of submission of bid : **25.07.2024 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 4]**. Date and time of Opening of tender : **27.07.2024 at 11 a.m.[For Sl. No. 1 to 4]**. The bid forms and other details are available on and from **16.07.2024 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4]**.

The Executive Engineer (Civil)/Br.- XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/144/002/24-25 (2nd Call)
Name of the Work: **Supplying of 6 nos. Mazdoors to attend the emergent water logging pockets in Br.-XVI**. Estimated Cost (Including CESS): **Rs. 4,37,689.56**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **134 days**. Last date and time of submission of bid: **24.07.2024 at 12 noon.** Tender will be opened on: **26.07.2024 at 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **16.07.2024 at 5 p.m.**

(2) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/017/24-25
Name of the Work: **Maintenance of C.C. Road at Bye Lane of Ananda Nagar near Premises No.- C25/15/2 in Ward No.-126**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,97,773.84**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**.

(3) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/018/24-25
Name of the Work: **Maintenance of Surface Drain at Bye Lane of Talpukur Road near Premises No.- 875 in Ward No.-126**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,69,596.63**. Earnest Money: **Rs. 9,400.00**. Period of Completion: **30 days [For Sl. No. 2 & 3]**. Last date and time of submission of bid: **27.07.2024 at 12 noon.** The tender will be opened on: **29.07.2024 at 12 noon [For Sl. No. 2 & 3]**. The bid forms and other details are available on and from **19.07.2024 at 5 p.m. [For Sl. No. 2 & 3]**. From the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3]**.

216/24-25

লর্ডসে ইতি জেমস অ্যান্ডারসন অধ্যায়

লর্ডস, ১২ জুলাইঃ ক্রিকেট মহলে লর্ডস টেস্টকে অনেকেই বলছেন অ্যান্ডারসন টেস্ট। টেস্ট কেরিয়ারে ইতি টানলেন জিমি অ্যান্ডারসন। আড়াই দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে প্রথম টেস্টে হারাল ইংল্যান্ড। ৪১ বছর বয়সী অ্যান্ডারসন জানিয়েছিলেন, নিজের কেরিয়ারের শেষ টেস্টে দলের জয়ে অবদান রাখতে চান। জিমির সেই ইচ্ছেপূরণ

হয়েছে। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে লর্ডসে ৪টি উইকেট নিয়েছেন জিমি। ১৮৮টি টেস্টে ৩৫০টি ইনিংসে ৪০ হাজারেরও বেশি ডেলিভারি করেছেন জিমি। মোট ৭০৪টি উইকেট ঝুলিতে ভরে টেস্ট কেরিয়ারে ইতি টানলেন অ্যান্ডারসন। টেস্টের ইতিহাসে তিনি তৃতীয় সর্বাধিক উইকেটশিকারী বোলার। এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন মুথাইয়া মুরলীধরন ও শেন ওয়ার্ন। শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তির ঝুলিতে রয়েছে ৮০০টি উইকেট। আর অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি ওয়ার্নের নামে রয়েছে ৭০৮টি উইকেট।

আনোয়ারকে নিয়ে দড়ি টানাটানি অব্যাহত, ক্রমশ পাকাচ্ছে জট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুলাইঃ ময়দান তোলপাড়। অনেক বছর বাদে দলবদলের বাজার সরগরম একজন ফুটবলারকে নিয়ে। অতীতে ঠিক যেমনটা হত। দলবদলের বাজারে এখন একটাই নাম হেডলাইন। আনোয়ার আলি। আজ মোহনবাগানে তো কাল ইস্টবেঙ্গলে। আবার পরের দিন মোহনবাগানে। মাঠের ডার্বির আগে আনোয়ার ইস্যুতে ডার্বি জমজমাট। গত বছর দিল্লি এফসি থেকে পাঁচ বছরের লোন ডিলে মোহনবাগানে সই করেন আনোয়ার। নতুন মরসুমের শুরুতে দিল্লি এফসির কর্তা রঞ্জিত বাজাজের টুইট শোরগোল ফেলে দেয়। ফিফা নিয়ম অনুযায়ী, লোন ডিল ১ বছরের বেশি কার্যকর নয়। এরপরই সরগরম ভারতীয় ফুটবল। আনোয়ারকে পেতে ঝাঁপায় ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। চণ্ডীগড় পাড়ি দেন ইস্টবেঙ্গলের দুই শীর্ষকর্তা। আর সেখানেই আনোয়ারকে সই করানোর কাজ সেরে ফেলে লাল-হলুদ। ইস্টবেঙ্গলের চুক্তিপত্রে ৫ বছরের জন্য সই করে ফেলেন ভারতীয় ডিফেন্ডার। এরপরই চর্চায় আনোয়ারের চুক্তি। এই মুহূর্তে দুই দলেরই ফুটবলার আনোয়ার। কিন্তু শেষ হাসি কে হাসবে তা নিয়েই চলছে বিস্তর জলঘোলা। তবে এই ইস্যু সহজে যে মেটার নয়, তা ঠাওর করতে পেরেছেন দুই দলের

সমর্থকরাই। আনোয়ারকে যেমন সহজে ছাড়বে না মোহনবাগান, তেমনই ইস্টবেঙ্গলও লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে আসবে না। লোন চুক্তিতে ফিফা ২০২২ সালে নিয়ম কার্যকর করলেও, এদেশে এখনও সেই নিয়ম কার্যকর হয়নি। এখানেই বল মোহনবাগানের কোর্টে। এই বছরের মধ্যেই ফেডারেশনে লোন চুক্তির নতুন নিয়ম কার্যকর করতে হবে। নাহলে বিপদে পড়তে পারে ফেডারেশনও। সেক্ষেত্রে ১ জানুয়ারি ২০২৪ সালের আগে মোহনবাগানে ৫ বছরের জন্য লোন চুক্তিতে আনোয়ার সই করায়, সবুজ-মেরুন কিছুটা অ্যাডভান্টেজ। শুক্রবার সকালেই মোহনবাগানের সোশ্যাল মিডিয়ায় আনোয়ারের ভিডিও পোস্ট করা হয়। আর ওই ভিডিওর সঙ্গে গান জুড়ে দেওয়া হয়, 'আ দেখে জারা, কিসমে কিতনা হ্যায় দম'। এরপর আবার সরগরম ময়দান। ইস্টবেঙ্গলের পাকা চুক্তিপত্রে আনোয়ার সই করে ফেলায় লাল-হলুদও নিজেদের দাবিতে অনড় থাকতে পারবে। আনোয়ার ইস্যুতে জল গড়াবে প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটিতে। সেখানে ফুটবলারের মতামতও শোনা হবে। মোহনবাগান আর আনোয়ারের লোন চুক্তিতে আদতে কি রয়েছে তা এখনও অজানা। সেখানে টার্মিনেশন ক্লজ বা এক্সিট ক্লজের বিষয়টাও খতিয়ে দেখতে হবে। লোন চুক্তি হওয়ায় আনোয়ারের মাদার ক্লাব দিল্লি এফসির মতামতও গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলিয়ে আনোয়ার ইস্যু সহজে মেটার নয়। এমনকি বড়সড় জরিমানা বা নির্বাসনের মুখেও পড়তে পারেন ভারতীয় ডিফেন্ডার।

যখন-তখন বিশ্রাম নেওয়া যাবে না

কোহলিদের সতর্ক করলেন নয়া কোচ গম্ভীর

মুম্বই, ১২ জুলাইঃ ভারতীয় দলের কোচ হয়ে এসেই নতুন ফতোয়া জারি করলেন গৌতম গম্ভীর। তিনি এক বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ''আমি একটা বিষয়ে এখনই পরিষ্কার করে দিতে চাই দলের ক্রিকেটাররা যখন-তখন বিশ্রাম নিতে পারবেন না।'' এর আগে দেখা গিয়েছে জাতীয় দলের ম্যাচ ছেড়ে বিরাট কোহলি ছুটি নিয়েছেন। আবার দেখা গিয়েছে যশপ্রীত বুমরারা বিশ্রাম নিয়েছেন। গম্ভীর যে সবদিক বিবেচনা করেই তাঁদের সতর্ক করেছেন, সেটি জানিয়ে দিয়েছেন। ভারতের নয়া কোচের এই প্রসঙ্গে বক্তব্য, ''আমি চাই যে ক্রিকেটাররা ফর্মে থাকবেন, তাঁরা ক্রিকেটের তিনটি ফরম্যাটেই দলে থাকুক। দেশের হয়ে যতটা সম্ভব খেলার চেষ্টা করতে হবে। কেউ যদি টানা খেলতে গিয়ে চোট পান, তা হলে তিনি চিকিৎসা করিয়ে আবারও দলে ফিরতে পারেন।'' গম্ভীর বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি আগ্রাসী ক্রিকেটের পক্ষে। প্রয়োজনে তর্কও করতে পারেন। ভারতীয় দলের নতুন কোচ বলেছেন, ''মাঠে আগ্রাসী থাকতে পছন্দ করি। অনেক সময় তর্কে জড়িয়েছি। সব সময় দলের স্বার্থেই তর্ক করেছি। দলই শেষ কথা। তাই দলের স্বার্থ মাথায় রেখেই সব কিছু করার চেষ্টা করি। ক্রিকেট ব্যক্তিগত স্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ নয়। সকলের উচিত দলকে জেতানোর জন্য নিজের সেরাটা দেওয়া। দলগত খেলায় এটাই প্রয়োজন। মাথায় রাখতে হবে, ক্রিকেট কোনও ব্যক্তিগত খেলা নয়। তাই এখানে ব্যক্তিগত সাফল্যের কথা ভেবে খেললে হবে না। দলই সবার আগে। দলই সব। এক

জন ক্রিকেটারের স্বার্থ সব শেষে।'' 'হেডস্যার' গম্ভীর প্রথমেই বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁর অধীনে ব্যক্তিস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে খেলতে হবে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের। দলের প্রয়োজন অনুযায়ী খেলতে না পারলে, বাদ দিতেও দ্বিধা করবেন না। গম্ভীরের এই মন্তব্য যে দলের সিনিয়র ক্রিকেটারদের কাছে সতর্কবার্তা, সেটি দিনের আলোর মতো সাফ হয়ে গিয়েছে। তবে এও ঠিক, কোহলি ও রোহিত ইতিমধ্যেই টি-২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে নিয়েছেন। তাঁদের আর বিবেচনা করা হবে না ২০ ওভারের ম্যাচে। গম্ভীরের প্রথম পরীক্ষা হতে চলেছে চলতি মাসে শ্রীলঙ্কা সফরে। তিনি দ্রাবিড়ের মতো নিভৃতে কাজ করার পক্ষপাতি নন। গম্ভীর সবসময়ই নিজের মতামত পরিস্কার করে দিতে চান বাকিদের কাছে। এদিকে, গৌতম গম্ভীর জাতীয় দলের কোচ হয়ে এসেই নিজেদের পছন্দমতো সাপোর্ট স্টাফ চেয়েছেন। তিনি বোলিং কোচ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার মর্নে মর্কেলের নাম প্রস্তাব করেছেন। বিসিসিআই এই বিষয়ে সবুজ সংকেত দেয়নি।

আইপিএল চ্যাম্পিয়ন ক্যাপ্টেনের কড়া অনুশীলন, কোচ গম্ভীরের জমানায় ভাগ্য ফিরবে শ্রেয়স আইয়ারের?

মুম্বই, ১২ জুলাইঃ গৌতম গম্ভীর ভারতের হেড কোচ হওয়ার পর থেকে অনেকেই খোঁজ করছেন শ্রেয়স আইয়ারের। ভারতের মিডল অর্ডারের তারকা ব্যাটার দীর্ঘদিন জাতীয় দল থেকে দূরে। শুধু তাই নয়। কেকেআর ক্যাপ্টেন বোর্ডের বার্ষিক চুক্তিতেও জায়গা পাননি। ২৯ বছর বয়সী ব্যাটার জাতীয় দলে ফেরার লক্ষ্যে অবিচল। কঠোর পরিশ্রম করছেন। এ মাসেই শ্রীলঙ্কা সফরে যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। এই সফরের জন্য এখনও ভারতীয় স্কোয়াড ঘোষণা হয়নি। কে বলতে পারে, গৌতম গম্ভীর কোচ হয়ে ফিরতেই ভাগ্য ঘুরতে পারে শ্রেয়স আইয়ারের। কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্যাপ্টেন শ্রেয়স আইয়ার এখন কড়া অনুশীলন করছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর অনুশীলনের ছবি-ভিডিয়ো ভাইরাল। এমনই এক ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, বৃষ্টি উপেক্ষা করেই প্র্যাক্টিস করছেন শ্রেয়স। একটি রানিং ট্র্যাকে তিনি দৌড়চ্ছেন। শুধু তাই নয়, শ্রেয়সের ইন্সটাগ্রামে ঢুঁ মারলেও তাঁর অনুশীলনের ছবি-ভিডিয়ো দেখা যাচ্ছে। সেই ভিডিয়োর কমেন্টে এক এক্স ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'আশা করছি ও শক্তিশালী হয়ে ফিরবে।'

অপর একজন লেখেন, 'গৌতম গম্ভীর কোচ হয়েছেন, এ বার শ্রেয়স আইয়ারের টিমে কামব্যাক হবে।' আর একজনের কমেন্ট, 'শ্রেয়স আইয়ারকে ফের টিমে দেখার অপেক্ষায় রয়েছি।' গৌতম গম্ভীর ও শ্রেয়স আইয়ারের সমীকরণ কারও অজানা নয়। এই জুটির মস্তিস্ক কেকেআরকে তৃতীয় আইপিএল খেতাব এনে দিয়েছে। ফলে ক্রিকেট মহল মনে করছে, ভারতীয় টিমে গৌতম গম্ভীর কোচ হওয়ায় এ বার শ্রেয়স আইয়ারের কামব্যাক হবে। সে কথা ভেবেই হয়তো অনুশীলনে কোনও ফাঁকি রাখছেন না শ্রেয়স। শ্রেয়স আইয়ারের বিরুদ্ধে ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলার অভিযোগ উঠেছিল। পরে অবশ্য তিনি রঞ্জিতে খেলেন। টুর্নামেন্টের শেষ লগ্নে। বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি থেকে এরপর বাদ পড়েন শ্রেয়স। এরপরই আইপিএলের মঞ্চে তাঁকে ব্যাট হাতে ধারাবাহিক পারফর্ম করতে দেখা যায়। কিন্তু এরপরও টি-২০ বিশ্বকাপ টিমে সুযোগ পাননি। শুধু তাই নয়, জিম্বাবোয়ে সফরেও তাঁকে পাঠায়নি বোর্ড। শ্রীলঙ্কা সফরে শ্রেয়সকে হয়তো ওডিআই সিরিজে দেখা যেতে পারে। কারণ, গত বছরের ওডিআই বিশ্বকাপে তিনি দুর্দান্ত খেলেছিলেন। এ বার ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর হওয়ায় তাই শ্রেয়সের ফেরা বেশ প্রত্যাশিত। হয়তো তিনি সেই বার্তাও পেয়েছেন। আর তা-ই প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখছেন না।

কোপায় সমর্থক-খেলোয়াড়দের মারধর নিয়ে তদন্তে নেমেছে কনমেবল

শার্লোট, ১২ জুলাইঃ কোপা আমেরিকায় গতকাল সকালে অনুষ্ঠিত কলম্বিয়া-উরুগুয়ে সেমিফাইনাল ম্যাচ শেষে বাজে দৃশ্য দেখা গেছে ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে। কলম্বিয়ার সমর্থকদের সঙ্গে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন উরুগুয়ের খেলোয়াড়েরা। এ ঘটনার তদন্তে নেমেছে দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনমেবল। উরুগুয়েকে ১-০ গোলে হারিয়ে কলম্বিয়া ফাইনালে ওঠার পর মাঠের কাছাকাছি গ্যালারির একটি প্রান্তে বেশ বড় জটলা দেখা যায়। টিভি ফুটেজে দেখা যায়, সেখানে কলম্বিয়ার সমর্থকদের সঙ্গে মারধরে জড়িয়ে পড়েন উরুগুয়ের খেলোয়াড়েরা। উরুগুয়ের তারকা স্ট্রাইকার দারউইন নুনিয়েজ মারামারিতে বেশ উৎসাহী ছিলেন। কলম্বিয়ার সমর্থকদের তাক করে একের পর এক ঘুষি মেরেছেন। যদিও বেশির ভাগই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। চোটের কারণে সেমিফাইনালে খেলতে না পারা উরুগুয়ে সেন্টারব্যাক রোনাল্ড আরাউহোও এ সময় নুনিয়েজের পাশে ছিলেন এবং ঘুষি মেরেছেন। উরুগুয়ে ডিফেন্ডার হোসে মারিয়া হিমিনেজ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ''গ্যালারির ওই অংশে উরুগুয়ের খেলোয়াড়দের পরিবারের সদস্যরা ছিলেন। তাঁদের কারও কারও সঙ্গে বাচ্চাও ছিল।'' কলম্বিয়ার সমর্থকেরা তাঁদের প্রতি আক্রমণাত্মক আচরণ করেন বলে অভিযোগ করেন হিমিনেজ। আর এ হয়, 'ম্যাচের পরের সহিংস ঘটনাটি পর্যায়ক্রমিকভাবে বুঝতে এবং জড়িত ব্যক্তিদের দায়দায়িত্বের ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে কনমেবল। বৈশ্বিক এই ফুটবল উৎসবের ক্ষতি করে এমন কোনো কাজ সহ্য করা হবে না, সে বিষয়টি আমরা পুনর্ব্যক্ত করে সতর্ক করছি।

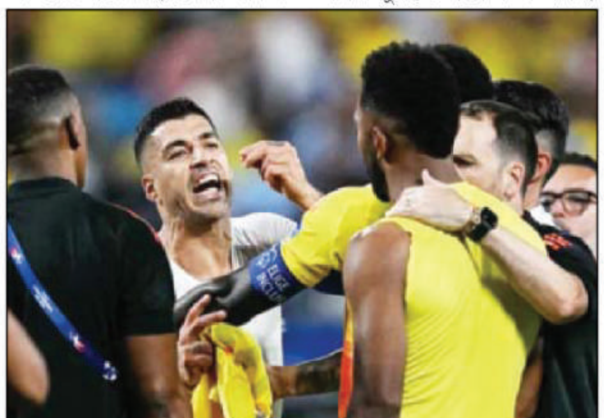

ঘটনা থেকেই মারামারির সূত্রপাত। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। দর্শকদের সঙ্গে মারামারির এই ঘটনার আগে মাঠেই ম্যাচ শেষে বাদানুবাদে জড়িয়েছেন কলম্বিয়া-উরুগুয়ের খেলোয়াড়ার ও স্টাফরা। গতকাল কনমেবলের বিবৃতিতে বলা প্যাশনকে সহিংসতায় রূপান্তর করবে এমন ঘটনা অগ্রহণযোগ্য। এই প্রতিযোগিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন কোনো আচরণ সহ্য করা হবে না।' আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস বলেছে, কনমেবলের তদন্তে ১০ খেলোয়াড় আছেন।

শুভমন গিলকে চেনেনই না অভিনেত্রী ঋদ্ধিমা!

মুম্বই, ১২ জুলাইঃ ভারতীয় ক্রিকেটার শুভমন গিলকে নিয়ে মাঝে মধ্যেই নানা খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা খবর সামনে উঠে আসতে দেখা যায়। বিশেষ করে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে উঁকি দেয় নয়া নয়া নাম। কখনও সারা তেন্ডুলকর, কখনও আবার সারা আলি খান। তিনি কার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন, তা জানতে যেন পরতে-পরতে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। কার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছেন, ফোনের ওয়াল পেপারে কার ছবি, সব কিছুটা কড়া নজর রেখে চলেছেন ভক্তরা। সম্প্রতি সেই ক্রিকেটারের জীবনেই নাকি আবারও উঁকি দিয়েছে নয়া প্রেম। আর সেই নাম হল অভিনেত্রী ঋদ্ধিমা পণ্ডিত। কিছুদিন ধরেই বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁদের গোপন ডেটিং-এর কথা। তবে এবার সম্পর্ক প্রসঙ্গে মুখ খুললেন অভিনেত্রী। জল্পনার অবসান ঘটিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তিনি নাকি শুভমন গিলকে চেনেনই না। অনেকের ধারণা এটি হয়তো প্রচারের জন্য রটিয়ে দেওয়া খবর। সেই প্রসঙ্গেও মুখ খুললেন ঋদ্ধিমা। বললেন, ''আমি এই বিষয় প্রতিক্রিয়া দেব কেন? যা সম্পর্কে আমি সত্যি কিছু জানি না। এই বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া, বা কথা বলাটা এক প্রকার বোকামো। আমি যদি সত্যি এই প্রচারটা চাইতাম, তবে আমি সেটা বিগ বসে থাকাকালিন করতাম। সহজেই আমি ওখানে থেকে যেতে পারতাম, আর একজনের নাম ব্যবহার করে প্রচারে থাকতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করিনি।'' ২০১৬ সালে প্রথম পর্দায় আসেন তিনি। সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর জার্নি। ঋদ্ধিমা জানান, তিনি আজ যে পর্যায় রয়েছেন, তা কেবল মাত্র তাঁর কঠোর পরিশ্রমের জন্য। তিনি কাজের জন্যই পরিচিতি পেতে চান।

ভারতে পাওয়া সব ভালোবাসা ভুলে যাবেন বিরাট কোহলি, বলছেন শাহিদ আফ্রিদি

ইসলামাবাদ, ১২ জুলাইঃ বিরাট কোহলি এখন পরিবারের সঙ্গে লন্ডনে রয়েছেন। টি-২০ বিশ্বকাপ জেতার পর আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন তিনি। তাঁর অনুরাগীরা এখন অপেক্ষায় রয়েছে তাঁকে ফের দেশের জার্সিতে খেলতে দেখার। এরই মাঝে আলোচনা চলছে আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে। সেখানে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা খেলবেন। তা জানিয়ে দিয়েছেন বোর্ড সেক্রেটারি জয় শাহ। পঁচিশে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাবে না ভারতীয় টিম। সম্প্রতি বিসিসিআই আইসিসির কাছে জানিয়েছে, ভারতের ম্যাচগুলো যেন পাকিস্তানের জায়গায় অন্যত্র সরানো হয়। তার মাঝে এ বার পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন শাহিদ আফ্রিদি জানিয়েছেন, পাকিস্তানে খেলতে গেলে বিরাট কোহলি ভারতে পাওয়া সব ভালোবাসা ভুলে যাবেন। আসলে বিরাট কোহলির অনুরাগীরা শুধু ভারতেই নয়, ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন দেশে। পাকিস্তানেও কোহলির অনুরাগীর সংখ্যা কম নয়। সে কথা উল্লেখ করেই প্রাক্তন পাক অধিনায়ক

শাহিন আফ্রিদি বলেন, ''যদি বিরাট কোহলি পাকিস্তানে আসে, তা হলে ও ভারতে পাওয়া ভালোবাসা ভুলে যাবে। ওর একটা আলাদাই ক্লাস রয়েছে। পাকিস্তানে ওকে নিয়ে মাতামাতির অন্ত নেই। ওকে পাকিস্তানে অনেকেই ভালোবাসে। আমারও প্রিয় প্লেয়ার ও।'' ভারতীয় টিম যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাবে না জানিয়েছে, সেই প্রসঙ্গ তুলে আফ্রিদি বলেন, ''টিম ইন্ডিয়াকে আমি পাকিস্তানে স্বাগত জানাচ্ছি। ওদের এ দেশএ আসা উচিত। আমরা সব সময় ভারত সফরে প্রচুর সম্মান এব ভালোবাসা পেয়েছি। একইভাবে, ২০০৫ সালে যখন ভারতীয় দল পাকিস্তানে সফর করেছিল সেই সময় ওরাও প্রচুর ভালবাসা ও সম্মান পেয়েছিল। রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে ক্রিকেটের এই সফরগুলোকে। খেলা ও রাজনীতি মিলিয়ে দেওয়া ঠিক না। ভারতীয় টিম পাকিস্তানে আসবে, পাক টিম ভারতে খেলতে যাবে এর থেকে ভালো আর কী হতে পারে।'' আফ্রিদির মতো পিসিবিও চাইছে পুরো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সে দেশেই আয়োজন করতে। কিন্তু ভারত না খেলতে গেলে টুর্নামেন্টের জৌলুস কমবে। ফলে আইসিসি এই টুর্নামেন্টে ভারতের কথা ভেবে হাইব্রিড মডেল চালু করতেই পারে।

কোপা আমেরিকার ফাইনাল এবং দি মারিয়াকে নিয়ে যা ভাবছেন মেসি

নিউ জার্সি, ১২ জুলাইঃ কোপা আমেরিকার ফাইনালে ফেবারিট কোন দল? কলম্বিয়া না আর্জেন্টিনা? বেশির ভাগ ভোট আর্জেন্টিনার পক্ষে যাওয়াই স্বাভাবিক। ঐতিহ্য কিংবা শক্তিতে কলম্বিয়ার সঙ্গে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের তুলনা চলে না। কিন্তু এটাও মনে রাখা জরুরি, কলম্বিয়া ভাগ্যের জোরে কোপার ফাইনালে উঠে আসেনি। ফক্স স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লিওনেল মেসি এ কথাটিই মনে করিয়ে দিয়েছেন। আর্জেন্টিনা অধিনায়ক মনে করেন, কলম্বিয়া যে টানা ২৮ ম্যাচ অপরাজিত সেটার নিশ্চয়ই কারণ আছে। আর কারণ আছে বলেই কলম্বিয়া যোগ্য দল হিসেবেই ফাইনালে উঠেছে। ২০২২ সালে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্জেন্টিনার কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল কলম্বিয়া। এরপর আর তাদের কেউ হারাতে পারেনি। প্রাক্তন কোচ রেইনাল্ডো রুয়েদার অধীনে তিন ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর বর্তমান আর্জেন্টাইন কোচ নেস্তর লরেঞ্জোর অধীনে ২৫ ম্যাচ অপরাজিত কলম্বিয়া। কোপার ফাইনালে এমন প্রতিপক্ষকে সমীহ না করে উপায় আছে! মেসিও তাই বললেন, ''এই দলটা (কলম্বিয়া) ভালো। দারুণ কিছু খেলোয়াড় আছে। আক্রমণেও দ্রুতগামী ও

বৈচিত্র্যময় খেলোয়াড় আছে।'' মায়ামিতে গতকাল স্থানীয় সময় দুপুরে আর্জেন্টিনার টিম হোটেলে এই সাক্ষাৎকার দেন মেসি। সেখানে আর্জেন্টিনার ফাইনাল প্রস্তুতি নিয়ে এই কিংবদন্তি বলেছেন, ''ফাইনাল ম্যাচ সব সময়ই একটু অন্যরকম হয়। কিন্তু আমরা পুরো টুর্নামেন্টের মতো ফাইনালের আগেও ভালো বোধ করছি। ম্যাচটা কেমন হবে সেটা নিয়েই আমরা ভাবছি।'' ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের মধ্য দিয়ে নিজের ক্যারিয়ারে যা যা জেতা সম্ভব তার প্রায়ই সবই জেতা সম্পন্ন করেছেন মেসি। এখন সামনে স্পেনের পর ইতিহাসের দ্বিতীয় দল হিসেবে আর্জেন্টিনাকে টানা তিনটি বড় টুর্নামেন্ট জেতানোর সুযোগ মেসিদের সামনে। স্বাভাবিকভাবেই একটু উত্তেজনাবোধ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মেসি বললেন শান্ত থাকার কথা, ''সত্যিটা হলো আমি শান্তই আছি এবং মুহূর্তটির (ফাইনাল) অপেক্ষায় আছি। এখন সবকিছু অনেক বেশি উপভোগ করার চেষ্টা করি। কোনো তাড়াহুড়ো নেই, প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করি।'' ফাইনালের আগে কেমন বিশ্রাম নিয়েছেন ৩৭ বছর বয়সী মেসি? এ প্রসঙ্গে মেসির কাছে দুটি ফাইনালের অভিজ্ঞতা সমন্ধে জানতে চাওয়া হয়েছিল-মারাকানায় ২০২১ কোপার ফাইনাল এবং ২০২২ ফিনালিসিমা। দুটি ম্যাচই জিতেছিল আর্জেন্টিনা। মেসি এ নিয়ে বলেছেন, ''ঘুমটা ভালো হয়েছিল। কোনো অসুবিধা হয়নি। তবে সত্যিটা হলো আমরা দেরিতে ঘুমোতে গিয়েছি। প্রায় সারা রাত কথা বলেছি আমরা। সবাই মিলে পান করেছি, কার্ড খেলেছি। তাই দেরিতে ঘুমোতে গেলেও ঘুমটা ভালো হয়েছিল।'' কোপার ফাইনাল সামনে রেখে মেসি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে চাননি। কারণ, এখন সেই লগ্নটি তাঁর সতীর্থ আনহেল দি মারিয়ার। কোপার ফাইনাল খেলেই আর্জেন্টিনার জার্সি তুলে রাখবেন দি মারিয়া। মেসি এ নিয়ে বলেছেন, ''সে এটা আগেই পরিস্কার করে জানিয়ে দিয়েছে। আমরা এখন সবকিছুই উপভোগের চেষ্টা করি, আগে যেসব মুহূর্তকে পাত্তা দিইনি সেগুলোও। সে আগের চেয়ে এখন বেশি আবেগপ্রবণ। জাতীয় দলের হয়ে তার শেষ মুহূর্তে আমরা পাশেই আছি।''

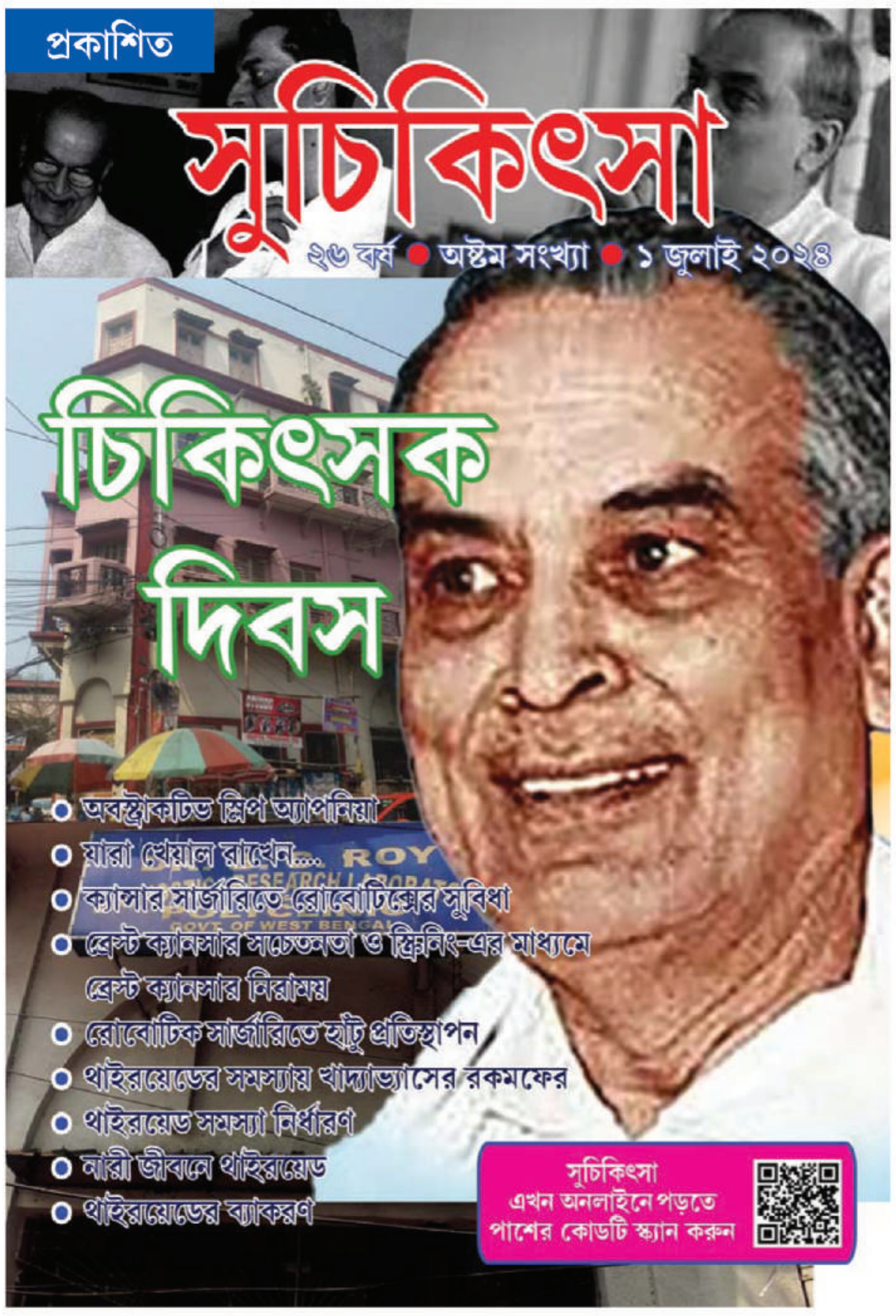

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com